পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 39 Wednesday, 8 January, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা ❋ ২২ পৌষ ১৪৩১, বুধবার, ৮ জানুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে উস্কানি ছড়ানো হতে পারে, খেয়াল রাখুন

সকলকে সতর্ক থাকতে বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ৭ জানুয়ারিঃ মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রকল্প উদ্বোধনের মধ্যে দিয়েই সকলকে বিশেষ বার্তা দেন তিনি। বলেন, গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে উস্কানি ছড়ানো হতে পারে তাই সকলকে খেয়াল রাখতে হবে। যদিও এই মন্তব্য করে সরাসরি কাউকে নিশানা করেননি তিনি। মমতা এদিন বলেন, ‘‘অনেকে ছোট একটা খবর তৈরি করে দিয়ে উস্কানি দিতে পারে। যদি আপনারা দেখেন কোথাও কোনও সমস্যা আছে তাহলে প্রশাসনের নজরে নিয়ে আসুন। বিষয়টি নজরে আসলেই তার সমাধান হতে পারে।’’ মমতা সকলকে কার্যত অনুরোধ করে বলেন, অযৌক্তিকভাবে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে যাতে কোনও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা হয়। তাঁর স্পষ্ট কথা, ‘‘গঙ্গাসাগর মেলা সারা বিশ্বের কাছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই মেলায় যাতে কোনওরকম নেগেটিভ ন্যারেটিভ না হয় এটা সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।’’ সোমবার গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন জাতীয় মেলা ঘোষণা করা হচ্ছে না, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবারও সেই প্রসঙ্গে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন তিনি। একই সঙ্গে এও বলেন, গঙ্গাসাগরকে প্লাস্টিকবর্জিত মেলা করাই তাঁদের লক্ষ্য। এটা একটা অভিনব উদ্যোগ। কিন্তু এর জন্যও কেন্দ্র কোনও সাহায্য করেনি। কুম্ভমেলায় কেন্দ্রীয় সরকার হাজার-হাজার কোটি টাকা দিলেও গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে তাঁদের কোনও উদ্যোগ দেখা যায় না বলেই দাবি মমতার। মুখ্যমন্ত্রীর আশা, কুম্ভমেলা যেমন জাতীয় মেলা হয়েছে, একদিন গঙ্গাসাগরও তাই হবে। তাঁর অভিযোগ, বাংলা সবসময় বঞ্চিত। কুম্ভমেলায় কেন্দ্রীয় সাহায্য থাকলেও সাগর মেলায় তা থাকে না। রাজ্য সরকারই নিজ উদ্যোগে মুড়িগঙ্গা সেতু থেকে শুরু করে একাধিক কাজ করে দিচ্ছে। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে ১৬১ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাগরব্লকে মোট ১৭টি অঙ্গনওয়াড়ি থেকে একাধিক রাস্তার উদ্বোধন হয়েছে। পাশাপাশি উদ্বোধন হয়েছে গোসাবা, নামখানা, পাথরপ্রতিমা ব্লকে ১২টি জেটি, চালতাদুনিয়া, পাখিরালয়ের মধ্যে ৪টি ভেসেল চালু করা হয়েছে। এছাড়াও একাধিক জেটি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গড়ে তোলার কাজ হয়েছে। মুড়িগঙ্গার সেতু তৈরির জন্য ডিপিআর করা হয়েছে তা আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ফের জানান, সেতুর কাজ শেষ করতে চার বছর সময় লাগবে এবং সরকারিভাবে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে। মমতার কথায়, এই সেতু ৫ কিমি লম্বা এবং চার লেনের। এই সেতুর নামই হবে গঙ্গাসাগর সেতু।

সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছিয়ে গেল রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ মামলা, কবে শুনানি

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারিঃ এসএসসি, ওবিসি সার্টিফিকেট মামলার শুনানির পর এবার ডিএ মামলার শুনানিও পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ মামলার শুনানি ফের মার্চ মাসে হবে শীর্ষ আদালতে। নতুন বেঞ্চে হবে সেই মামলার শুনানি। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সময়ের অভাবে আর এই মামলার শুনানি করা যায়নি। তাই সেটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী মার্চ মাসে শুনানি করা হবে জানানো হলেও আদতে কবে তা হবে সে বিষয়ে এখনও কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। সুপ্রিম কোর্টের ডেইলি কজ লিস্ট অনুযায়ী ডিএ মামলার শুনানি আদালতের চার নম্বর ঘরে হওয়ার কথা ছিল। বিচারপতি হৃষিকেশ রায় ও বিচারপতি এভিএন ভাট্টির বেঞ্চে

হত এই মামলার শুনানি। ক্রমতালিকায় একদম শেষের দিকে থাকায় এই শুনানি আদৌ হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় আগে থেকেই ছিল। কারণ অনেক ক্ষেত্রে সময়ের অভাবে শুনানি হয় না। শেষমেশ সেটাই হল। ২০২২ সালে ১৮ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টে প্রথম বার ওঠে ডিএ মামলা। গত বছর ১ ডিসেম্বর মামলাটির শেষ বার শুনানি হয়েছিল। সেই সময়ে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছিল, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ নিয়ে আরও বিস্তারিত শুনানি প্রয়োজন। তার পরে অবশ্য সময়ের অভাবে মামলাটির আর শুনানি হয়ে ওঠেনি। মঙ্গলবার ডিএ মামলার শুনানি হলে তা হত ১৪তম শুনানি। রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএ নিয়ে দাবি দীর্ঘ দিনের। আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি তাঁরা আন্দোলনও করছেন।

এইচএমপিভি নিয়ে সতর্কবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জানুয়ারিঃ এইচএমপিভি আতঙ্কের নেপথ্যে ষড়যন্ত্র দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়! তাঁর অভিযোগ, সাধারণ জ্বর নিয়েও আতঙ্ক ছড়াচ্ছে প্রাইভেট চক্র। একইসঙ্গে তাঁর আশ্বাস, ভয় পাবেন না। আতঙ্কিত হবে না। এই ভাইরাস মারাত্মক ক্ষতিকর নয়। মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে ফিরে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ‘‘অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। এই ভাইরাস মারাত্মক ক্ষতিকর নয়।’’ একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ‘‘কিছু প্রাইভেট চক্র আছে যারা সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জ্বর নিয়েও আতঙ্কিত করে দিচ্ছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা স্বাস্থ্যসাথী দিয়েছি, যেখানে প্রয়োজনের বাইরেও কয়েক লক্ষ টাকার অনর্থক বিল হচ্ছে। তাই আমরা এটা নিয়ে উচ্চস্তরে আলোচনা করেছি। আমরা প্রয়োজন হলে অবশ্যই জানাব। তাই আপাতত এটা নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না।’’ গতকালও রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে মমতা বলেছিলেন, ‘‘এইচএমপিভি নিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর কিছু নেই। বৈঠক করে মুখ্যসচিব গাইডলাইন ঠিক করেছেন। অন্য কোনও গাইডলাইন এলে রাজ্য সরকার তা মানবে।’’ করোনাকালের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘রাজ্য প্রশাসন সবসময় মানুষের সেবায় তৈরি।’’ উল্লেখ্য, মঙ্গলবার স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন কর্ণাটকের দুটি শিশু, গুজরাটের একটি, তামিলনাড়ুর দুটি ও কলকাতার একটি শিশুর শরীরে এইচএমপিভির সংক্রমণ ধরা পড়েছে। পাশাপাশি এই রাজ্যে গত বছরের নভেম্বর মাসেও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ আছে বলেই জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

শীর্ষ আদালতে পিছিয়ে গেল ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলা

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারিঃ সকাল থেকেই গোটা রাজ্যের নজর ছিল সুপ্রিম কোর্টের দিকে। মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে নির্ধারিত হওয়ার ছিল ২৬ হাজার চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ। কিন্তু ঝুলেই রইল তা। কারণ সুপ্রিম কোর্টে এদিন পিছিয়ে গেল ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলা। সিবিআই-কে আজই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরের শুনানি ১৫ জানুয়ারি। এদিন শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দেয়, ১৫ জানুয়ারি এই মামলার সব পক্ষকে হলফনামা জমা দিতে হবে। ‘চাকরিহারা যোগ্য’ শিক্ষকরা চাকরি ফেরতের দাবিতে ২৪ ঘণ্টার অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। আরও বাড়ল তাঁদের অপেক্ষা! তবে চাকরিহারারা জানিয়ে দিলেন, রাজপথ ছাড়ব না। এক চাকরিহারা বললেন, ‘‘আমাদের আন্দোলন ততদিন চলবে, যতদিন আমরা চাকরি ফেরত পাচ্ছি না। যতদিন না আমরা ন্যায়বিচার পাব, ততদিন আন্দোলন চালাব। সুপ্রিম কোর্টের ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে।’’ আরেক চাকরিহারা শিক্ষক বলেন, ‘‘অসুবিধাটা সত্যিই হচ্ছে। আমাদের যখন মরণ বাঁচনের ব্যাপার, আমাদের লড়াই চালাতেই হবে।’’ তবে আরেকজন বললেন, সুপ্রিম কোর্টের শুনানি পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশ তাঁরা। এক মহিলা আন্দোলনকারী বলেন, ‘‘আমরা আজকে প্রচণ্ড হতাশ। তারিখটা পিছিয়ে গেল, তাতে। কারণ তাতে আমাদের অসম্মানের দিনগুলো আরও বাড়ল। আরও অনেকদিন আমাদের অসম্মান বহন করে নিয়ে যেতে হবে। এই রাজপথ আমরা এখন ছাড়ছি না।’’ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী ফিরদৌস বলেন, ‘‘আগের দিন যে বেঞ্চ কম্পোজিশন শুনেছিল, আজকের বেঞ্চ কম্পোজিশন ভিন্ন। আর সে কারণে আমাদের নিশ্চিতভাবে পুরো বিষয়টা নতুন করে শোনাতে হত। তাহলে অপশন ছিল নতুন করে শুরু করা। কিন্তু তা করে এই দুই বিচারপতি আবার যেদিন বসবেন, সেদিনই তারিখ নির্ধারিত করা হয়েছে। ১৫ তারিখ আবার শুনানি ছিল। আজকে আমাদের বলার দিন ছিল। তাই ভালই হল। কারণ নতুন বিচারপতি এলে, তাঁকে আমাদের আবার প্রথম থেকে পুরো বিষয়টা শোনাতে হত।’’ উল্লেখ্য, এদিন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালার বেঞ্চে শুনানি ছিল। প্রসঙ্গত, গত বছর ২২ এপ্রিল এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রায় ঘোষণা করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। তাঁরা ২০১৬ সালের নিয়োগের প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করেন। তার ফলে চাকরি যায় ২৫,৭৫৩ জনের। পাশাপাশি চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে বলা হয় ওই চাকরিপ্রাপকদের। কিন্তু প্যানেল বাতিল হয়ে যাওয়ায়, চাকরিহারা হন যোগ্যরাও। আজ তাঁদেরই ভাগ্য নির্ধারণের কথা ছিল আজ। আগের শুনানিতে পুরো প্যানেল নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন প্রধান বিচারপতি। সিবিআই-এর রিপোর্টে পাঁচ হাজারেরও বেশি নিয়োগে যে দুর্নীতি রয়েছে, তা আগের শুনানিতেই স্বীকার করেছে নিয়েছিল রাজ্য। এদিন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের বলার দিন ছিল।

শুধু শিক্ষাবিদ নয়, কারা হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কোন নীতির পথে কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রী নয়, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে আচার্যের হাতেই। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের প্রকাশ করা খসড়ায় এই বিষয়টা স্পষ্ট করে দেওয়া হল। রাজ্যপাল নন, মুখ্যমন্ত্রীই যাতে আচার্য হন, সেই সংক্রান্ত বিল ইতিমধ্যেই পেশ হয়েছে বিধানসভায়। কেরলের বিধানসভাতেও এই একই বিল পাশ হয়েছে। এবার সেই উপাচার্য নিয়োগের নীতি নিয়ে খসড়া প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক। ফলে ফের তীব্র হতে চলেছে রাজনৈতিক তরজা। খসড়ায় বলা হয়েছে, উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে আচার্যের হাতে। শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে প্রস্তাবের খসড়া দেওয়া হয়েছে। জন সাধারণের মতামত চাওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে শিক্ষাজগতের বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও হতে পারবেন উপাচার্য। শিল্পক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শীর্ষ আধিকারিক বা সরকারি নীতি প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত শীর্ষ আধিকারিকদেরও উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে দেশের যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজ্যপাল অথবা আচার্য পদে যিনি থাকবেন তিনি উপাচার্য নিয়োগের জন্য তিন জনের মার্চ অথবা সিলেকশন কমিটি গঠন করবেন। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক

নিয়োগে কোনও সীমাও থাকছে না। তবে যদিও প্রস্তাবিত নির্দেশিকায় সরাসরি রাজ্যপালের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যিনি আচার্য পদে থাকবেন, তিনিই উপাচার্য নিয়োগের নিয়ন্ত্রণ থাকবে তাঁর হাতেই। উপাচার্য, অধ্যাপক, চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে চলেছে ইউজিসি। সেই সংক্রান্ত খসড়াও প্রকাশ করা হয়েছে।

তিব্বতে ভূমিকম্পে মৃত্যুমিছিল হত ১২৫, ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে কয়েকশো, চলছে উদ্ধারকাজ

লাসা, ৭ জানুয়ারিঃ ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১২৫। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে আছেন এখনও বহু মানুষ। ওয়েস্টার্ন থিয়েটার কমান্ডের তরফে ভূমিকম্পের খবর পাওয়া মাত্রই বিমানবাহিনীকে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিপর্যয় মোকাবিলায় ইতিমধ্যেই দুর্গতদের উদ্ধারে পরিবহণ, চিকিৎসা, হেলিকপ্টার এবং সেনাবাহিনীকে তৈরি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ খবরে জানা গিয়েছে, এদিন ভারতীয় সময় বেলা ১১টা ২৭ মিনিট নাগাদ ফের একটি আফটারশকে কেঁপে ওঠে শিজাং (তিব্বত) স্বশাসিত এলাকা। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৫। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সকলকে সর্বাত্মক শক্তিতে উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হিমালয়ের উত্তর পাদদেশ এলাকার নেপাল-তিব্বতের সীমান্ত এলাকায় ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল। তীব্র ভূকম্পনে কেঁপে উঠেছে তিব্বত, নেপাল, ভুটান, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এমনকী দক্ষিণ ভারতেরও কোনও কোনও এলাকায়। এভারেস্ট অঞ্চলের উত্তরভাগের গেটওয়ে বলে খ্যাত টিংরি নামে একটি গ্রামীণ তালুকে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। চিনের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছে, মাটি থেকে ১০ কিমি নীচে ভূমিকম্পের উৎস ছিল। এদিন সকাল ৬টা ৩৫ নাগাদ প্রথম কম্পনটি হয়। তার কিছুক্ষণ পরই কেঁপে ওঠে চিনের শিজাং। পরপর ৫ বার আফটারশক অনুভূত হয়। দ্বিতীয় কম্পনটি হয় সকাল ৭টা ২ নাগাদ। কম্পন মাত্রা ছিল ৪.৭। ঠিক পাঁচ মিনিট পরে আবার তৃতীয় কম্পন হয় সকাল ৭টা ৭-এ। তীব্রতা ছিল ৪.৯। প্রথম দু’টি ভূমিকম্প হয়েছে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। তৃতীয়টি ৩০ কিলোমিটার গভীরে। ছ’মিনিট পরে আরও একটি কম্পন অনুভূত হয়, যার তীব্রতা ছিল ৫।

রাজঘাটে প্রণবের স্মৃতিসৌধ বানাবে মোদি সরকার, প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ শর্মিষ্ঠার

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারিঃ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিসৌধ বানাবে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার। এ জন্য নয়াদিল্লির রাজঘাট তথা রাষ্ট্রীয় স্মৃতি পরিসরে জমি চিহ্নিত করল কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রক। এ ব্যাপারে সরকারের থেকে চিঠি পেয়ে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করে ধন্যবাদ জানালেন প্রণবের মেয়ে তথা প্রাক্তন কংগ্রেস মুখপাত্র শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। কেন্দ্রে বর্তমান শাসক দল তথা বিজেপির সঙ্গে বরাবর মতাদর্শগত ফারাক ছিল প্রণবের। কিন্তু একই সঙ্গে রাজনৈতিক পরিসরে বিজেপির বহু নেতার সঙ্গে তাঁর বন্ধু সম্পর্ক ছিল। এক সময়ে অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রণবের প্রতিবেশী ছিলেন। তখন এক সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন বাজপেয়ী ও প্রণব। দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠার আগে থেকেই মোদির সঙ্গেও প্রণবের একটা সখ্য তৈরি হয়। তা বন্ধু সম্পর্ক বললে সরলীকরণ হবে, বরং অনেকটাই ছিল অভিভাবকের মতো। প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার দুদিন পরই রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন মোদি। সেই সাক্ষাতে বলেছিলেন, ‘কাজে কর্মে কোনও ভুল হলে তক্ষুণি ডেকে পাঠাবেন, আমি চলে আসব।’ মোদি-প্রণবের এই বোঝাপড়া কংগ্রেসের দুঁদে রাজনীতিকদের অনেকেরই পছন্দের ছিল না। সেই তিক্ততা আরও বাড়িয়ে দেয়, পরের আরও একটি ঘটনা। নাগপুরে আরএসএসের সদর দফতরে গিয়ে প্রণবের বক্তৃতা দেওয়া। সেই সময়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রণবের পদক্ষেপের সমালোচনার করেছিলেন তাঁর মেয়ে শর্মিষ্ঠাও। সেই সমালোচনা অবশ্য প্রণব বিশেষ গায়ে মাখেননি। তিনি মনে করতেন, মতাদর্শের ফারাক থাকলেও আলোচনার দরজা খোলা রাখা উচিত। এমন উদার রাজনেতা তথা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে ভারত রত্ন সম্মানে সম্মানিত করেছিল মোদি সরকার। এবার নয়াদিল্লিতে তাঁর স্মৃতিসৌধর জন্য জমিও বরাদ্দ করল। এ ব্যাপারে সরকারের থেকে চিঠি পেয়ে মঙ্গলবার সাউথ ব্লকে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন প্রণবের মেয়ে শর্মিষ্ঠা। পরে টুইটে শর্মিষ্ঠা লিখেছেন, ‘সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাবার জন্য স্মৃতিসৌধ বানাবে। এ খবর জানার পর প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে গিয়েছিলাম। আরও বড় আনন্দের বিষয় হল, এর জন্য আমরা কোনও আবেদন জানাইনি। প্রধানমন্ত্রীর এই উদারতা আমাকে ছুঁয়ে গেছে।’ শর্মিষ্ঠার কথায়, ‘বাবা বলতেন, রাষ্ট্রীয় সম্মান কখনও চাওয়া উচিত নয়, তা প্রাপ্য হলে নিজেই এসে পৌঁছাবে। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাবার স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে সেই কাজটি করেছেন। বাবা যেখানে আছেন, সেখানে প্রশংসা বা সমালোচনার কোনও প্রভাব পড়ে না। কিন্তু তাঁর কন্যার জন্য, এই মুহূর্তে অনুভূতিকে শব্দে প্রকাশ করা সত্যিই সম্ভব নয়।’

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৫৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন, নির্দোষ বলে দাবি জানাল অর্পিতা-কুন্তল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন। একদিন আগেই পার্থ, সুজয়কৃষ্ণ-সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে আদালত। মঙ্গলবার চার্জ গঠন হল অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, তাপস মণ্ডল, কুন্তল ঘোষ-সহ ৫৩ জন অভিযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত, ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জামিনে মুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তারমধ্যে মধ্যে শেষ করতে হবে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া। সে কারণেই ৫৩ জন অভিযুক্ত ও অভিযুক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে এদিনই চার্জ গঠন হয়ে গেল। তারমধ্যেই রয়েছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস। তালিকায় রয়েছে পার্থর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্যও। যদিও বিচারক বলেন, ‘‘প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ,

মানিক, সুজয় ভদ্র, অয়ন শীলের ভূমিকা আছে। আপনারা তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছেন। কেউ অপরাধ থেকে অর্জিত টাকা, সম্পদ অর্জন করেছেন, রেখেছেন, গোপন করেছেন। কিংবা অপরাধের সঙ্গে সেই অর্থ যুক্ত নয় বলে দাবি করেছেন। আপনাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক তথ্য প্রমাণ দাখিল করেছে এজেন্সি। পিএমএলএ আইনের নির্দিষ্ট ধারায় চার্জ গঠন করা হচ্ছে।’’ প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ রয়েছে এদিন তা আরও একবার পৃথকভাবে বলা হয়। তাঁরা দোষী না নির্দোষ সেটাও শুনতে চান বিচারক। তখনই সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি সংস্থাকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেন, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, তাপস মণ্ডল, কুন্তল ঘোষেরা নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেন। অর্পিতা মুখোপাধ্যায় তো সাফ বলেন, তিনি কোনও সরকারি পদে ছিলেন না। কোথায় কী উদ্ধার হয়েছে তিনি জানেন না। কোনওভাবেই তিনি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন। আদালতের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘‘আমি নির্দোষ স্যর। কী উদ্ধার হয়েছে জানি না। নলেজ নেই। আমি কোনও অনৈতিক কাজে যুক্ত ছিলাম না।’’ অন্যদিকে কুন্তল ঘোষের দাবি, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সরব হওয়ার জন্যই তাঁকে এই অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে। বলেন, ‘‘স্যার আমি বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা নিয়ে কথা বলেছি। প্রতিহিংসার রাজনীতির জন্য এটা হচ্ছে। আমি ভিকটিম অফ পলিটিক্স। আমি এর সঙ্গে যোগ নেই। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।’’ যদিও বিচারক তাঁকে মাঝপথেই থামিয়ে দেন। সাফ বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে ধর্মতলায় বলুন। এখানে নয়।’’ তারপরই ৫৪ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৫৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়।

‘সিভিককে বাঁচানোর খেলা চলছে’

আরজি কর কাণ্ডে ভয়ঙ্কর কথা কুণালের মুখে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ আরজি কর কাণ্ডে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে কি বাঁচানোর চেষ্টা করছেন কেউ? এই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ। রাজনৈতিক স্বার্থে ‘তিলোত্তমা’র বাবা-মাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বলেও তাঁর অভিযোগ। তবে কারও নাম নিলেন না তিনি। গত ৯ আগস্ট আরজি করের সেমিনার হল থেকে ‘তিলোত্তমা’র দেহ উদ্ধার হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। পরে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মামলার তদন্তভার পায় সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার চার্জশিটে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিলোত্তমার বাবা-মা। তাঁদের বক্তব্য, একা সিভিক ভলান্টিয়ার নয়, এর পিছনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে। আরও তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন তাঁরা। তিলোত্তমার বাবা-মার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে এদিন কুণাল বলেন, ‘‘আরজি করের ঘটনা ভয়ঙ্কর। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমরা সবাই তার কড়া নিন্দা করেছি। আমরা সবাই চাই দোষীর ফাঁসি হোক। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমদিন থেকে বলছেন, মৃত্যুদণ্ড হোক। কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একজনকে ধরে। মৃতার বাবা-মার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সমবেদনা রেখেও বলছি, তাঁরা কিছু লোকের কথায় ধারাবাহিকভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধরল। তাঁরা বললেন, আমরা সিবিআই চাই। সেইমতো সিবিআই তদন্ত হয়েছে। এবার সিবিআই তদন্ত করে কলকাতা পুলিশ যাকে ধরেছে, সেই ধরাটাকে ন্যায্য বলেছে। এবার তাঁরা তা মানতে পারছেন না। যাঁরা বলছেন, বিচার চাই, বিচার চাই। বিচার তো আদালতে হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট আবার নজরদারি চালিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে তো তাঁদেরও আইনজীবী ছিলেন। শুনানির সময় তো পূর্ণ সুযোগ ছিল, সুপ্রিম কোর্টে সবটা বলার।’’ এরপরই তাঁর বক্তব্য, ‘‘কিছু রাজনৈতিক অতৃপ্ত আত্মা, অন্ধ তৃণমূল বিরোধিতা থেকে তিলোত্তমার বাবা-মার আবেগ, যন্ত্রণাকে বিপথে চালিত করতে এই গোলমাল পাকাতে নেমেছে। সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে। সাজা ঘোষণার মুখে বলছে, নতুন করে তদন্ত চাই। তাহলে কি কেউ বা কারা ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন? ধর্ষণ ও খুনে সিভিক ভলান্টিয়ারকে ধরেছে কলকাতা পুলিশ। তাকে মান্যতা দিয়েছে সিবিআই। সমস্ত তথ্য প্রমাণ এক জায়গায় করে সুপ্রিম কোর্ট দেখেছে। ট্রায়াল কোর্ট দেখেছে। এখন সাজা ঘোষণার মুখে মৃতার বাবা মাকে সামনে রেখে, তাঁদের আবেগকে বিভ্রান্তিকর পথে চালিত করে ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারকে বাঁচানোর খেলা চলছে।’’

গত এক দশকে ভারতে রেল যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ঃ গত এক দশকে ভারতে রেল যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত সোমবার ভার্চুয়ালি একাধিক রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশের রেল লাইনের মাত্র ৩৫ শতাংশ বিদ্যুদয়ন হয়েছিল। এখন ভারত নিজস্ব রেল লাইনের ১০০ শতাংশ বিদ্যুৎদয়নের কাছাকাছি। উপরন্তু, আমরা ধারাবাহিকভাবে রেলের প্রসার বাড়াচ্ছি। বিগত ১০ বছরে, সড়ক যোগাযোগ বাড়াতে হাজার হাজার ওভারপাস এবং আন্ডারপাস-সহ ৩০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি নতুন রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, লোকজন কম সময়ে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে চায়, তাই আমরা সমগ্র দেশে উচ্চ-গতির ট্রেনের বিশাল চাহিদা দেখেছি। এখন বন্দে ভারত ট্রেন ৫০টিরও বেশি রুটে চালু রয়েছে। ১৩৬টি বন্দে ভারত পরিষেবা মানুষের ভ্রমণকে আরামদায়ক করে তুলছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, গত এক দশক ভারতীয় রেল ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। রেলের পরিকাঠামোতে দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা গেছে। এতে দেশের ভাবমূর্তির উন্নতি হয়েছে।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে দেশে প্রথম বুলেট ট্রেন চলতে খুব বেশি আর দেরি নেই। আনন্দের সঙ্গে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী সোমবার বলেছেন, ২-৩ দিন আগে, আমি একটি ভিডিও দেখছিলাম - বন্দে ভারত ট্রেনের নতুন স্লিপার সংস্করণটি ১৮০ কিমি প্রতি ঘণ্টায় ছুটছে, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে, শুধু আমার কাছেই নয়, নিশ্চিতভাবে সবার কাছে ভালো লেগেছে, এটা তো সবে শুরু - সময় বেশি দূরে নয় যখন দেশে প্রথম বুলেট ট্রেন চলবে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার ভার্চুয়ালি একাধিক রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে নতুন জম্মু রেলওয়ে বিভাগ, তেলেঙ্গানার চারলাপল্লী নতুন টার্মিনাল স্টেশন উদ্বোধন এবং পূর্ব উপকূল রেলওয়ের রায়গাদা রেলওয়ে ডিভিশন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। এই অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও উপস্থিত ছিলেন।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আজ, গুরু গোবিন্দ সিং-এর প্রকাশ পরব - তাঁর ধারণাগুলি আমাদের একটি সমৃদ্ধ ও ক্ষমতায়িত ভারত অর্জনে অনুপ্রাণিত করে। এই উপলক্ষে আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের দেশে এখন ১০০০ কিলোমিটারেরও বেশি মেট্রো নেটওয়ার্করয়েছে। আজ যে প্রকল্পগুলি উদ্বোধন করা হয়েছে, তা - তেলেঙ্গানা, ওড়িশা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য - এটি সংযোগের ক্ষেত্রে একটি বিশাল মাইলফলক। এতেবোঝা যায় দেশ একসঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। এটাই 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'।

প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক।তথা বিশিষ্ট অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকালে বাইপাসের ধারে একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। জীবন মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এক শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সোনারপুরের প্রাক্তন বিধায়ক এবং আমার সহযোদ্ধা জীবন মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণে শোকাহত। একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক এবং পাঠ্য বইয়ের লেখক, তিনি একজন জনপ্রিয় মানুষ এবং দৃঢ়তার সঙ্গে একজন সমাজকর্মী ছিলেন। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও অনুগামীদের প্রতি আমার সমবেদনা।অন্যদিকে প্রয়াত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রখ্যাত অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর দক্ষিণ বিধায়ক ছিলেন তিনি, দীর্ঘদিন শিক্ষকতাও করেছেন। জীবন মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে রাজনীতির পাশাপাশি শিক্ষাজগতেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন জীবন মুখোপাধ্যায়। তাঁর লেখা ইতিহাস বই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল।মঙ্গলবার সকাল ৮.৫৭ মিনিটে বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভায় তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়িয়ে দু'বার বিধায়ক হয়েছিলেন জীবন মুখোপাধ্যায়। বার্ধক্যজনিত কারণে ২০২১ সালে আর ভোটে দাঁড়াননি তিনি। অধ্যাপনার পাশাপাশি একাধিক বই লিখেছেন। মূলত ইতিহাস-কেন্দ্রিক লেখা লিখতেন জীবনবাবু। সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। তাঁর হৃদযন্ত্রে সমস্যাও দেখা দিচ্ছিল। মঙ্গলবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই প্রয়াত হয়েছেন তিনি। জীবনবাবুর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, আগামী কাল, বুধবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে প্রাক্তন বিধায়ক তথা অধ্যাপকের।

বাংলাদেশ থেকে মুক্তি পাওয়া মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর

গঙ্গাসাগর, ৭ জানুয়ারিঃ বাংলাদেশ থেকে দেশে ফেরা ৯৫ জন মৎস্যজীবীর সঙ্গে সাগরদ্বীপে সাক্ষা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত রবিবার দুপুরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় দুই দেশের মধ্যে বন্দি বিনিময় করা হয়েছে। গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগরে গিয়ে মুক্তি পাওয়া ভারতীয় মৎস্যজীবীদের স্বাগত জানান। তাঁদের সঙ্গে কথাও বলেন মুখ্যমন্ত্রী।প্রসঙ্গত, গত অক্টোবরে ৯৫ জন মৎস্যজীবী ট্রলার নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। জলসীমা অতিক্রম করার অভিযোগে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও নৌসেনা তাঁদের গ্রেফতার করে। সেই থেকে বাংলাদেশের জেলে বন্দি ছিলেন ওই মৎস্যজীবীরা। গত রবিবারই জানানো হয়েছিল, গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের আটক মস্যজীবীদের হেলিপ্যাড থেকে হস্তান্তর করবেন। সেই মতোই এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া এদিন সম্পন্ন হল।

ছাত্র সপ্তাহ পালনের চতুর্থ দিনে মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

দুরন্তবার্তা,বাঁকুড়াঃগত শনিবার ছিল আনন্দ পরিসরের দিন । স্টুডেন্টস উইক এর চতুর্থ দিন ।আজকের দিনে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত নির্মল বিদ্যালয় ও শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্র করে প্রকৃতির কোলে খোলা আকাশের নিচে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা করেন বিদ্যালযের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয়।ক্যুইজ প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল সাধারণ জ্ঞান। সকল ছাত্র-ছাত্রী সরাসরি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরেছিল। প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য গিফট ছিল একটি করে চকলেট। ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে গিফট দিয়ে সহযোগিতা করেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, আনন্দ পরিসরের দিনে বিদ্যালযের ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দদায়ক পাঠদানের সময় অফুরন্ত আনন্দ আমাদের মুগ্ধ করেছে।

শ্রীনগরের নওহাট্টায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

শ্রীনগর, ৭ জানুয়ারি ঃশ্রীনগরের নওহাট্টা এলাকায় মঙ্গলবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এর জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হলো অন্তত পাঁচটি বাড়ি। এক দমকল আধিকারিক জানান, নওহাট্টার বাহোদিন সাহেব এলাকায় একটি বাড়িতে আগুন লাগে। আগুন দ্রুত আশেপাশের বাড়িতেও ছায়ে পড়ে।জানা গেছে, খবর পেয়ে দ্রুত দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কিন্তু ততক্ষণে আশেপাশের বাড়িগুলিকেও গ্রাস করে আগুন। তার জেরে অন্তত পাঁচটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কী কারণে আগুন

বামপন্থার বস্তা পচা মনোভাবকে ধিক্কার জানাই, তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ হিন্দু ধর্মের আরাধ্য দেব দেবীদের নিয়ে সিপিএম সাংসদ তথা আইনজীবী নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য্যরবেশ কিছু আপত্তিকর মন্তব্যের কড়া প্রতিবাদ করলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিকাশবাবুর বক্তৃতার ৪ মিনিট ১০ সেকেন্ডের ভিডিও যুক্ত করে মঙ্গলবার এক্সবার্তায় শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী লোকজনের ভাবাবেগে আঘাত হেনে নিজেকে একজন ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এর আগেও প্রকাশ্যে নানারকম কৌশলজনিত চমকপ্রদ কান্ড কারখানা করে দেখিয়েছেন। কিন্তু ভোট বাক্সে তার প্রতিফলন মেলেনি। ওনার ও ওনার দলের প্রাপ্ত ভোট কমতে কমতে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে !বিকাশবাবু আবারও হিন্দু ধর্মের আরাধ্য দেব দেবীদের নিয়ে বেশ কিছু আপত্তিকর, অপমানজনক ও ঘৃণ্য মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন দেবতারা অশিক্ষিত, তিনি মা কালী কে ডাকাত বলছেন সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশ, দেব সেনাপতি কার্তিক'কে চোর বলছেন।আমি বিকাশবাবুকে বলতে চাই সেকুলারিজমের নামে আপনারা হিন্দু ধর্মের আস্থা এবং বিশ্বাসের উপর আঘাত হানা বন্ধ করুন। হিন্দুরা সহনশীল, তাই আমাদের ধর্ম নিয়ে এবং আমাদের আস্থা, বিশ্বাস বা উপাস্য দেবদেবীদের নিয়ে সমালোচনা করা সহজ।এই রকম যদি অন্য কোনো ধর্মের বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের আস্থা নিয়ে. আপনি বলতেন এতক্ষণে আপনি নিজের বাসভবন থেকে বেরোতে পারতেন কিনা সন্দেহ। সেকুলারিজমের নামে আপনাদের এই হিন্দু বিরোধী রূপ ও বিদ্বেষ এখন মানুষের সামনে উন্মুক্ত। তাই পশ্চিমবঙ্গের জনগন আপনাদের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আপনাদের অস্তিত্ব এখন ' থেকেও নীচে এসে দাঁড়িয়েছে।আমি শুধু আপনাকে সাবধান করতে চাই আপনি সনাতন ধর্মের অনুসারীদের, হিন্দুদের আস্থা ও বিশ্বাসে এই ধরনের আলপটকা মন্তব্য করা বা আঘাত হানা বন্ধ করুন। নযতো মানুষ মনে করবে যে আপনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন।

ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীর ঘাটতি রয়েছেঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে চিকিসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীর ঘাটতি রযেছে। সোমবার আগরতলা গভর্নমেন্ট নার্সিং কলেজের বিএসসি নার্সিং ছাত্রীদের দ্বিতীয় ব্যাচের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে একথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। আইজিএম হাসপাতালের নার্সিং কলেজের অডিটোরিয়ামে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।নার্সিং পড়ুয়াদের পঠন পাঠনের একটি অন্যতম বিষয় হল শপথ গ্রহণ।সোমবার আগরতলা গভর্নমেন্ট নার্সিং কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের বিএসসি নার্সিং পড়ুয়াদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। আইজিএম হাসপাতাল কমপ্লেক্সের কলেজ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো সুদূর করার চেষ্টা চলছে। এই ক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং নার্সরাও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে ডাক্তার এবং নার্সিং ব্যববস্থাও শক্তিশালী করতে হবে। এই দিকে সরকারের লক্ষ্য রয়েছে। নার্সদের আরো উন্নত মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে বহিঃ রাজ্য থেকে ফ্যাকাল্টি আনা হবে।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, একটা সময়ে রাজ্যে মেডিকেলের জন্য পাঁচ সাতটি আসন বরাদ্দ ছিল। বর্তমানে মেডিকেলের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪০০। টিএমসি আরো ৫০টি আসনের জন্য আবেদন করেছে। এই আসন পেলে রাজ্যে মেডিকেলের আসন সংখ্যা হবে ৪৫০টি। তিনি জানান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাপকাঠিতে প্রতি এক হাজার জনে একজন করে চিকিৎসক প্রয়োজন। এই বিষয়ে রাজ্যে এখনো খামতি রয়েছে। তিনি জানান চিকিৎসকের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীও প্রয়োজন। একই সাথে প্রয়োজন স্বাস্থ্য কর্মীদের স্ট্যান্ডারাইজেশনও। তিনি নার্সিং পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন, শপথ বাক্যের প্রতিটি শব্দ তাদের অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

সুফল বাংলার জন্য পূর্ব বর্ধমানে কৃষকদের থেকে সবজি কিনল রাজ্য, খুশি অন্নদাতারা

পূর্ব বর্ধমান, ৭ জানুয়ারি ঃ চাহিদার তুলনায় বেশি উপাদন হয়েছে। শীতের সবজি ফুলকপি এক থেকে দু'টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। তাই ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা। এই অবস্থায় কৃষকদের পাশে দাঁড়াল রাজ্য কৃষি বিপণন দফতর। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট নিমতলা কিশাণ মান্ডিতে সরাসরি কৃষকদের থেকে সুফল বাংলা স্টলের জন্য সবজি কিনল কৃষি বিপণন দফতর। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ-সহ নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির অফিসাররা। সরকারি এই উদ্যোগে খুশি কৃষকরা। ফুলকপি ছাড়াও বাঁধাকপি, বেগুন, সীম, পেঁয়াজকলি কৃষকদের কাছ থেকে মঙ্গলবার কেনা হয়। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আধিকারিক সুদীপ পাল ও বিভান পাল।

মঙ্গলেও ধোঁয়াশার কবলে মুম্বই, বাতাসের গুণগতমান 'মন্দ' পর্যায়েই

মুম্বই, ৭ জানুয়ারি ঃ বাণিজ্যনগরী মুম্বই মঙ্গলবার সকালেও ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল। মুম্বইয়ের পরেল, প্রভাদেবী, মেরিন ড্রাইভ প্রভৃতি এলাকা এদিন সকালে ধোঁয়াশার কবলে ছিল, সামগ্রিক বাতাসের গুণগতমানও ছিল মন্দ পর্যায়ে।বিগত কয়েকদিনের মতো মঙ্গলবারও মুম্বইয়ের বাতাসের গুণগতমানের উন্নতি হয়নি। সকাল থেকেই মুম্বইয়ের বিভিন্ন অংশের বাতাবরণ ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। এই আবহাওয়াকেই মানিয়ে নিয়েছেন মুম্বইবাসী।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি, প্রবল শীতের মধ্যেই কুয়াশার দাপটও বাড়ছে। মঙ্গলবারও কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল জাতীয় রাজধানী দিল্লি। কুয়াশার কারণে দিল্লিতে এদিন সকালে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। নতুন দিল্লি রেল স্টেশন থেকে অনেক ট্রেন দেরিতে ছেড়েছে।ঘন কুয়াশা থাকলেও মঙ্গলবার সকালে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবঃদর থেকে উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিকই ছিল। সমস্ত বিমান স্বাভাবিক সময়ে ওঠানামা করেছে।

জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্প নেপালে

কাঠমান্ডু ও নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ঃ জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.১। নেপালে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের টের পাওয়া যায় ভারতেও। বিহারের শেওহার, শিলিগুড়ি এবং সিকিম-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়।প্রথম কম্পনটি হয় মঙ্গলবার সকাল ৬.৩৫ মিনিটে। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৭.১। এর কিছু ক্ষণের মধ্যেই ফের কেঁপে ওঠে শিজাং। পর পর কম্পন অনুভূত হয়েছে একই অঞ্চলে। দ্বিতীয় কম্পনটি হয় সকাল ৭টা ২মিনিটে। তীব্রতা ছিল ৪.৭। এর পাঁচ মিনিট পরে আবার তৃতীয় কম্পন, সকাল ৭টা ৭মিনিটে। তৃতীয় কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৯। প্রথম দু'টি ভূমিকম্প হয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে। তৃতীয়টি ৩০ কিলোমিটার গভীরে। ছ'মিনিট পরে আরও একটি কম্পন অনুভূত হয়, যার তীব্রতা ছিল ৫।মঙ্গলবার সকালে নেপাল-তিব্বত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই ভূমিকম্পের জেরে রাজধানী দিল্লি থেকে শুরু করে বিহার এবং ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী অঞ্চলে টের পাওয়া গিয়েছে কম্পন। উত্তরবঙ্গের কিছু অঞ্চলেও মৃদু কম্পন অনুভূত হয়েছে। পাশাপাশি ভুটান

ভারতপোল ভারতের আন্তর্জাতিক তদন্তকে এক নতুন যুগে নিয়ে যাবেঃঅমিত শাহ

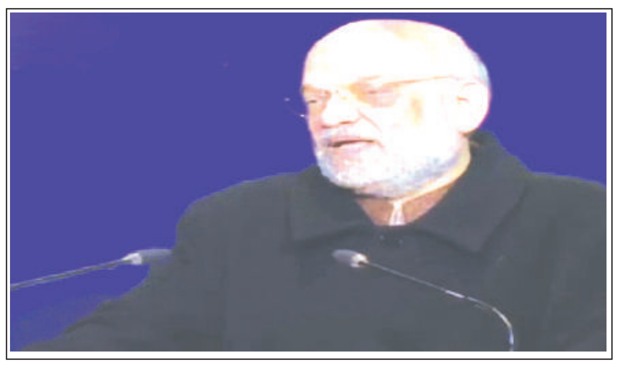

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ঃকেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে 'ভারতপোল' পোর্টালের উদ্বোধন করেছেন। এই পোর্টালের উদ্বোধন করার পর অমিত শাহ বলেছেন, ভারতপোল ভারতের আন্তর্জাতিক তদন্তকে এক নতুন যুগে নিয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন ৩৫ জন সিবিআই অফিসারকর্মকর্তাকে পুলিশ পদক প্রদান করেছেন, যারা বিশিষ্ট পরিষেবার জন্য রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক এবং তদন্তে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদক পেয়েছেন।'ভারতপোল' পোর্টাল প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, আজ ভারতপোল চালু হযেছে। ভারতপোল আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক তদন্তকে এক নতুন যুগে নিয়ে যাবে। সিবিআই একমাত্র এজেন্সি যা ইন্টারপোলের সঙ্গে কাজ করার জন্য চিহ্নিত ছিল, কিন্তু ভারতপোল চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি ভারতীয় সংস্থা এবং সমস্ত রাজ্যের পুলিশ সহজেই ইন্টারপোলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে। আমরা শূন্যতা পূরণ করতে পারব এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারব।

রাজ্যের নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ

কলকাতা, ৭জানুয়ারি ঃ গত সোমবার পশ্চিমবঙ্গের নতুন ভোটার তালিকা প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নতুন তালিকা অনুসারে, বাদ পড়েছে ৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৭০ জনের নাম। যার মধ্যে দু'জায়গায় নাম ছিল এমন ৯ হাজার ১৩০ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।নতুন তালিকায় যুক্ত হয়েছে ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার নতুন ভোটারের নাম। ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারির হিসাব অনুসারে এই ভোটার তালিকা তৈরি হয়েছে। নতুন ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়া নামের মধ্যে বেশির ভাগেরই ভোটার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। প্রায় চার লক্ষ ভোটার কার্ড নিষ্ক্রিয় হিসাবে চিহ্নিত করেছে কমিশন, যার মধ্যে বেশির ভাগ ভোটারেরই মৃত্যু হয়েছে।এ ছাড়া অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছেন, এমন প্রায় তিন লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। পাশাপাশি ৯ হাজারের কিছু বেশি ভোটারের নাম তালিকায় দু'জায়গায় নথিভুক্ত ছিল (দ্বৈত ভোটার)। সেগুলিও বাদ দেওয়া হয়েছে।এ রাজ্যের ভোটার তালিকা নিয়ে সম্প্রতি বিভিন্ন অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। গত মাসেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-র দফতরে গিয়ে দেখা করে বিজেপির এক প্রতিনিধিদল। তাঁদের অভিযোগ ছিল, ১৭ লক্ষেরও বেশি জনের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় দু'বার করে রয়েছে।

ওবিসি শংসাপত্র মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ঃওবিসি (অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়) শংসাপত্র মামলার শুনানি পিছিয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার এই মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা ছিল বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহের বেঞ্চে। কিন্তু শুনানি হয়নি। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৮ জানুয়ারি। ফলে আপাতত ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের রায়ই বহাল রইল।গত ২২ মে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সালের পর থেকে তৈরি রাজ্যের সব ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করে দেয়। হাই কোর্টের নির্দেশে প্রায় ১২ লক্ষ সার্টিফিকেট অকেজো হয়ে যায়। উচ্চ আদালতের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। হাই কোর্টের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরও।গত ডিসেম্বরে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বল জানান, রঙ্গনাথ কমিশন মুসলিমদের সংরক্ষণের সুপারিশ করেছিল। যার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছিল, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তবে আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে কারও সংরক্ষণ পাওয়া উচিত নয়।প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার এসএসসির ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলার শুনানিও সুপ্রিম কোর্টে পিছিয়ে গিয়েছে।

উমরাংসো কয়লা খাদানে আবদ্ধদের উদ্ধারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এসআরটি ফোর্স

গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার আবেদনে সাড়া দিয়ে আপকালীন ভিত্তিতে উমরাংসো কয়লা খাদানে আবদ্ধ শ্রমিকদের উদ্ধারে ঝাঁপিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্পেশাল রিলিফ টাস্ক (এসআরটি) ফোর্স।ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্পেশাল রিলিফ টাস্ক ফোর্সের অভিযানে রয়েছেন ডুবুরি, ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রশিক্ষিত উদ্ধারকর্মীদের সমন্বয়ে একটি অত্যন্ত দক্ষ দল। অত্যাধুনিক সরঞ্জাম এবং সম্পদ দিয়ে সজ্জিত টাস্ক ফোর্স মিশনের সাফল্য নিশ্চিত করতে একজন সিনিয়র এবং অভিজ্ঞ অফিসারের নির্দেশনায় উদ্ধার কার্যে ঝাঁপিয়েছেন তাঁরা।

শীতের ভোরে চমকে গেলেন মানুষ, অন্যান্য জায়গার মতো কাঁপলো শিলিগুড়িও

শিলিগুড়ি,৭জানুয়ারিঃ শীতের সকালে চমকে দিল ভূমিকম্প, সকাল ছটা বেজে ৩৮ মিনিটে শিলিগুড়ি সময় অনুযায়ী ভূমিকম্প অনুভূত হলো। শীতের সকাল অনেকেই ঘুমের থেকে ওঠেননি, আবার অনেকেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, দোলা দিতেই মানুষের হুশ আসলো, ঝাকুনি খেয়ে মনে পড়ে গেল পুরনো সেই দিনের কথা, আবার ভূমিকম্প? কিছু বুঝছেনা বুঝতেই গোটা শিলিগুড়ি শহর কেঁপে উঠলো। অনেকেই বুঝতে পারেননি, বুঝে ওঠার পরে শঙ্খ ধ্বনি দিতে শুরু করে দেন, তখনই বুঝতে পারেন অনেকে। আবার সেদিন ফিরে এলো, স্থাযিত্ব ছিল বেশ কিছুক্ষণ,ভূমিকম্প হয়ে যাওয়ার পরেও, দুবার আফটার শক, অনুভূত হলো, ফিরে আসলো মানুষের সেই আতঙ্কে দিনগুলি। অনেকে ভুলে গিয়েছিলেন, আজকে সকালের কাঁপুনি যেন সবাইকে আবার পুরনো স্মৃতি এনে দিল। ভূমিকম্পের উৎস স্থল মনে করা হচ্ছে নেপাল থেকে, ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে জলপাইগুড়িতেও। শীতের সকালে বুঝতে পারেনি অনেকেই, লে পড়ি দিয়ে শুয়ে থাকার পরে ভূমিকম্প যেন তাদের চমকে দিয়ে উঠিয়ে দিল। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে, সব থেকে বড় কথা বছরের প্রথম দিকে ভূমিকম্প এসে যেন আমাদের সবাইকে জাগিয়ে দিয়ে গেল, যে ভুলে গেলে হবেনা। আর এবার ভূমিকম্পের স্থাযিত্ব, বেশ কিছুক্ষণ হাওয়ায় মানুষের আতঙ্ক যেন বেড়ে গেল অনেকটাই।

বীরভূমের জঙ্গলে উদ্ধার বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক

বীরভূম, ৭ জানুয়ারি ঃ রামপুরহাটের জঙ্গলে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক। জঙ্গলের ভিতর থাকা পুরনো পরিত্যক্ত একটি ঘরে ওই বিস্ফোরক মজুত ছিল। মঙ্গলবার জেলা এনফোর্সমেন্টের বিশাল দল সেখানে হানা দেয়। ২০ হাজার ডিটোনেটর ও ১৫ হাজার জিলেটিন স্টিক উদ্ধার হয়েছে।এদিন সকালে বিশাল ফোর্স নিয়ে রামপুরহাটের হস্তিকাদা এলাকার ওই বনের ভিতর ঢোকা হয়। বনের বেশ কিছুটা ভিতরে একটি ছোট পরিত্যক্ত ঘর দেখতে পাওয়া যায়। সেই ঘরের ভিতর ঢুকতেই হতবাক হন আধিকারিকরা। থরে থরে পেটি সাজানো ছিল সেখানে। সেইসব পেটি খুলতেই চক্ষু চ।কগাছ তদন্তকারীদের। পেটির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে ডিটোনেটর ও জিলেটিন স্টিক।রামপুরহাটে একাধিক পাথরখাদান আছে। বেআইনিভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অনেক জায়গায়

আবহাওয়া

দেশের জাতীয় রাজধানী দিল্লির মতোই সকাল হল তিলোত্তমা কলকাতায়। রবিবার ভোরে কুয়াশার চাদরে মুখ ঢাকলো মহানগর-সহ শহরতলি। দৃশ্যমানতা তলানিতে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা কুয়াশায় ঢাকা পড়ে এদিন। রবিবার দিনের আকাশ ভোরের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। এদিন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি এবং ১৬ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে আগামী তিনদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। তবে বুধবারের পর থেকে ফের শীত ফিরবে। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে কিছুটা মেঘলা আকাশ থাকতে পারে বলে জানা যাচ্ছে আবহাওয়া দফতর সূত্রে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের কিছু জেলাতে।জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৮ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৯ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৮মনিট এবং রাত ২ টা ৫৪মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৪মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৬মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২১ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ৬ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২২ পৌষ, চান্দ্রঃ ৭ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৬ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৭ বাকচিং, আসামঃ ২১ পুহ, মুসলিমঃ৬-রজব-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২০ঃ৩৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৪ঃ০২।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ৪৯ঃ১৮(৬) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৭ঃ৫৪(৬)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৬ঃ৪৬ঃ০৩ দং ৩১৩৩২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ উত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ০৭ঃ৫৫ঃ১২ দং ৩৩৫৬২৫ পর্যন্ত পরে রেবতীকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৬ঃ৪৬ঃ০৩ দং ৩১৩৩২.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃপরিঘ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ১০ঃ২৫ দং ৫২৩৫৭.৫ পর্যন্ত পরে শিবঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২০ঃ৩৮ থেকে - ০৭ঃ৪৬ঃ২৬ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ১২ঃ১৪ থেকে - ১১ঃ২০ঃ৫৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৪৩ঃ২৬ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ৫০ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৪৮ঃ১৪ থেকে - ০৩ঃ৪১ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০২ঃ১২ঃ৩২ থেকে - ০২ঃ৫৫ঃ২৬ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৫৫ঃ০৮ থেকে - ০২ঃ৪৮ঃ১৪ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০২ঃ২৩ঃ১৫ থেকে - ০৩ঃ৪৩ঃ৪১ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৭ঃ৪১ঃ০৫ থেকে - ০৯ঃ০১ঃ৩১ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ১০ঃ০২ঃ৪৯ থেকে - ১১ঃ৪২ঃ২৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮২২২৫১৫ (২০) ৩ পদচন্দ্রঃ১১২২৮১১ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ৩৬৩১৩৬ (৮) ১ পদবুধঃ ৮২১৭৪০ (১৯) ১ পদবৃহস্পতিঃ১১৯১৮৫৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০৮৩২৩৪ (২৪) ১ পদশনিঃ১০১৭৪৫৩৩ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯১৫৫৪ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯১৫৫৪ (১২) ৪ পদ মঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৫৪ঃ৩৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ৪১ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১০ঃ১৪ঃ৫১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ৪৫ঃ৫৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ২৬ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ২৪ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ১২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৫৩ঃ৫৫ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১০ঃ০৫ঃ১৪ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্রি ১২ঃ১৫ঃ২৬ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ২৯ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৫ঃ২১ পর্যন্ত।

বারবার জায়গা বদল করে দক্ষিন রায় এখনো আছে মৈপীঠে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ৭ জানুযারি ঃ বারবার জায়গা বদল সুন্দরবনের দক্ষিন রায়ের। আর তাতেই নাজেহাল বন কর্মীরা। মঙ্গলবার সকালে প্রথমে বাঘের অবস্থান ছিল মৈপীঠের কিশোরী মোহনপুর সংলগ্ন উওর বৈকুন্ঠ পুর এলাকার মাকড়ি নদী তীরবর্তী ৬ নং ঘেরী এলাকায়। আর তারপর বন কর্মীদের তৎপরতায় ওই এলাকাটি ইতিমধ্যেই জাল দিয়ে ঘিরে ফেলেছেন বন দপ্তরের কর্মীরা। এ দিন সকালে নদীর ঘেরির জালের কাছে দেখা যায় বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ। বন দপ্তর সূত্রের খবর, সেখান থেকে আরও খানিকটা পুর্ব দিকে এগিয়ে সংলগ্ন জঙ্গলে রয়েছে বাঘটি। এরপরেই নতুন করে ১ কিলো মিটার জঙ্গল ঘেরার কাজ করছে বনকর্মীরা। শুধুমাত্র জঙ্গলের দিক খুলে রেখে বাকি ৩ দিক জাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে।এভাবে বাঘটিকে গভীর জঙ্গলে ফেরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ দিন সকালেই ঘটনাস্থলে চলে আসে এডিএফও অনুরাগ চৌধুরী, দুপুরে চলে আসেন ডিএফও নিশা গোস্বামী। বাঘটিকে জঙ্গলে ফেরানোর

তদারকি করছেন তাঁরা। আর লোকালয় সংলগ্ন এলাকায় বাঘ চলে আসায় আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। জঙ্গলের পাশেই একাধিক গ্রাম রয়েছে। বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য রুজি-রুটির প্রয়োজনে গ্রাম বাসীদের জঙ্গলে যেতে হয়। আপাতত তাঁদের জঙ্গলে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। এলাকার বাসিন্দারা লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গল নেট দিয়ে ঘিরে ফেলার দাবি তোলেন। এ ছাড়া রাস্তায় যাতে পর্যাপ্ত আলো লাগানো হয় সেই দাবিও তুলেছেন তাঁরা। ওই জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে রয়েছে মৈপীঠ উপকূল থানার পুলিশ। সাধারণ মানুষ যাতে সচেতন থাকেন সেই জন্য মাইকে প্রচার চালানো হচ্ছে।তবে গ্রামের কৌতুহলী মানুষের ভীড় চোখে পড়ার মতন। উল্লেখ্য, গত শুক্রবারই সুন্দরবনের কুলতলির মৈপীঠের লোকালয়ে দেখা গিয়েছিল দক্ষিণরায়কে। স্থানীয়রা দাবি করছিলেন, মাকড়ি নদী পার করে লোকালয়ে চলে এসেছিল বাঘটি। ওই একই পথে বাঘটিকে ফিরিয়ে দেয় বন দপ্তরের কর্মীরা। আর তাঁরপরই সোমবার সকালে আবার মৈপীঠের দক্ষিন বৈকুন্ঠ পুরের ড্রোনের মুখ এলাকায় বাঘের দর্শন পায় এক মৎস্যজীবি। খবর পেয়ে চলে আসে মৈপীঠে উপকূল থানার পুলিশ সহ বন দফতরের রায়দীঘি রেঞ্জ ও নলগোড়া বিট অফিসের বন কর্মীরা। তাদের সাথে গ্রামবাসীরা ও টাইগার টিমের কর্মীরা মিলে সোমবার রাতে আগুন জ্বালিয়ে গ্রামে পাহারা দেয়। আর মঙ্গলবার সকালেই দক্ষিন রায় সেই এলাকা থেকে দু কিমি দূরে উওর বৈকুন্ঠপুর এলাকায় চলে যায়। আপাতত মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত বাঘ এলাকায় আছে বলে খবর। তবে সবকিছুর ওপর নজরদারি রেখেছে বন দফতর। তবে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে মৈপীঠ গ্রামের মানুষজন।

ডোমজুড়ে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, বাপের বাড়ির অভিযোগ খুন, শ্বশুরবাড়ির দাবি আত্মহত্যা

দুরন্ত বার্তা, ডোমজুড়, ৭ জানুযারি ঃ ডোমজু।ে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, বাপের বাড়ির অভিযোগ খুন। শ্বশুরবাড়ির দাবি আত্মহত্যা। ওই

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। এটি খুনের ঘটনা বলে অভিযোগ তুলেছেন মৃতার পরিবার। তবে মৃতার শ্বশুরবাড়ির তরফে এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে দাবি করা হয়েছে। ডোমজুড়ের খটিরবাজার এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ঘরের ভিতর থেকে। মৃতার নাম সুমা ঘোষ (৩৩)। এই ঘটনায় পুলিশ মৃতার স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। মৃতার ভাইয়ের অভিযোগ তার দিদিকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করে মৃতার শাশুড়ির দাবি তিনি রাতে খাবার দিতে গিয়ে পুত্রবধূকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। প্রতিবেশীরা জানান ওই বাড়িতে কখনো অশান্তির আওয়াজ তাদের কানে আসেনি। তবে বছর দেড়েক আগে ওই গর্ভাবস্থায় গৃহবধূর সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে ডোমজুড় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মৃতার ননদ রূপালী রায় বলেন, ঘটনা সোমবার ঘটেছে। আমার কিছু জানা নেই। এদিন বৌদিদের চিড়িয়াখানা যাওয়ার কথা ছিল। শরীর খারাপ থাকার কারণে বৌদি যাবে না বলে। সেই কারণে দাদা দোকানে চলে যায়। এরপর জানতে পারি বৌদি আত্মহত্যা করেছে। মনে হয় শরীরের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। ওনার মাথার সমস্যা ছিল। তিনি সাইক্রিয়াটিককে দেখাচ্ছিলেন। শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অন্যদিকে, মৃতের ভাই সঞ্জয় ঘোষ বলেন, সোমবার খবর পাই দিদি অসুস্থ। তারপর জামাইবাবুকে ফোন করলে তিনি দিদির শরীর খারাপের কথা বলেন। দিদির শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখি এই অবস্থা। আমাদের অনুমান দিদিকে শ্বশুরবাড়ির লোকজন মেরে ফেলেছে। বিয়ের পর থেকেই আমার দিদিকে জামাইবাবুর সৎ মা অত্যাচার করত। খেতে পরতে দিত না। দিদির নাম সুমা ঘোষ। ৯ বছর হল বিয়ে হয়েছে। সন্তান না হওয়ার কারণে অত্যাচার করা হত। কয়েক বছর আগে সন্তান নষ্ট হওয়ায় অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। সেই অত্যাচারের কারণেই দিদির এই অবস্থা। আমরা দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চাই।

চিকিৎসককে পিষল ডাম্পার, সাঁতরাগাছি ব্রিজে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, হাও।া, ৭ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সকালে এক চিকিৎসককে পিষে দিল ডাম্পার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয় তাঁকে। ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করা হয়েছে। চালককে হেফাজতে নিয়েছে হাওড়ার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভাশিস ঘোষ পেশায় চিকিৎসক। উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। রোজকার মতোই এদিন সকালে তিনি বাইক নিয়ে নার্সিংহোমে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন। কোনা এক্সপ্রেসওয়ের সাঁতরাগাছি ব্রিজে ওঠার পরই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এইসময় ব্রিজে একটি ডাম্পারও ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, সাঁতরাগাছি ব্রিজে ওঠার পর মোটরবাইক আরোহী চিকিৎসক ডাম্পারটিকে বাঁদিক দিয়ে ওভারটেক করার চেষ্টা করেন। তখনই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পারটি তাঁকে রেলিংয়ের সঙ্গে পিষে দেয়। শুভাশিসবাবুকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ ডাম্পার চালককে আটক করেছে। গাড়িটিকেও বাজেয়াপ্ত করেছে।

মানিক ভট্টাচার্যের মেডিক্যাল বিল, জেল সুপারকে ডেকে বৈঠক স্পিকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ আবার তৃণমূলের এক বিধায়কের মেডিক্যাল বিল নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য বহুদিন কারাবাসের পর সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন। তাঁর মেডিক্যাল বিল জমা পড়া নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিধানসভা সূত্রের খবর, সম্প্রতি তিনি কয়েকটি মেডিক্যাল বিল বিধানসভার টিএ-ডিএ সেকশনে জমা দেন। বিলগুলি খতিয়ে দেখার পর একটি বিল নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তৎক্ষণা বিষয়টি জানানো হয় বিধানসভার সচিবালয়ে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে তা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হয়। বিলটি খতিয়ে দেখার পর স্পিকার ডেকে পাঠান প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারকে। সোমবার স্পিকারের সঙ্গে দেখা করতে বিধানসভা ভবনে এসেছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলের সুপার। বিষয়টি মঙ্গলবার প্রকাশ্যে এসেছে।

উল্লেখ্য, তৃণমূলের অভিনেতা-বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের স্ত্রীর ছ'লক্ষ টাকার মেডিক্যাল বিল বিধানসভায় জমা পড়া নিয়ে বিস্তর শোরগোল হয়েছিল।

মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের সুন্দরিকা-দ্বারিকা নদীর উপর ভার্চুয়ালি ভাবে গঙ্গাসাগর থেকে সেতু উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে এদিন তিনি মনি এবং পিয়ালী নদীর ওপর আরো ২টি সেতু উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে নামখানা ব্লকে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অমিত কুমার সাহু, ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, সহ সভাপতি রিঙ্কু জানা, ছিলেন হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবব্রত মন্ডল সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে চালু হয়ে গেল নলগোড়া ও ঢোষা হাট সেতু

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৭ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার হলো অবসান। মঙ্গলবার সাগরদ্বীপ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে চালু হয়ে গেল সুন্দরবনের তিনটি ব্লকের সংযোগকারী নলগোড়া সেতু। জয়নগর ২নং ব্লকের নলগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মণিনদীর উপর প্রায় ১৬০ মিটার লম্বা ও সাড়ে সাত মিটার চওড়া এবং দু দিকে এক মিটার করে ফুটপাত সহ এই সেতুটি নির্মাণ হয়েছে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে।এই সেতুটি চালু হওয়ার পরে রায়দীঘি ও কুলতলির বিধানসভার কয়েক লক্ষ মানুষের যাতায়াতের পথ আরও সুগম হলো। এখন থেকে খুব কম সময়ে কুলতলি ও রায়দীঘির মানুষ একদিক থেকে আর এক দিকে যেতে পারবে। এই সেতু চালু হওয়ায় উপকৃত হলো জয়নগর ২ নং ব্লক, কুলতলি ব্লক ও মথুরাপুর ২ নং ব্লকের কয়েক লক্ষ মানুষ। সরকারিভাবে এই সেতুটি নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছিল হুগলির রিভার বীজ কমিশন। তবে কমিশন সেই কাজের বরাত দিয়েছিলো একটি বেসরকারি সংস্থাকে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাগরদ্বীপ থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধনের সময় নলগোড়ায় একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা, মথুরাপুর ২ নং বিডিও ডঃ নাজির হোসেন, জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, কুলতলি থানার আইসি ফারুক আহমেদ, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ প্রদ্যুৎ অধিকারী সহ আরো অনেকে। এদিন এ ব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডল বলেন, নলগোড়ার এই সেতুটি বাম আমলে দীর্ঘদিন

অবহেলায় পড়ে ছিল এবং কাজ গুলি সম্পন্ন হয়নি। আমি বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর সুন্দরবন দফতরের আর্থিক সহযোগিতা এবং এইচ আর বি সি উদ্যোগে কাজটিকে শেষ করাই। আর এটি চালু হওয়ায় বহু মানুষ উপকৃত হবেন। রায়দীঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে সু ন্দরবনের যোগাযোগের আর ও একটি সেতুর উদ্বোধন হয়ে গেল। আর এই সেতুর মধ্যে দিয়ে দুটি বিধানসভার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলো। আর এই সেতু চালু হওয়ায় খুশি নলগোড়া এলাকার মানুষ। অন্যদিকে ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সু ন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সহায়তায় জয়নগর ও ক্যানিং থানা সংযোগকারী ঢোষা হাট সেতুর উদ্বোধন হয়ে গেল। এদিন এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর ১ নং ব্লকের ঢোষা হাটে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগর ১ নং বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস,সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য সহ আরো অনেকে। এই সেতুটি চালু হওয়ায় ক্যানিং ও জয়নগর থানার মধ্যে যাতায়াতের পথ আরও সুগম হলো। এখন থেকে কম সময়ে জয়নগর থেকে ক্যানিং এ যাতায়াত করতে পারবে।

একাধিক চৌবাচ্চায় পুরসভার জলেই চলছে রঙিন মাছের ব্যবসা, অভিযোগ পেয়ে দেখতে এলেন কাউন্সিলর

বনস্পতি দে, চুঁচু।া হুগলি, ৭ জানুয়ারি ঃ একাধিক চৌবাচ্চায় পুরসভার জলেই চলছে রঙিন মাছের ব্যবসা। অভিযোগ পেয়ে সরেজমিনে কাউন্সিলর পুর পারিষদ ও জল দফতরের কর্মীরা। কারবার দেখে চক্ষু চড়কগাছ। জলের লাইন কাটার নির্দেশ। হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডের কাপাসডাঙা নিউ জিএস কলোনির বাসিন্দা রতন বিশ্বাস বাড়িতে ষোলোটি চৌবাচ্চা বানিয়ে রঙিন মাছ চাষ করছেন। একটি বাড়ির জন্য একটি জলের লাইন নিয়ে তা পাশের বাড়িতেও ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ জল পাচ্ছেন না বাসিন্দারা। এলাকাবাসীদের থেকে অভিযোগ যায় বিধায়ক অসিত মজুমদারের কাছে। জন সংযোগে গিয়ে বিধায়কের পায়ে চিড় ধরায় তিনি বাড়িতে রয়েছে। স্থানীয়

কাউন্সিলর ও জল দফতরকে বিষয়টি দেখতে বলেন। মঙ্গলবার সকালে কাউন্সিলর নির্মল চক্রবর্তী, জল দফতরের পুরপারিষদ দিব্যেন্দু অধিকারী দফতরের কর্মীদের নিয়ে কাপাসডাঙায় হাজির হন। পুরসভার জলের বেআইনি ব্যবহার দেখে চক্ষু চাকগাছ তাঁদের। বা।রি ভিতরে ব। ব। চৌবাচ্চায় চলছে মাছ চাষ। বিনা মূল্যে জল নিয়ে বানিজ্যিক কাজে লাগানো হচ্ছে যা সম্পূর্ণ বেআইনি বলে জানান দিব্যেন্দু অধিকারী। রতন অবশ্য দাবি করেছেন, ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবস্থা করছেন। তবে পুরসভা তা মানতে নারাজ। জলের অপচয় জল চুরি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। একাধিক জায়গায় জল চুরির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এক্ষেত্রেও অভিযোগ হওয়ার মতই কাজ হয়েছে বলে মত পুরসভার।

চিনা ভাইরাস নিয়ে অযথা আতঙ্কের কিছু নেই, বললেন মুখ্যমন্ত্রী

সুমন আদক, হাওড়া, ৭ জানুযারি ঃ প্রদীপ ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন বললেন মমতা, চিনা ভাইরাস নিয়ে অযথা আতঙ্কের কিছু নেই, বললেন তিনি। চিনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে অযথা আতঙ্কের প্রয়োজন নেই, মঙ্গলবার গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিকপ্যাডে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'চিন্তা করার কিছু কারণ নেই। যখন চিন্তা করার কারণ হবে আমরা বলে দেব। মুখ্যসচিব গতকাল মিটিং করেছেন। আজকেও মিটিং করেছেন। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি এটা মারাত্মক কিছু নয়। আতঙ্ক ছড়ানো বা ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। টাকা কামানোর জন্য কিছু প্রাইভেট চক্র এই কাজ করছে। এমন কিছু করবেন না যাতে ওরা সুযোগ পায়। জ্বর হলে ওরা স্বাভাবিক ঘটনাকে অস্বাভাবিক করে দেখায়। আমি স্বাস্থ্যসাথী করে দিয়েছি যাতে পরিবার সারা বছর চিকিৎসা পায়। জ্বর হলে ২-৩ লাখ টাকা নিয়ে নেবে যার প্রয়োজন নেই এটা ঠিক কাজ নয়।' সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য যে মন্তব্য করেছেন সেই নিয়েও। মুখ্যমন্ত্রী এর জবাবে শুধু বলেন, 'ঠিক বলেছেন।' 'প্রদীপ ভট্টাচার্য ঠিক বলেছেন।' প্রসঙ্গত, বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য অতি সম্প্রতি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিস্কারের প্রায়শ্চিত্ত আজও করতে হচ্ছে কংগ্রেসকে। মঙ্গলবার গঙ্গাসগর থেকে ফেরার সময় হাওড়ার ডুমুরজলা হেলিপ্যাডে সাংবাদিকদের এই সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেন, 'উনি ঠিকই বলেছেন।'

জাল নথিতে পাসপোর্ট তৈরি চক্রের চাঁইকে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ জানুয়ারি ঃ জাল নথিতে পাসপোর্ট তৈরি চক্রের চাঁই বলে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হল খানাকুল থেকে। এর আগে জাল নথিতে পাসপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে বর্ধমান পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছিল। তাঁদের জেরা করেই এই ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। ধৃত ব্যক্তির নাম ভাস্কর সামন্ত। একাধিক সামগ্রী তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। সোমবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে খবর। জানা গিয়েছে, বর্ধমান জেলা পুলিশের একটি দল হুগলির খানাকুলে হানা দেয়। ভাস্করের বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় একাধিক জিনিস। এছা।াও একাধিক নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেগুলি আসল নাকি জাল, সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দিন কয়েক আগে বর্ধমানে জাল নথিতে পাসপোর্ট তৈরি চক্রের সন্ধান পাওয়া যায়। পুলিশ তদন্তে নেমে গণেশ চক্রবর্তী ও অনির্বাণ সামন্ত নামে দুই ব্যক্তিকে হুগলির সিঙ্গুর থেকে গ্রেফতার করে। তাঁদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা শুরু হয়। তাতেই এই ব্যক্তির নাম বেরিয়ে আসে।

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়তে পঞ্চায়েত স্তরে প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেয়

তেলিয়ামুড়া, ৭ জানুয়ারি ঃ বর্তমান ত্রিপুরা সরকারের নেশা বিরোধী অভিযানের অঙ্গ হিসেবে যুবকদের খেলাধুলার প্রতি উসাহিত করার লক্ষ্যে রাজ্যভিত্তিক পঞ্চায়েত্‌ স্তরে খেলাধুলার আযয়োজন করেছে প্রশাসন। মঙ্গলবার খোয়াই জেলা শাসকের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের অধীন দক্ষিণ কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতের বাইশঘরিয়ায় নঙ্গৈতালিম উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে র আয়োজন করা হয়। এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য রঞ্জিত সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবক বিজন কর সহ পঞ্চায়েত স্তরের আমন্ত্রিত অতিথিরা। মূলতঃ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার আহ্বানে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে যুবক-যুবতীদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজন করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে মঙ্গলবার নঙ্গৈতালিম স্কুলের মাঠে দক্ষিণ কৃষ্ণপুর পঞ্চাযেতের উদ্যোগে প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেংটের আযয়োজন করা হযেছে। এদিনের এই প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে র উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিজন কর। ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পঞ্চায়েতের দুইটি দল অংশগ্রহণ করে।

চাঁদনীচক মেট্রো স্টেশনে আত্মহত্যার চেষ্টা এক ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনে মেট্রো লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটল। তার জেরে গত সোমবার ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ) বিপর্যস্ত হয় মেট্রো পরিষেবা। জানা গিয়েছে, বেলা ১২ টার পর চাঁদনি স্টেশনের আপ লাইনে দক্ষিণেশ্বরগামী ট্রেনের সামনে আচমকাই লাফ মারেন এক ব্যক্তি। আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় ময়দান থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত আপ এবং ডাউন- দুই লাইনেই পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটে। পর পর ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার পরে দ্রুত স্টেশন খালি করে দেওয়া হয়। তাঁকে উদ্ধার করতে তৃতীয় লাইনে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক রাকেশ কুমার বলেন, চাঁদনি চক স্টেশনে এক জন লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সাময়িকভাবে কবি সুভাষ ও ময়দান এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্কের মধ্যে মেট্রো চলাচল করে।

কলকাতা কেঁপে উঠল ভূমিকম্পে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ ।মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কলকাতা। মঙ্গলবার সকালে এই কম্পন অনুভূত হয়। উৎসস্থল নেপালে, সেখানে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.১। কম্পনের তীব্রতা ছিল বেশ বেশি। শুধু ভারত নয়, মোট ৫টি দেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। কলকাতা ছাড়াও শিলিগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গেও কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে। নেপালের গোকর্ণেশ্বরের কাছে লোবুচে থেকে ৯০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। সেখানে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৭.১। বিহারের মধুবনী জেলাতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভারত, নেপাল, বাংলাদেশের সঙ্গে কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে চিন, ভুটানেও। চিনে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৬.৮। নেপালে ভূমিকম্পের প্রভাবে মঙ্গলবার দিল্লি-এনসিআর এবং বিহারের বেশ কয়েকটি এলাকা কেঁপে ওঠে মাটি।

উত্তরপাড়ার মাখলা সারদাপল্লীর বাসিন্দা সুপ্রকাশ বাবুর দান করা জমিতে পুরসভার উদ্যোগে পার্ক উদ্বোধন হল

দুরন্ত বার্তা, , উত্তরপা।া , ৭ জানুয়ারি ঃঅবশেষে স্বপ্ন সফল হল সুপ্রকাশ বাবুর মানে সুপ্রকাশ সিনহার কারণ তিনি ভেবেছিলেন এখানে কোনো বাচ্চাদের পার্ক নেই পার্ক করতে পারলে ভালো হত তাই তিনি বাচ্চাদের খেলাধুলার উদ্দেশ্যে জমি দান করলেন উত্তরপাড়া পুরসভাকে শিশুদের জন্য একটি পার্ক করে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপাড়া পৌরসভা সুপ্রকাশ বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সেই উপলক্ষে উত্তরপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে সেক্টর ২ তে পৌরসভার তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠলো শিশুদের পার্ক তার নাম সুপ্রভা পার্ক। এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান করে শিশুদের পার্কের উদ্বোধন হলো উদ্বোধন করলেন জমি দাতা সুপ্রকাশ সিনহা ও উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু কাউন্সিলর সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ। আরো উপস্থিত ছিলেন এলাকার শিশুরা থেকে নবীন প্রবীণ বাসিন্দারা তারাও খুব খুশি এই পার্ক পেয়ে। এ প্রসঙ্গে প্রবীণ সুপ্রকাশ সিনহা জানালেন খুব ভালো লাগছে

আজ খুব বড় আনন্দের দিন। শিশুরা পার্ক পেয়ে খুব খুশি তারা আনন্দে খেলাধুলা করবে স্বপ্ন বাস্তব হলো পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন সুপ্রকাশ বাবুকে অসংখ্যবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি পুরসভার পক্ষ থেকে তিনি জমি দিয়েছেন শিশুদের জন্য পার্ক তৈরি করা হলো। শিশুরা খেলাধুলা করবে খুব আনন্দের দিন। খুব ভালো লাগছে। তার সঙ্গে এটা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সবার সহযোগিতা চাই। সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন সুপ্রকাশ বাবুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিনি পুরসভাকে জমি দিয়েছেন। শিশুদের জন্য পার্ক তৈরি হয়েছে। খুব ভালো লাগছে। শিশুরা খেলাধুলা করবে। এখানে একটা পার্কও দরকার ছিল তা বাস্তব হলো। এলাকার কাউন্সিলর মানসী সিংহ বলেন সুপ্রকাশ বাবুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তিনি পুরসভাকে জমি দিয়েছেন। শিশুদের জন্য পার্ক তৈরি করা হয়েছে শিশুরা আনন্দে খেলাধুলা করবে। খুব আনন্দের দিন চেয়ারম্যানকে ও সি আই সি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ও মানিক সিংহকে ধন্যবাদ জানাই উপস্থিত ছিলেন সুপ্রকাশ বাবুর ভাই ও বোন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এলাকার কাউন্সিলর মানসী সিংহ সহযোগিতায় মানিক সিংহ ও মিতা ধর।

ছিবড়ে হওয়া বাংলাদেশের জন্য আমার দুঃখ হয় কটাক্ষ তসলিমার

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ নষ্ট দেশে দীর্ঘকাল বাস করলে মানুষও নষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষই দেখছি পচে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া, গলে যাওয়া। বেশির ভাগ মানুষের মন এবং মস্তিস্ক থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে এ কথা লিখলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তিনি লিখেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের মতো একটি দরিদ্র এবং অবহেলিত প্রদেশে জন্মেছিলাম বলে আমার কোনও দু ঃখ নেই। বাংলাদেশের মতো একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে শৈশব কৈশোর কেটেছিল বলে আমার কোনও দু ঃখ নেই। নতুন টালমাটাল গণতন্ত্রে যৌবন কাটিয়েছি বলে আমার কোনও দু ঃখ নেই। দু ঃখ নেই কারণ পূর্ব পাকিস্তানে আমরা বাঙালিরা, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান নাস্তিক আস্তিক সবাই মিলে পাকিস্তানী শাসকের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন করেছি। তাদের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছি। আমরা জানতাম আমাদের শত্রু কে। আমরা যুদ্ধ করেছি। বাংলাদেশে যখন স্বাধীনতার শত্রুরা সবে উঁকি দিতে শুরু করেছে, ধর্মান্ধ মৌলবাদিরা যখন সবে রাস্তায় নামতে শুরু করেছে, আমরা সরব হয়েছি, মৌলবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। স্বাধীনতার পক্ষের মানুষই ছিল তখন শক্তিশালী। বাক স্বাধীনতা ছিল, সাহিত্যিক- সাংস্কৃতিক অঙ্গন ছিল

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে সমৃদ্ধ। একাত্তরের পরাজিত অপশক্তির বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, আমরা মূলধারার প্রচারমাধ্যমে বলিষ্ঠ লেখা লিখেছি, এমনকী ইসলামের সমালোচনাও তখন অবাধে লিখতে পারতাম। আর বছর খানিক পর বাংলাদেশে যত বছর আমি কাটিয়েছি, তার চেয়ে বেশি বছর আমার কাটানো হবে বাংলাদেশের বাইরে। এ কারণেও আমার কোনও দু ঃখ নেই। কারণ যে বাংলাদেশ আমি ফেলে এসেছিলাম তিরিশ বছর আগে, সেটিতে পচন ধরেছিল। আর আজ পুরো দেশটাই পচে গলে নষ্ট হয়ে দুর্গন্ধ ছিটোচ্ছে। এই নষ্ট দেশে আমাকে বাস করতে হয়নি। সুজলা সুফলা সোনার বাংলাকে স্বাধীনতার শত্রুরা খেয়ে ছিবড়ে বানিয়ে দিয়েছে। এই ছিব।ে হওয়া বাংলাদেশের জন্য আমার দু ঃখ হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩৯ সংখ্যা, বুধবার, ২২ পৌষ, ১৪৩১

নেতানিয়াহু নীরব

সম্পাদকীয়

ঘরে বাইরে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে একেবারে অনড় হয়ে রয়েছেন। তিনি কিন্তু নিজের কথা থেকে সরছেন না। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন হামাসের সব জঙ্গি সদস্যরা যেদিন মারা যাবে সেদিন তার বন্দুক থামবে। তার আগে নয়। এদিকে ইজরায়েল বাহিনীর সদস্যরা ভুল করে তিনজন ইজরায়েল বন্দিকে গুলি করে হত্যা করে ফেলেছে। এর পিছনে হামাসের কৌশল রয়েছে বলে ইজরায়েল বাহিনী সেনাধ্যক্ষ বলতে শুরু করেছেন। তিনি বলেছেন যে হামাস এমনভাবে ইজরায়েল বন্দিদের ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে তাতে দূর থেকে দেখলে মনে হবে তারা হামাসের সদস্য। তার ফলে ইজারেয়ল বাহিনী বিভ্রান্ত হতে শুরু করেছে। ফলে ইজরায়েল সেনাদের হাতে তিনজন ইজরায়েল নাগরিক মারা গিয়েছে। তা নিয়ে সারা ইজরায়েল ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। তারা ইজরায়েল প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে নেতানিয়াহু পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন হামাস যতদিন থাকবে ইজরায়েল শান্ত হয়ে থাকবে না। কারণ হামাস সব সময়ে চেষ্টা করবে ইজরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়ার। এই হামাস জঙ্গি সংগঠনকে শক্তিশালী করতে প্যালেস্টাইন থেকে শুরু করে ইরান, ইরাক এবং তুরস্ক একজোট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সবাই চায় ইজরায়েলকে ধ্বংস করে দিতে। সেটা কিন্তু হবে না। ইজরায়েলকে রক্ষা করতে গেলে বন্দুক ধরে থাকতে হবে। এদিকে দেশবাসী বলতে শুরু করে দিয়েছে হামাসের হাতে বন্দিদের ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। হামাসের হাতে বন্দিদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা মানেই হল ইজরায়েলকে মাথা নত করতে হবে। এদিকে ইজরায়েল কীভাবে বন্দিদের মক্ত করবে তা নিয়ে সেনাদের মধ্যে এবং গোয়েন্দা দফতরের সঙ্গে বিশদে আলোচনা করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তিনি মোসাদকে নির্দেশ দিয়েছেন যে বন্দিদের অবস্থান বের করতে। এদিকে ইজরায়েল সেনাদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ভুল করে তারা ইজরায়েল নাগরিকদের গুলি করেছে। তার বুঝতে পারেনি য়ে তারা ইজরায়েল। তারা একটি হিব্রু ভাষায় সাদা কাপড়ে ওপরে লিখে সাহায্য চাইতে শুরু করেছিল ইজরায়েল সেনাদের কাছ থেকে। ইজরায়েল সেনারা হামাস জঙ্গি ভেবে তাদেরক দিকে তাক করে গুলি করতে শুরু করে। একজন তো পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করছিল। তাকেও গুলি করে এফডিআই। তাদের গায়ে কোনও জামা কাপড় ছিল না। সারা খালি গায়ে ছিল। তার ফলে ভুল বুঝতে পারে ইজরায়েল বাহিনী। এদিকে হামাসের হাতে বন্দি ইজরায়েল নাগরিকেরা একটি ফোরাম তৈরি করেছে। তার নাম দিয়েছে 'হোস্টেজ অ্যাণ্ড মিসিং ফ্যামিলিস ফোরাম'। এই সংগঠনটি তেল আভিভে একটি সভার আয়োজন করেছিল। তাতে উপস্থিত ছিলেন নেয়াম পেরি। তাঁরা বাবা হেম পেরিকে হামাসেরা বন্দি করে রেখে দিয়েছে। তিনি এখনও ছাড়া পাননি। এদিকে ইজরায়েলর প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন যে ইজরায়েলকে জব্দ করতে হামাস এখনও বন্দি করে রেখেছে প্রায় শখানেক ইজরায়েল নাগরিকদের। তাদেরকে বন্দি করে ইজরায়েলের দিকে হুঙ্কার ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ইজরায়েল তাতে থামবে না। আরও রক্ত দিতে পারে ইজরায়েল। বহু রক্ত দিয়েছে ইজরায়েল তাদের দেশকে রক্ষা করতে। ইজরায়েলের পদে পদে বিপদ উপস্থিত। চারদিক থেকে ইজরায়েলকে আক্রমণ করার ছক কষতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধী রাষ্ট্রগুলি। তারা জানে ইজরায়েলের সঙ্গে পেরে উঠবে না। সেই কারণে তারা ফোঁস করতে পারছে না। যেদিন ইজরায়েলের শক্তি কমবে সেদিন কিন্তু ইজরায়েলের চরম আঘাত দেবে তারা। এদের হাত থেকে ইজরায়েলকে রক্ষা করতে গেলে আরও আধুনিক অস্ত্র তৈরি করতে হবে। সামরিক বিজ্ঞানে ইজরায়েলকে এগিয়ে রাখতে হবে। তার পরে অন্য কাজ। রাতের বেলায় প্রতিটি ইজরায়েল যাতে শান্তি ঘুমাতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে বলে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন। ৭ অক্টোবর ইজরায়েল আক্রমণ করে ২৫০ জনকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল হামাস বাহিনী। তার মধ্যে একশো বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। এখনও ১৫০ জন বন্দি রয়েছে হামাসের হাতে। এর মধ্যে বিদেশি বন্দিও রয়েছে। এর মধ্যে বন্দি হয়ে রয়েছে ইটাই চেন। তার বারা রবি চেন বলতে শুরু করেছেন প্রতিদিন মনে হচ্ছে কোনও রুশ গেম খেলা হচ্ছে। চারদিকে গোলাবারুদ বিস্ফোরণ। তার মধ্যে আমার ছেলেটা বন্দি হয়ে রয়েছে। ইজরায়েল আগেই ৮ জনের মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিল। এবারে তিন জনের মৃত্যু সংবাদ দিল। নেতানিয়াহু এই সব শুনতে একেবারে নারাজ। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে সামরিক অভিযান বন্ধ করা যাবে না। তিনি বলেন যে তাঁর মন ভেঙে গিয়েছে। দেশের মন ভেঙে গিয়েছে। আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। তবে আমি বলতে চাই অপহৃতদের ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে ইজরায়েলকে রক্ষা করতে গেলে। নাহলে কিন্তু ইজরায়েলকে রক্ষা করা ভবিষ্যতে একেবারে সম্ভব হবে না। ইজরায়েল যদি একবার দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে ওরা ছাড়বে না। ওরা ইজরায়েলকে একেবারে ধ্বংস করে দেবে। মাথা তুলে দঁড়াতে দেবে না। ইজরায়েল মেয়েদের ওপরে ধর্ষন করতে শুরু করেছে হামাসের জঙ্গিরা। হামাস জোর করে প্যালেস্টাইন অঞ্চলে প্রবেশ করে তাদের সংগঠন বৃদ্ধি করেছে। সেখানকার সাধারণ মানুষের কোনও সহানুভূতি তাদের ওপরে ছিল না। হাসপাতাগুলিতে হামাস জঙ্গি ঘাঁটি তৈরি করেছিল। হাসপাতালের নিচে ট্যানেল তৈরি করেছিল। তারে ইচ্ছা ছিল এই সব ট্যানেল ব্যবহার করে ইজরায়েল দখল করবে। কিন্তু গাজা এখন ইজরায়েল দখল করে নিয়েছে। তার ফলে হামাস এখন আশ্রয় খঁজে বর করার চেষ্টা করছে। তাদের শেষ আশ্রয় স্থল কবে কবরে বলে উল্লেখ করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

ঠাকুর বলতেন, আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। মানব সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত মানব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। মানব বা প্রাণী সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি মানব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সেবা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার একটি অন্যতম পথ।

স্বামী বিবেকানন্দ-দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির পুজারি ছিলেন। তিনি শক্তির আরাধনা করতেন। সেই কারণে তিনি যুব সমাজকে শক্তি অর্জন করার কথা বলতেন। আর তাঁর গুরু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল 'রামকৃষ্ণকথামৃত'। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরম পুরুষ। তিনি মহামানব।

ভারত বিখ্যাত সব কার্টুন শিল্পীরা ভারত বিখ্যাত সংবাদপত্রের কাজ করে গিয়েছেন নিষ্ঠার সঙ্গে

রাজনৈতিক কার্টুন উচ্চাঙ্গের শিল্প

'বিশেষ প্রতিবেদক

ভারত বিখ্যাত সব কার্টুন শিল্পীরা ভারত বিখ্যাত সংবাদপত্রের কাজ করে গিয়েছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। মনে আছে বামফ্রন্ট আমলে জ্যোতি বসুকে নিয়ে কার্টুন বহু প্রকাশিত হয়েছে। এমনকী তাকে নিয়ে কার্টুনের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল । সেখানে প্রদর্শিত নিজের কার্টুন দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন জ্যোতি বসু স্বয়ং। তিনি এই সব কার্টুনের প্রশংসা করেছেন। বলেছিলেন, সরকারি যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁর নাম একবার যেন স্মরণ করা হয়। তবে শিল্পীরা হাত পাতার লোক ছিলেন না। তারা সরকারের টাকা নেওয়াকে ভিক্ষা বলে গ্রহণ করতেন। চণ্ডী লাহিড়ী সামাজিক এবং রাজনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন কার্টুন চিত্র অহকন করে। তিনি আবার দক্ষ ছিলেন সাহিত্য রসে। চমৎকার ডায়লগ থাকতো সেই সব ব্যঙ্গ চিত্রে। অহিভূষণ মল্লিক, সুফী এবং নরেন রায়, অমনল চক্রবর্তী সুনামের সঙ্গে কার্টুন অঙ্কন করে গিয়েছেন। ব্যতিক্রমী শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ। তিনি রাজনীতি বা সামাাজিক কার্টুন রচনা না করে শুধু 'বাঁটুল দ্য গ্রেট' এবং 'হাঁদা ভোঁদা' কার্টুন চিত্র অঙ্কন করে গিয়ে শিশুদের আনন্দ দান করতে। প্রখ্যাত কার্টুন শিল্পী শঙ্কর পিল্লাই পণ্ডিত নেহরুকে কোনও রকমভাবে রেয়াত করতেন না। নেহরুকে নিয়ে নির্দয়ভাবে কার্টুন অঙ্কন করে গিয়েছিলেন শঙ্কর পিল্লাই। তাতে কোনও দিন পণ্ডিত নেগরু তাঁর ওপরে ক্ষিপ্ত হননি। বরং তাঁর প্রশংসা করতেন। বাংলায় অমল চক্রবর্তীর পর দেবাশিষ দেব এবং অনুপ রায় রয়েছেন। তারা সফল কার্টুন শিল্পী। রাষ্ট্রশক্তি হাত বড় লম্বা। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে কথা বললেই তাকে জেল থানা পুলিশ দিয়ে দমন করা হয়ে থাকে। সুফীর মতো নামজাদা বহু কার্টুন শিল্পীর চাকরি চলে গিয়েছিল। ক্ষমতার অপব্যবহার করতে রাজনৈতিক নেতাদের লজ্জাবোধ হয় না। কিন্তু তা নিয়ে কার্টুন অঙ্কিত করলেই তা অপরাধ বলে গণ্য হয়ে থাকে। বর্তমানে রাজনৈতিক নেতাদের রসবোধ একেবারে নেই বলা যেতে পারে। টিভি চ্যানেলে বসে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা একে ওপরে দিকে কাদা ছোঁড়া ছুঁড়ি করতে শুরু করে দেয়। আর তাই দেখে সবাই হাততালি দিকে থকে। আর এটাই দর্শকদের কাছে উপভোগ। কার্টুনের জায়গায় এখন রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রিক একজন নিজেরাই কার্টুনে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছেন। তার ফলে আর কার্টুন চিত্র আঁকার কোনও প্রয়োজন নেই। তবে সংবাদপত্রগুলি যদি বাংলার কার্টুন শিল্পকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে তাহলে এই শিল্পটি শিল্প মারা বাঁচার পথ পাবে। তারা আবার পুনর্জীবন লাভ করবে। কলকাতার সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় আগে কার্টুন চিত্র অঙ্কিত হত। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ঝড় উঠত। রুচিসম্পন্ন কার্টুন প্রকাশ করা হতো। রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে চলচিত্র অভিনেতা খেলোয়াড় কেউই বাদ যেত না কার্টুনের কাছ থেকে। সবাইকে নিয়ে ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করা তখন একটা রেওয়াজ ছিল। এই সব মজাদার কার্টুন

শিল্পকে নিয়ে কাউকে আদালতের দ্বারস্থ হয়নি। কেউ কার্টুন শিল্পীর বিরুদ্ধে মানাহানির মামলা করেনি। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে নিয়ে বহু কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল তা নিয়ে চিন্তা করতেন না পণ্ডিত নেহরু। তাঁকে নিয়ে কুট্টি অসাধারণ ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করতেন যা নেহরুকে তৃপ্তি দিত। বাংলায় বহু নামকরা সংবাদত্রে আগে কার্টুন প্রকাশিত হতো প্রথম পাতায়। সেখানে কার্টুন আঁকতেন রেবতীভূষণ এবং চণ্ডী লাহিড়ীরা। বর্তমানে যেসব সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় সেখানে কোনও কার্টুন প্রকাশিত আর হয় না। কার্টুন শিল্প একেবারে মারা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। একে রক্ষা করতে গেলে আবার কার্টুন শিল্পকে সংবাদপত্রে স্থান দেওয়া দরকার। কার্টুন শিল্পীদের ডেকে তাদেরকে দিয়ে ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যারা কার্টুন শিল্পকে পচ্ছন্দ করেন না তাদেরকে বাদ দিয়ে কার্টুন তৈরি করা উচিত। রোজ সংবাদপত্রে যাতে কার্টুন দেখতে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত। রাজনৈতিক কার্টুন একটি উচ্চাঙ্গের শিল্প ধারা বলা যেতে পারে। তা প্রায় আজকে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ব্যঙ্গচিত্রকে আবার ফিরে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে সংবাদপত্রগুলি। তবে তারা কোনও পথ ধরে ব্যঙ্ক চিত্র অঙ্কিত করবে তা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কুট্টির অঁকা একটি কার্টুন সাড়া ফেলে দিয়েছিল বাংলায়। সেই সময়ে নেতাজির ওপরে বিবিসিকে কিছু তথ্য দিয়েছিলেন নিরোদ সি চৌধুরী যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। তাকে কেন্দ্র করে কুট্টি আকঁতেন নেতাজির তালুতে একটি ছোট নিরোদ সিং চৌধুরী। এর একটি দুটি বাক্য লিখ লেন, 'কে নিরোদ?' পরিস্থিতি সম্পর্কে রসবোধ না থাকলে এই ধরনের ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কন করা খুবই মুশকিল সেটা বুঝতে পারা সম্ভব হচ্ছে। নেতাজিকে সবাই চেনে এবং জানে। কিন্তু নিরোদ সি চৌধুরীকে কেউ জানে না কেই চেনে না। তিনি নেতাজির সম্পর্কে বিবিসিতে তথ্য দিচেছন তা কিন্তু বাংলার তথা ভারতের জনগণ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। নিরোদ সি চৌধুরী নেতাজির চেয়ে একেবারে ক্ষুদ্র তা প্রমাণ করতেই এই ব্যঙ্গ চিত্রটি অঙ্কন করা হয়েছিল। এতে নিরোদ সি চৌধুরী মনোক্ষুন্ন হলেও তিনি কিন্তু এই ব্যঙ্গচিত্রের নিন্দা করেননি। ভারতের ব্যঙ্গ চিত্রে জনক হচ্ছেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বহু ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কন করেছেন। রাজনৈতিক কার্টুন শিল্পী হিসাবে নাম করেছিলেন শঙ্কর. আর কে লক্ষণ এবং কুট্টি। বাংলায় যারা কার্টুন শিল্পে সঙ্গে জড়িত ছিলেন তারা অত্যন্ত উচ্চমানের কার্টুন অঙ্কন করে গিয়েছে। আগেকার সংবাদ পাঠকেরা সবাই কার্টুন দেখার জন্য সংবাদপত্র ক্রয় করতেন এবং নিরপেক্ষ সংবাদ সব সময়ে পরিবেশন করা হতো। কোনও রাজনৈতিক দলের প্রশংসা করে কোনও সংবাদ সেই সময়ে প্রকাশ হতে দেখা যায়নি। বহু সময়ে সরকারের সমালোচনা করেও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর কার্টুন নিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়, বনবিহারী, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, যতীন সেন, চারু রায়, বিনয় বসু সহ আরও অনেকে। তবে এদের কেউ রাজনৈতিক ব্যঙ্গ চিত্র শিল্পী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেনি। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর ইতিহাসের অধ্যাপক কাফি খাঁ ছদ্মনামে কার্টুন অঙ্কিত করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর হাত ধরে বাংলায় রাজনৈতিক কার্টুন শিল্প চালু হয়েছিল। রাজনৈতিক কার্টুন শিল্পী হিসাবে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন 'পিসিএল'। এক সময়ে প্রমদ সমাদ্দার ছিলেন বিখ্যাত কার্টুন শিল্পী। শৈল চক্রবর্তী আবার বাংলার ব্যঙ্গ চিত্রে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা এবং শিবরাম চক্রবর্তীর প্রধান চরিত্র অঙ্কিত করতেন। ভারতের প্রথম অ্যানিমেশন ছবি 'মিচকে পটাশ' এর কথায়। শিল্পী রেবতী ভূষণ ঘোষ অসাধারণ চিত্র অঙ্কিত করে গিয়েছেন। তাঁর জন্মস্থান বালিতে। তিনি সাইকেলে করে রোজ বরাহনগরে এসে উপস্থিত হতেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে কার্টুন শিখবেন বলে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদাকে ল্যাংচা মিত্র নাম দিয়ে কার্টুন তৈরি করে ফেলেন। তারপরে তিনি দিল্লিতে কাজ করতে চলে যান।

পরাধীন যুগে ভারতের সম্মানকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিতায় উদ্যোগী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসক

'বিশেষ প্রতিবেদক

পরাধীন যুগে ভারতের সম্মানকে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিতা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন বাংলার বেশ কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা। তারা ভারতের সম্মানকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। ভারতের যখন ব্রিটিশ শক্তি এসে প্রবেশ করলো তখন ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। সেখানে শুরু হয়েছে নতুন কলকারখানা থেকে শুরু করে শিক্ষা এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের উচ্চস্তরের অধ্যায়ন। তারই প্রভাব ভারতের ওপরে বিশেষ করে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানি। তার ফলে কলকাতা থেকে শুরু হয়েছিল বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণ। এই নবজাগরণের ফলে একদিকে শিল্প কলকারখানা যেমন গড়ে উঠতে শুরু করেছিল পাশাপাশি আবার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি লাভ করে। ইংরেজরা আসার ফলে কলকাতা তথা ভারতের ওপরে ব্রিটিশ সভ্যতার প্রভাব পড়তে শুরু করে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার পিছনে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব পরেক্ষাভাবে কেন প্রত্যক্ষভাবেও কাজ করেছিল। তখন বাংলার মেধাবী ছাত্ররা ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পড়াশুনার সুযোগ অনায়সে পেত। কলকাতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল আন্তর্জাতিক শিক্ষা মানের সম্মানে সম্মানিত। যার ফলে কলকাতা থেকে যেসব মেধাবী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসরা বিশ্ব দরবারে নাম করেছিলেন তাঁদের শিক্ষার ভিত কিন্তু বাংলা থেকে শুরু হয়েছিল। পরে সেই সব মেধাবী বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকেরা বিলাতে গিয়ে আরও বেশি করে অধ্যায়ন এবং চর্চা করে তাদের অভিজ্ঞতার মান বৃদ্ধি করে। বাংলায় প্রথম বিজ্ঞান চর্চার রাস্তা তৈরি করার স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি লিছেছিলেন বাংলায় বহু শাস্ত্র পুবাণ এবং সাহিত্য চর্চা হযেছে। এখন বিজ্ঞান চর্চার পথকে তৈরি করতে হবে। তাঁরই কথার পথ ধরে এগিয়ে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশায়। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রথম চেষ্টা করেছিলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথকে তৈরি করে দেওয়ার। তার জন্য তাঁকে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে। ঠাকুর বাড়িরপ্রধান কর্তা মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হতো। সেই পত্রিকার নাম ছিল 'তত্তবোদিনী পত্রিকা'। সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচিত হতো। এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানে জয়যাত্রায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার অবদান কম নয়। আচার্য প্রফুল্ল কুমার রায় রসায়ন বিজ্ঞানের পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মতো রসায়ন বিজ্ঞানী তখন ভারতে বলতে গেলে দুর্লভ। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান গবেষণায় রত ছিলেন। সেখানেই তাঁর গবেষণা কেন্দ্র ছিল। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আবার ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করতেন। তিনি বিপ্লবীদের বোমা তৈরি করার ব্যাপারে তাঁর গবেষণাগারকে ব্যবহার করতে সম্মতি দান করেছিলেন। বাংলার বিপ্লবী বোমা আন্দোলনের ব্যাপারে ভগিনী নিবেদিতার নাম অতি অবশ্যই করতে হবে। তিনি শুধু বাংলার বিপ্লবীদের সমর্থক ছিলেন শুধু নন, তিনি ভারতের বিজ্ঞান চর্চা যাতে প্রসারিত হতে পারে তার জন্য তিনি আচার্য জগদীশ বোসকে সহায়তা করে গিয়েছেন। বিশ্ব দরবারে আচার্য জগদীশ চন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি ছিলেন আচার্য জগদীশ বোসের উৎসাহীদাত্রী। যখন আটার্য জগদীশ বোস হতাশ হয়েছেন তখন ভগিনী নিবেদিতা এসে তাঁর কাঁধে হাত রেখে তাঁকে নিরাশ হওয়া থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলেন। সুতরাং বাংলার বিজ্ঞান চর্চার কথা বলতে গেলে ভগিনী নিবেদিতার অবদানকে অস্বীকার করা চলবে না। তিনি আবার কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করতে জগদীশ বোসকে আর্থিক সাহায্য থেকে শুরু করে মানসিক শক্তির যোগান দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বলেই জগদীশ চন্দ্র বোস 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকে সেখান থেকে রয়েক বছর ধরে শয়ে শয়ে বিজ্ঞান বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে বিশ্ব দরবারে গিয়ে উপস্থিত হতে পারছে ছাত্ররা। রাজা বাজার সায়েন্স কলেজ বাংলার বিজ্ঞান দরবারে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান কলেজ কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এটা মনে প্রাণে চাইতেন। তাঁর চিন্তার ফসল আজকের রাজা বাজার অঞ্চলে বিজ্ঞান কলেজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি হলেও তিনি কিন্তু বিজ্ঞান বা চিকিৎসা জগতের থেকে উদাসীন ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই রচনা করেছিলেন সেই বইটির নাম হচ্ছে 'বিশ্ব পরিচয়'। বাংলা যে বিজ্ঞান চর্চা করা সম্ভব তার পথটাকে তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বহু বিজ্ঞানীদের নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করে গিয়েছেন। এমনকী তিনি নিজেই হোমিপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। কারমাটাড়ে তিনি সকলের কাছে বিদ্যাসাগর বলে পরিচিত ছিলেন না। সেখানে তিনি চিকিৎসক ঈশ্বর বলে পরিচিতি লাভ করেন। ভেজয গাছ লাগিয়ে সেখান থেকে ওষুধ নির্মাণ করার পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সেই কারণে কারমাটাড়ে তিনি ভেষজ গাছগাছালি লাগিয়েছিলেন। বিজ্ঞান প্রিয় অক্ষয় কুমার দত্তও নিজের হাতে বহু গাছ লাগিয়েছিলেন। সেই সব গাঝের গুনাগুণ তিনি তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাতে প্রকাশ করতেন। তিনি ইংজেরি ভাষার বিজ্ঞানর প্রতিশব্দ বাংলায় তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানের শব্দগুলিকে বাংলা. প্রতিশব্দ তৈরি করে বাংলার বিজ্ঞান চর্চাকে প্রসারিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও তিনি আবার সুচিকিৎসক ছিলেন। ভারতে স্প্যানিস ফ্লু দেখা দিলে রবীন্দ্রনাথ একটি টোক্কা তৈরি করে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের খাওয়াতেন এক চামচ করে আর পাশে গ্রামগুলিতে বসবাসকারীদের ঘরে গিয়েও এক চামক টোক্কা দিতেন যাকে স্প্যানিস ফ্লু এসে তাদেরকে আক্রমণ না করতে পারে। ভারতে স্প্যানিস ফ্লুতে এক কোটি কোল মারা গিয়েছিল। করোনাতে মাত্র কয়েক লক্ষ লোক মারায় যায়। কলকাতা বিখ্যাত মানুষ আর জি কর স্প্যানিস ফ্লুতে মারা গিয়েছিলেন। বিজ্ঞান চর্চা এবং চিকিৎসা চর্চা পাশাপাশি চলতে শুরু করে দিয়েছে বাংলার নবজাগরণের সময় থেকে। এর জন্য অতি অবশ্য শিল্প বিপ্লবের প্রভাবকে স্বীকার করে নিতে হবে। বিলাতে শিল্প বিপ্লব না হলে ইংরেজরা ভারতে এসে উপস্থিত হতো না। তারা ভারত থেকে কাচামাল সংগ্রহ করে বিলাতে সরবরাহ করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল। কারণ শিল্পগুলিকে চালাতে গেলে কাচা মালের প্রয়োজন। ভারত থেকে সেই কাচা মাল বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হতো জাহাজে করে। ইংরেজা দেখতে পেল যে ভারত থেকে কাচা মাল নিয়ে বিসাতে গেলে বহু সময় লেগে যাচ্ছে। তার ওপরে জাহাজের ওপরে ভরসা করা যায় না। বহু জাহাজ সমুদ্র পথে ভারতীয় পণ্য নিয়ে ডুবে গিয়েছে। তার ফলে সময় মতো কাচা মাল বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারছে না। উৎপাদন ব্যাহত হতে শুরু করেছে। সেই কারণে কলকাতার আশপাশে বিশেষ করে হুগলি, হাওড়া এবংং ২৪ পরগনাকে শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো ইংরেজ সরকার। তারা এখানে শিল্প কলকারখানা তৈরি করে একেবারে তৈরি পণ্য নিয়ে ইউরোপের বাজারে গিয়ে উপস্থিত হতে থাকে। তার ফলে বিলাতে আয় বৃদ্ধি হয়। পাশাপাশি ভারতের বিজ্ঞান চর্চা প্রসারিত হতে থাকে। ভারতীয়রা বিজ্ঞান চর্চায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। শুধু বিজ্ঞান চর্চা নয়, পাশাপাশি চিকিৎসা চর্চা বৃদ্ধি লাভ করে। যেসব সাহেবরা কলকাতায় এসে উপস্থিত হতো তাদের এবং বংলার লোকেদের চিকিৎসা করার রাস্তাকে তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। লর্ড ইউলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৭৭৪-১৮৩৯) ১৮৩৫ সালে ২৮ জানুয়ারি তারিখে ৩৫ দফা নিয়মকানুন তৈরি করলেন। ১৮৩৬ সালে ১০ জানুয়ারি কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো। কলকাতার ছেলে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত (১৮০৬-১৮৩৫) মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলেন। তখন তিনি বেতন পেতেন মাত্র ৬০ টাকা। মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করে ভারতের চিহিৎসা বিজ্ঞানে একটি বিরল নজির স্থাপন করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডাক্তার মাউন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি। কলকাতা মেডিকেল কলেজ এশিয়ার প্রথম মেডিকেল কলে বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। ১৯৩৫ সালে ২৮ জুনয়ারি ভারতের প্রথম মেডিকেল কলেড 'মেডিকেল কজে বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায়। তামিজ খান নামে একজন মেধাবী ছাত্র মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৮৬৭ সালে শিয়ালদহে মিউনিসিপ্যালিটিতে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৮৭৩ সালে এই হাসপাতকালে একটি মেডিকেল স্কুল তৈরি হয়। তৎকালী গর্ভনর জেনারেল ক্যাম্পবেল এর নামানুসারে এই হাসপাতালের নাম হয়েছিল 'ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল' ১৮৭৪ সালে। ১৯৫০ সালে এই হাসপাতালের নামকরণ করা হয় 'নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ'। ডাক্রার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৫৪-৫৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ১৮৭০ সালে কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কলকাতার ২১০ নম্বর বহু বাজারে প্রতিষ্ঠা করা হল 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স'। এই সংস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি একটি মেকিডেক জার্নাল প্রকাশ করেছিলেন। সেই জার্নালের নাম ছিল 'দ্য ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন'।

প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞনীদের ধ্যান ধারনা যাতে প্রকাশ লাভ করতে পারে তার জন্য এই জার্নাল প্রকাশ লাভ করেছিল। ডাক্তার গোপাল চন্দ্র রায় ১৮৬৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এলএমএস পাশ করে চিকিৎসক হলেন। ১৮৬৯ সালে বিলাতে গিয়েছিলেন মেডিকে পরীক্ষা দিতে। ১৮৭২ সালে কলকাতায় ফিরে এলেন। তিনি জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সবাইকে ওয়াকিবহাল করিয়েছিলেন।

রাশিয়ার শক্তিশালী ক্ষেপনাস্ত্র

রাশিায় শক্তিশালী ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করছে কিভ এবং মারিয়ুপোল দখল করতে। আর নেটো বাহিনীর সদস্যারা চুপ করে বসে রয়েছে। লক্ষ লক্ষ ইউক্রেন শরনার্থিরা পোলাণ্ড এবং হাঙ্গেরী সীমান্তে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাদেরকে খাদ্য ওষু ধ পাঠাতে শুরু করেছে জার্মান, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং আমেরিকা। এদিকে যুদ্ধ যাতে ইউরোপে ছড়িয়ে না পরে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই নেটো বাহিনী সীমান্তে সেনা মোতায়েন করেছে। নেটো কোনও রকমভাবে সাহায্য করছে না। ইউক্রেনের সেনারা নিজেরাই রাশিয়ার অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আক্রমণ করছে। রাশিয়ার সেনাদের প্রথমে প্রবেশ করার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। তারপরে চারদিক দিয়ে ঘিরে রুশ সেনাদের দিকে তাক করে গোলাবর্ষন করতে শুরু করে ইউক্রেনের সেনারা। আর তাতেই রুশ সেনার হত হচ্ছে। এটা স্টালিন

কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে বলে দাবি করেন জেলেনস্কি। রাশিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে ইউক্রেনের সমুদ্র পথকে দখল করা। খেরসেন বন্দর দখল করতে পারলেও মারিউপোল বন্দর দখল করতে পারেনি। রাশিয়া স্থল পথ এবং জল পথ দিয়ে ইউক্রেন দখল করার কৌশল অবলম্বন করেছে। এদিকে হউক্রেনের সমুদ্র পথ ধরে নেটো যুদ্ধ বিমান মোতায়েন রয়েছে। তারা কিন্তু রুশ যুদ্ধ জাহাজ দেখেও বাধা দিচ্ছে না। রাশিয়ার যুদ্ধ জাহাজগুলি অনায়াসে ইউক্রেনের বন্দরগুলি দখল করার ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করেছে। মারিউপোলের মেয়র বলেছেন, পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে শুরু করেছে যে সেখানকার আহত নাগরিকদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। রাশিয়ার সেনারা কোনও পথ খোলা রাখছে না। সব পথ বন্ধ করে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। একই অবস্থা ভোলনোভকায়। সেখানে রুশ বাহিনীরা মানব রক্ষার জন্য পথ তৈরি করার কথা বললেও কার্যত তা পালন করেনি। সাইবার হানা দিতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। রাশিয়া তাদের দেশের চ্যানেলগুলি যাতে সম্প্রচার করতে না পারে তার দিকে নজর রেখে সাইবার পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছিল। তার প্রভাব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের ওপরে গিয়ে পড়ে।

হেরিটেজ ঃ বড় শ্যামা ও বামা কালী

নবদ্বীপের তেঘরী পাড়ার বড় শ্যামা নাম খুবই। তেঘরী পাড়ায় আরও বেশ কয়েকটি শ্যামা পুজো আয়োজন করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছে ভড়পাড়ার শ্যামা, কাপালী পাড়ার শ্যামা, হরিতলার শ্যামা প্রভৃতি। এসব শ্যামার মধ্যে আবার কোনও শ্যামার উচ্চতা ২০ হাত থেকে শুরু করে ৩০ হাত পর্যন্ত। সাধক চুড়ামণি ভৃগুরাম চট্টোপাধ্যায় এই পুজোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তবে মেজ শ্যামা, ছোট শ্যামা সেজ শ্যামাও দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৭৪ সালে আড়ংয়ের সময়ে বড় শ্যামা বিদ্যুতের স্পর্সে ভষ্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬০ সাল থেকে এই পুজো শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। যদিও কবে থেকে বড় শ্যামা পুজোর আয়াজন হয়েছিল তা নিয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে। শ্রীশ্রীবামাকালী রামসীতা পাড়ার মোড়ে শ্রীশ্রী রামচন্দ্র মন্দিরে বামাকালী পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নবদ্বীপের শাক্ত রাসে আর কোনও দ্বিতীয় বামাকালীর পুজো হয় না। বামাকালী প্রকৃত পক্ষে শ্মশানকালী। শ্মশানকালী ধ্যানেই পুজো করা হয়ে থাকে। আগে প্রতিমার উচ্চতা ১০ থেকে ১২ হাত হতো। একন এর উচ্চতা বেড়ে ১৪-১৫ হাত হয়। বামাকালী চতুতুর্জা। শিবের বুকে পা রেখে বাঁ দিকে ঘুরে দণ্ডায়মানা। ডাইনে মহাকাল, বাঁয়ে ডাকিনী। ডান পায়ের তলায় শুম্ভ, কাঁধে দেবশিশু। তান্ত্রিক মতে পুজো হয়। ইলিশ মাছ, মদ, মাংস দেবীকে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। পাঁঠাবলিও হয়। মানত পাঁঠাবলিও হয়ে থাকে। রাধারমণভট্টাচার্য আগে একাই এই পুজো করতেন। ১৯০৭ সালকে বামাকালী পুজোর সাল বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নবদ্বীপের রাসের য়েসব দেব দেবী পুজোর আয়োজন করা হয় তাদের সন তারিখ কেউ বলতে পারবে না। কবে থেকে পুজো শুরু হয়েছিল তা নিয়ে সব পুজোকে কেন্দ্র করে বিতর্ক রয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির পুনঃ জাগরণে বই ও সংস্কৃতি মেলা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জানুয়ারি ঃ শীতের শুরুতেই হাওড়া সদর ও গ্রামীণ হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছে বই মেলা। হাওড়া সদর জেলায় হাওড়া সদর, ডোমজুড়, বড়গাছিয়ায়, গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া, বাগনান, আমতায় বই মেলা হচ্ছে। এছাড়াও হাওড়া সদর ও গ্রামীণ হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে বই মেলা হয়ে থাকে শহরকে কেন্দ্র করে। এই সব বই মেলা গুলি সংগঠিত করার জন্য থাকে একটি কমিটি, বিভিন্ন পদাধিকারী মানুষজন। ব্যতিক্রম গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার প্রত্যন্ত হরিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেনুচক গ্রামের পূর্ণানন্দ মঠ এর বই ও সংস্কৃতি মেলা। এটি গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা তথা উদয়নারায়ণপুর ব্লকের প্রথম বই ও সংস্কৃতি মেলা। এবার এই বই ও সংস্কৃতি মেলা ২ য় বর্ষে পদার্পণ করেছে। বেনুচক পূর্ণানন্দ মঠের প্রতিষ্ঠাতা সমাজসেবী ও সাংবাদিক পূর্ণেন্দু চৌধুরী নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও নিজ খরচে এই বই ও সংস্কৃতি মেলা সংগঠিত করে চলেছে। শুধুমাত্র বই পড়ার মানসিকতা গড়তে নয়, হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতির পুনঃজাগরণে, এলাকার মানুষদের সুস্বাস্থ্য দিতে চিকিৎসা পরিষেবা ও রয়েছে। পূর্ণেন্দু চৌধুরীর এহেন উদ্যোগে সকলেই পূর্ণেন্দু চৌধুরীর প্রশংসা করেন। বই ও সংস্কৃতি মেলা -র ২য় তম বর্ষে ৪ জানুয়ারি ২৫ প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন হরিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিপা চৌধুরী। ফিতা কেটে বই ও সংস্কৃতি মেলা - র সাংস্কৃতিক মন্ডপের প্রবেশদ্বারের উদ্বোধন করেন হরিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রভাত চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন পেঁড়ো থানার অফিসার সাগর পান্ডা, কৌশিক বিশ্বাস, সমাজসেবী তপন বাগ, মনোজ পন্ডিত, পুষ্পশ্রী মালিক, সুকোমল দত্ত, শ্রীকান্ত সাঁতরা, সুমিত্রা পোড়েল, তারক দাস, চিন্ময় দলুই সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রত্যেক বক্তাই উপস্থিত অভিভাবক - অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা আপনাদের সন্তান - সন্ততিদের বয়স উপযোগী বই উপহার দিন। আত্নীয় স্বজনদের বিবাহ, বিবাহ বার্ষিকী, জন্মদিন পালনে ও অন্যান্য সময়ে বয়সানুযায়ী বই উপহার দিন। বই পারে একজন শিশুকে ছোট বয়স থেকেই প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে। শিশুদের হাতে শিশু থেকেই মোবাইল তুলে দেবেন না। শিশু বয়স থেকেই শিশুদের হাতে মোবাইল তুলে দিলে তারা উচ্ছৃঙ্খল, বিকৃত মানসিকতার মানুষ তৈরি হবে আপনাদের অজান্তেই। আপনারা বিশেষ করে যারা অত্যধিক টেনশনে ভোগেন, যারা অনিদ্রায় ভোগেন তারা বই পড়ুন। বই পড়লে দেখবেন আপনার টেনশন কাটবে, শোয়ার সময় বই পড়বেন দেখবেন আপনার ঘুম ভালো হবে। এতে শরীর, স্বাস্থ্য, মন ভালো থাকবে। দশদিন ব্যাপী ৪ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি ২৫ এই বই ও সংস্কৃতি মেলার অনুষ্ঠান ডালিতে আছে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, চোখ পরীক্ষা শিবির অপারেশন শিবির, পর্দায় সিনেমা, শিশু স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও প্রতিযোগিতা, তরজা গান, রন্ধন প্রতিযোগিতা, নাটক, ক্যুইজ কম্পিটিশন, পুতুল নাচ, জব ফেয়ার, যাত্রা, যুব সচেতনতা, বাউল গান, তারা মায়ের পুজো ও বিচিত্রানুষ্ঠান।

গৌড়ে অত্যাধুনিক এলএইচবি কোচ, খুশির হাওয়া মালদায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জানুয়ারি ঃ আশির দশকে তৎকালীন রেলমন্ত্রী এবিএ গনিখান চৌধুরীর হাত দিয়ে উদ্বোধন হয়েছিল গৌড় এক্সপ্রেসের। নয়া ট্রেন পেয়ে সেই সময়ে গোটা মালদাবাসী উৎসবে মেতেছিলেন। কিন্তু তারপর চার দশক কেটে গেলেও সেই মান্ধাতার আমলের রেক নিয়েই মালদা-শিয়ালদহ ছুটছে ট্রেনটি। যা নিয়ে ক্ষোভের পারদ চড়ছিল জেলাবাসীদের মধ্যে। অবশেষে মালদার ঐতিহ্যের গৌড় এক্সপ্রেসকে নতুন কোচ দিয়ে সাজিয়ে তোলার পরামর্শ দেন দক্ষিণ মালদার সাংসদ ইশা খানচৌধুরী, আর সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা নিয়েছে রেল মন্ত্রক। অবশেষে অত্যাধুনিক এলএইচবি কোচ যুক্ত হয়েছে গৌড় এক্সপ্রেসে। উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মরমুর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করে। পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগে খুশির হাওয়া মালদায়। মালদা ডিভিসন সূত্রে জানা গেছে, ১৯৮০ সালের ২০ এপ্রিল পথ চলা শুরু করে গৌড় এক্সপ্রেস। এতদিন ২২ কামরা বিশিষ্ট আইএফসি কোচ (ইন্ট্রিগাল কোচ ফ্যাক্টরি) নিয়ে চলাচল করত ট্রেনটি। এবার জার্মানি পদ্ধতিতে তৈরি এলএইচবি (লিংক হপম্যান বুস) কোচ গৌড় এক্সপ্রেসে যুক্ত হচ্ছে। ট্রেনের ২১টি বগিকেই পাল্টে ফেলে এলএইচবি কোচ সংযুক্ত করা হচ্ছে। একটা প্রথম শ্রেণি, তিনটে দ্বিতীয় শ্রেণি, দু'টো তৃতীয় শ্রেণি, ন'টি সংরক্ষিত কামরা এবং চারটি জেনারেল কামরা থাকছে গৌড় এক্সপ্রেস। এছাড়াও পাওয়ার গার্ডের আরও দু'টো বগি থাকছে। প্রতিদিন মালদা টাউন স্টেশন থেকে গৌড় এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ে রাত ৯টা ৩০ মিনিটে। পরের দিন ভোর ৪ টা ৪০ মিনিটে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছায় সেটি। একইভাবে শিয়ালদা স্টেশন থেকে গৌড় এক্সপ্রেসে ট্রেন ছাড়ে রাত ১০টা ১৫ মিনিটে। মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছানোর সময় ভোর ৬টা ১৫ মিনিট। পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের এক আধিকারিক জানান, এলএইচবি কোচ অনেক উন্নতমানের। ট্রেন দুর্ঘটনা কবলে পড়লে এই কোচের যাত্রীদের ক্ষতির সম্ভাবনা অত্যন্ত কম থাকে। এছাড়া ঝাঁকুনিও কম হয়। এলএইচবি কোচের সেফটি চার্জ, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রয়েছে।

ফুড ফেস্টিভ্যাল কয়থা এস এস হাই মাদ্রাসায়

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ৭ জানুয়ারি ঃ খাদ্য উৎসব কয়থা এস এস হাই মাদ্রাসায়। বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা স্বাস্থ্যকর খাবারের স্টল করে এই বিদ্যালয়ে। সেই উৎসবে যোগদান করেন স্থানীয় মানুষ জন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম নবি আজাদ বলেন, প্রতি বৎসর আজকের দিনে রাজ্য সরকারের তরফে পালিত হয় শিক্ষার্থী দিবস। নবান্ন থেকে উপস্থিত আছেন ডেপুটি সেক্রেটারি। খাদ্য উৎসব ছাড়াও প্রেরণামূলক অনুষ্ঠান -মীট দ্য আইকন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডিন, অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি প্রমুখ। এছাড়াও এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ভার্চুয়াল মাধ্যমে পড়ুয়াদের সাথে কথা বলেন। প্রধান শিক্ষক গোলাম নবি আজাদ জানান, কয়থা এস এস হাই মাদ্রাসা উচ্চমাধ্যমিক স্বীকৃতি পেয়েছে। একইসাথে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ পড়ানো হবে। তার শুভ উদ্বোধন হয় এই দিন। এছাড়াও স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য চৌধুরী আব্দুল আলিম খেলার মাঠ হিসাবে বিদ্যালয়কে ছয় বিঘা জমি দান করেন।

দিঘায় মিষ্টিহাবের দাবি উঠে এল ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ৭ জানুয়ারি ঃ দিঘায় শুরু হয়েছে তিন দিনের মিষ্টি সম্মেলন। দিঘায় মিষ্টিহাবের দাবি উঠে এল ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে। পর্যটকেরা দিঘায় বেড়াতে আসলে পাবেন রাজ্যের সমস্ত জেলার স্পেশাল মিষ্টি। শক্তিগড়ের ল্যাংচা, কলকাতার রসগোল্লা, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, জয়নগরের মোয়া আর পূর্ব মেদিনীপুরের কাজু বরফিরা এখন দিঘায় এক হয়েছে। কারণ সৈকত শহর দিঘায় চলছে মিষ্টি উৎসব।

পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালনায় প্রথম দিন থেকেই জমে উঠেছে এই উৎসব। দিঘার বিশ্ববাংলা কনভেনশন হলে এই উৎসব চলছে। একইসঙ্গে শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের রাজ্য সম্মেলন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছা অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টি উৎসবের সূচনা করেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভূঁইয়া। পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতি দিঘার সমুদ্র সৈকতে মিষ্টি হাব গড়ার দাবি তোলে। এছাড়াও এই মিষ্টি উৎসবে আধুনিক সব মিষ্টি তৈরির উপকরণ ও যন্ত্রসমূহের প্রদর্শনী করা হয়েছে। যেখানে হাইজিন মেনটেন করে মিষ্টি কিভাবে তৈরি করা হয়, তা দেখানো হয়েছে। সেই প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া। জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত, দিঘায় তিনদিনের মিষ্টি উৎসব হয়েছে। এই উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে - ছিটিয়ে থাকা মিষ্টি ব্যবসায়ীদের এক ছাতার তলায় নিয়ে এসে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি রাজ্য থেকেও ৬ হাজারের বেশি মিষ্টি ব্যবসায়ী অংশগ্রহণ করেছেন। ৫০-এর বেশি স্টল রয়েছে। মিষ্টি ব্যবসায়ীদের এই সম্মেলন থেকে দীঘা জগন্নাথ মন্দিরের সামনে দশটি মিষ্টি দোকান করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেই দাবি পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক অখিল গিরি। বছরের শুরুতে এমন মিষ্টি উৎসবের কথায় রীতিমত খুশি পর্যটকরা। উপচে পড়ছে ভিড়। ফলে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরাও বেজায় খুশি।

সীমান্তে বেড়া দেওয়া নিয়ে বিএসএফ ও বিজিবি-র বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জানুয়ারি ঃ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ নিয়ে বিএসএফ ও বিজিবি-র মধ্যে অশান্তির জেরে মঙ্গলবার সকালে বিএসএফ ও বিজিবি-র মধ্যে একদফা আলোচনা হয়। অনুপ্রবেশ রুখতে সোমবার বিকেলে শুকদেবপুর এলাকায় পূর্ত সড়ক বিভাগ ও বিএসএফের তৎপরতায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ চলছিল। অভিযোগ, তাতে বাধা দেয় বিজিবি। তাঁদের অভিযোগ, মালদার কালিয়াচক ৩ এর এলাকায় বেড়া দেওয়ার কাজ চলছিল তা বাংলাদেশের মধ্যে পড়ে। তা নিয়ে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ভিড় করেন স্থানীয়রা। সূত্রের খবর, সীমান্তের যে এলাকায় বেড়া দেওয়া হচ্ছে তা ভারতের অংশ বলে মঙ্গলবার নথি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এরপরই শুরু হয় বেড়া দেওয়ার কাজ। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেই প্রশাসন সূত্রে খবর। উল্লেখ্য, হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই অশান্ত বাংলাদেশ। হিন্দু নির্যাতন চরমে উঠেছে। অধিকাংশই চেষ্টা করছেন কোনওক্রমে দেশ ছাড়তে। বহু মানুষ কাঁটাতার পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করছেন। সেই কারণে ভারত সরকারের তরফে সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

গ্রিটিংস কার্ড প্রথার অস্তিত্ব সংকটে

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ একটি সময় ছিল যখন নতুন ইংরেজি বছর মানেই গ্রিটিংস কার্ড দেওয়া -নেওয়ার উৎসব। ৯০-এর দশকে এই প্রবণতা তুঙ্গে ছিল। বন্ধু, আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে সহকর্মীদের মধ্যেও নতুন বছরের শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য কার্ড দেওয়ার রেওয়াজ ছিল অন্যতম। বাজারজুড়ে গ্রিটিংস কার্ড কেনার ধুম পড়ত। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নতি এবং ডিজিটাল মাধ্যমের প্রসার গ্রিটিংস কার্ড সংস্কৃতির উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে এই চাহিদা প্রায় নেই বললেই চলে। যে ব্যবসায়ীরা আগে বোর্ড সাজিয়ে কার্ড বিক্রি করতেন, তারা এখন তারা নিজেদের দোকান ঘরে বসেই সামান্য কিছু কার্ড বিক্রির চেষ্টা করছেন। তবে বিক্রি আগের মতো নেই। গ্রিটিংস কার্ডের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এখন শুধুমাত্র শিশুদের জন্য কিছু কার্ড বিক্রি হলেও তার পরিমাণও নগণ্য। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এই ঐতিহ্য একদিন কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে। স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল শুভেচ্ছার সহজলভ্যতার যুগে, হারিয়ে যাচ্ছে একসময়ের হৃদয়গ্রাহী প্রথা।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আয়োজিত হল রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি ঃ মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আয়োজিত হল রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক। বৈঠক করলেন মেয়র গৌতম দেব। মেয়র এদিন বৈঠকের জানান, আমাদের কাছে প্রধান গুরুত্ব পাবে রোগীরা। রোগীদের পাশে আমরা আছি ছিলাম এবং থাকবো। তিনি আরো জানালেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের পাশে এবং মানুষের পাশে এবং মানুষের কাছে থাকেন। আজকে হাসপাতাল গুলি বিভিন্নভাবে প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে মানুষের সাথে। আমাদের দরকার সব দিক দিয়ে আমাদের রোগীরা যাতে সুরক্ষা পায় সেটা দেখা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায় যে, রোগীকে ভর্তি করে রোগীর আত্মীয়- স্বজনেরা বিভিন্নভাবে রাত্রি বাস করেন। আমাদের এদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। যাতে রোগীকে ভর্তি করতে এসে তাদের কোন অসুবিধা না হয়। এছাড়া রোগীদের খাবারের দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যাদের খাবারের গুণমান ভালো থাকে। হাসপাতাল মূলত মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তের জন্য, তাই আমাদের সব দিকে খেয়াল রাখতে হবে। মেয়রাতের প্রয়োজনে বেশ কিছু নির্দেশ দেন, এবং তিনি জানান দরকার হলে আমি পাশে থাকব। আমি সব সময় প্রস্তুত সব ধরনের সাহায্য করতে। জানিয়ে দিলেন তিনি। এদিন জেলা হাসপাতালে ডিএনবি সেমিনার হলে এই রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের হাসপাতাল সুপার, শিলিগুড়ি এসডিও ও সিএমওএচ সহ রোগী কল্যাণ সমিতির নতুন কমিটির সদস্যরা। মূলত শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে একাধিক নতুন বিভাগ ও নতুন সংযুক্তি করন ও আধুনিকরণের বিষয় এদিন আলোচনা করা হয়। এছাড়াও ইনডোরে সমস্ত রোগীদের জন্য ই-পোর্টালের সুবিধা চালু করার কথা জানানো হয় এদিন।

বিভিন্ন ধরনের বন্ড-এর ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-১৪-২৪-২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ** এপি-ইএল-টিআরডি-১৪-২৪-২৫, **কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রানিনগর জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার-টিএসআর (পি)-১২.১৩২ টিকেএম-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের বন্ড-এর ব্যবস্থা করা। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ৬,০০,৭৭৯.৫০/- টাকা, **বায়নার ধনঃ** ১২,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২৩-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-আরআরসি-এনকেজি-২৪, তারিখ ০৬.০১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-ইটিএন-আরআরসি-এনকেজি-২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ৩০.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** এনকেজি ভবন, ১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এর ১১ তলে পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেলের নতুন কার্যালয় নির্মাণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ১৭,০৮,৬৮৭.০২ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৩৪,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ/সময় :** ০৬.০১.২০২৫ দুপুর ২টো। **অফারের বৈধতা :** ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৬ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১৬.০১.২০২৫। **বিডিংয়ের ধরন :** প্রতিটি নির্দিষ্ট আইটেমের জন্য সিঙ্গল রেট। **চুক্তির ধরন :** ওয়ার্কস। **চুক্তির শ্রেণী :** এক্সপেন্ডিচার। **দরের ক্রম :** ন্যূনতম থেকে উচ্চতম। **এক্সপেন্ডিচারের ধরন:** ক্যাপিটাল (ওয়ার্কস)। **আইপিএএস অ্যাকাউন্টিং ইউনিট:** ০২০২-পূর্ব-রেলওয়ে-এইচডব্লুএইচ পূর্ব রেলওয়ে।

(HWH-529/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ : এনআইটি নং ৩০৪_২০২৪-২৫, তারিখ ০৬.০১.২০২৫। কাজের বিবরণ:** (১) ডিপ পিট ১-৫ পাথওয়ের সম্প্রসারণ ও পরিবহন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ ও এসওয়াইএই কোচিং কমপ্লেক্স পিট লাইন ১-৫ ট্র্যাকের সম্প্রসারণ (পি.ওয়ে অংশ)। (২) এলএলএইচ ওয়ার্কশপে এসও লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি। (৩) এসওয়াইএই ও টিকেপিআর কোচিং ডিপোতে সিক লাইন লেভেল ট্র্যাক এবং (৪) এইচডব্লুএইচ কারশেডে ২ লাইনের জিরো লেভেল ট্র্যাকের জন্য ট্র্যাক প্যারামিটারের উন্নয়ন। **আনুমানিক ব্যয়:** ২,২৩,৮৩,০৫৮.৩১ টাকা। **বায়না মূল্য:** ২,৬১,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৭.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-530/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the
PANCHARUL GRAM PANCHAYAT
Vill.Pancharul, P.O.:Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225
e-NOTICE INVITING TENDER NO- PGP/578/2025, Dt.-06/01/2025

For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Sinking of submersible pump with overhead tank. Last date of downloading documents up to **15/01/2025 at 5.00 PM**. Bid Opening date **17/01/2025 at 05.00 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Pancharul Gram Panchayat

PROFECTUS CAPITAL

প্রফেকটাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

রেজিস্টার্ড এবং কর্পোরেট অফিসঃ বি/১৭, ৪র্থ তল, আর্ট গিল্ড হাউজ, ফোনিক্স মার্কেটসিটি মলের পিছনে, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, কুরলা (পশ্চিম), মুম্বই, ৪০০০৭০ **শাখাঃ** ৪র্থ তল, সুগম প্যারাগন, ৫/১, মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬

দখলের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-VI [নিয়ম ৮(১)]

যেখানে, নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন **প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ আইন, ২০০২ (২০০২-এর ৫৪) এর অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৩ সহ একটি জারি করেছে ২১শে অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের ডিমান্ড নোটিশ নিম্নোল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদেরকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়ে **৬৯,০০,৯২৯ (টাকা যাট নব্বই লক্ষ ন'শো উনিশ মাত্র) ২১.১০.২০২৪ তারিখে বকেয়া লোন অ্যাকাউন্ট নং PLPBKOL0029889 এর অধীনে দেওয়া নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।**

ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদের বিবরণ (''ঋণগ্রহীতা'')	
ক্রম নং.	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদের বিবরণ (''ঋণগ্রহীতা'')
১	**মনোজ বসু (মেসার্স এমএএ কালী অয়েল মিল)** গ্রাম -ধানতলা, পাড়া - ধানতলা উত্তর পাড়া, থানা ও পোস্ট অফিস-ধানতলা, নদীয়া, ধানতলা বাজারের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪১২০২। **এছাড়াও এখানে**- ধানতলা, নদীয়া, ধানতলা বাজারের কাছে, পশ্চিমব- ৭৪১২০২ **এছাড়াও এখানে**- মৌজা ধানতলা, জে.এল. নং.৬৭, আর.এস. খতিয়ান নং ৭১৫ ও ১১৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪০৯, ৪৪৬৫, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৭৭০, ৭৮২, ৭৮৩, ব্লক- রানাঘাট, পোস্ট অফিস ও থানা-ধানতলা, কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২০২।
২	**ডলি রাণী বসু** ধানতলা, নদীয়া, ধানতলা বাজারের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২০২। **এছাড়াও** চাঁদপুর, ধানতলা, নদীয়া, ধানতলা বাজারের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২০২ **এছাড়াও** মৌজা ধানতলা, জে.এল. নং.৬৭, আর.এস. খতিয়ান নং ৭১৫ ও ১১৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪০৯, ৪৪৬৫, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৭৭০, ৭৮২, ৭৮৩, ব্লক- রানাঘাট, পোস্ট অফিস ও থানা-ধানতলা, কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১২০২।
৩	**মোহন বসু** ধানতলা, উত্তরপাড়া, পুলিশ স্টেশন ও পোস্ট অফিস-ধনতলা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২০২. **এছাড়াও**-চাঁদপুর, ধনতলা, নদীয়া, ধানতলা বাজারের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২০২. **এছাড়াও** মৌজা ধানতলা, জে.এল. নং.৬৭, আর.এস. খতিয়ান নং ৭১৫ ও ১১৬, এল.আর. খতিয়ান নং ১৪০৯, ৪৪৬৫, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৭৭০, ৭৮২, ৭৮৩, ব্লক- রানাঘাট, পোস্ট অফিস ও থানা-ধনতলা, কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২০২।
অন্যান্য ঠিকানা ২১ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের উল্লিখিত ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে	

পূর্বোক্ত ঋণগ্রহীতারা উল্লিখিত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধক এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে তফসিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির দখল নিয়েছে (স্থাবর সম্পত্তি) উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নীচে এই ৭ তম জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে উল্লিখিত নিয়মগুলির ৮ বিধি সহ পড়ুন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধক বিশেষ করে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং স্থাবর সম্পত্তির সাথে যেকোন লেনদেন প্রফেক্টাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের চার্জ সাপেক্ষে হবে **মোট টাকা ২১.১০.২০২৪ তারিখে ৬৯,০০,৯২৯ (টাকা উনসত্তর লক্ষ ন'শো উনিশ মাত্র) বকেয়া** এবং এটি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার উপর আরও সুদ প্রদেয়।

'ঋণ গ্রহীতা'/'সহ-ঋণগ্রহীতা'/'জামিনদার'/'বন্ধকদের' দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সেড অ্যাক্টের ধারা ১৩(৮) এর বিধানগুলির প্রতি, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে খালাস করার জন্য।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

প্রায় ২৬.১৫২ শতক (ভৌতিক পরিমাপ অনুযায়ী ২৫ শতক) পরিমাপের সমস্ত অংশ এবং জমির অংশ আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ৭৭০, ৭৮২ এবং ৭৮৩ আর.এস. খতিয়ান নং ৭১৫ এবং ১১৬-এর অধীনে সম্পর্কিত এল.আর. খতিয়ান নং. ১৪০৯ এবং ৪৪৬৫ (পরচা অনুযায়ী) মৌজা ধানতলা, জে.এল. নং ৬৭, ধানতলা থানার অধীনে জেলা নদিয়া, কমলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায়।

সীমানা নিম্নরূপ- উত্তরে-নির্মল সাহার জমি, পূর্বে-পার্বতী মণ্ডল ও তাপস সাহার জমি, দক্ষিণে-১২' প্রশস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিমে-প্রদীপ মণ্ডলের জমি।

তারিখঃ ০৮.০১.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

শ্রী জয়ন্ত মন্ডল
অনুমোদিত অফিসার
প্রফেকটাস ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/LTG-HQ/KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE(E)/LTG/CMO/105/24-25** Name of the Work: **Repair & Replacement of Electrical Installations at various locations like MC (Corridor), OSD (Mayor) Office, MMIC(WBUES) Secretary Department, Health Department etc. of CMO Building, KMC.** Estimate Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **₹9,900.00**. Period of Completion: **15 days**.
2. NIT No.: **KMC/EE(E)/LTG/CMO/111/24-25** Name of the Work: **Supply & Installation of AC Machines at Central Laboratory (Food Lab) of HOGG Building, KMC.** Estimate Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: **₹6,500.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **16.01.2025 (2.00 p.m.)** (for Sl. No. 1) & **18.01.2025 (2.00 p.m.)** (for Sl. No. 2). The bid forms and other details are available on and from **08.01.2025 (2.00 p.m.)** (for Sl. No. 1) & **10.01.2025 (2.00 p.m.)** (for Sl. No. 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II/KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–
1. NIT No.: **LTG/236/V/Z-II/24-25** Name of the Work: **Renovation Work of Lighting System with Varous Decorative Light Fittings and other Electrical Works at Rani Rashmoni Ghat and other Areas under Br.-V.** Estimate Amount: **₹4,99,470.00.** Earnest Money: **₹10,000.00**. Period of Completion: **15 days**.
2. NIT No.: **LTG/237/V/Z-II/24-25** Name of the Work: **Renovation Works of PA System & CCTV arrangement system at Rani Rashmoni Ghat of River front site.** Estimate Amount: **₹1,99,575.00.** Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **20 days**.
3. NIT No.: **LTG/194/60/VI/Z-II/24-25** Name of the Work: **Renovation and Replacement of Park Lighting arrangement at different Park in Ward No. 60.** Estimate Amount: **₹3,86,968.37.** Earnest Money: **₹8,000.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **15.01.2025 up to 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **17.01.2025 up to 11.00 a.m.** (for Sl. No. 3). The bid forms and other details are available on and from **07.01.2025 at 6.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) & **08.01.2025 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2) & **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 3).

The **Executive Engineer (E)/Electricity-II, KMC** invites e-tender online quoted/percentage rate two bid system for the following work:–
1. NIT No.: **KMC/ELY/ESTM-146/24-25** Name of the Work: **Arrangement of 100 KVA, 3-Phase, LT Power supply to Facilitate Thermocol Processing Operation along with Shieting, Jointing, Endtermination of 50 SQ.MM Cable with allied Electrical Works at Dhapa Check Post under KMC.** Estimate Amount: **₹3,38,230.00.** Earnest Money: **₹7,000.00**. Period of Completion: **10 days**. Last date and time of submission of Bid: **16.01.2025, 6.00 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **07.01.2025, 4.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting/ Zone-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **LTG./391/WD-11/BR-II/Z-I/24-25** Name of the Work: **Installation of Lighting System at Entrance of Kirti Mitra Lane and Mohanbagan Lane and other Places within Ward No.-11.** Estimated Amount: **₹4,49,664.46** Earnest Money: **₹9,000.00**. Period of Completion: **10 days**.
2. NIT No.: **LTG/386/WD-11/BR-II/Z-I/24-25** Name of the Work: **Improvement of Lighting System at Shibdas Bhaduri Street and Raja Rajkrishna Street and other Places within Ward No.-11.** Estimated Amount: **₹2,49,518.16** Earnest Money: **₹5,000.00**. Period of Completion: **30 days**.
3. NIT No.: **LTG/357/WD-17/BR-II/Z-I/24-25** Name of the Work: **Installation of CCTV Camera System at Sadhak Ramprasad Uddan in Ward No.-17.** Estimated Amount: **₹4,29,376.25.** Earnest Money: **₹8,600.00**. Period of Completion: **10 days**.
4. NIT No.: **LTG/382/WD-16/BR-II/Z-I/24-25** Name of the Work: **Installation of CCTV Camera at KMCP School, Gorachand Bose Lane and surrounding area in Ward No.-16.** Estimated Amount: **₹2,99,468.03.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **10 days**.
5. NIT No.: **LTG/381/WD-16/BR-II/Z-I/24-25** Name of the Work: **Renovation of Lighting arrangement at CIT Park, Bidhan Sarani and different places in Ward No.-16.** Estimated Amount: **₹1,13,313.11.** Earnest Money: **₹2,400.00**. Period of Completion: **10 days**. Last date of submission of Bid: **18.01.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2), **20.01.2025 (12.00 noon)** (for Sl. No. 3 & 4) & **18.01.2025 (12.00 noon)** (for Sl. No. 5). The bid forms and other details are available on and from **07.01.2025 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2), **10.01.2025 (1.00 p.m.)** (for Sl. No. 3 & 4) & **07.01.2025 (1.00 p.m.)** (for Sl. No. 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (E)/LTG./Z-IV/BR-X, KMC** invites e-tender online, two part bid system for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/254/24-25** Name of the Work: **Supply and delivery of LED Fittings and Shahid Nagar, Selimpur and surrounding areas in Ward No.-92, Br-X.** Estimated Amount: **₹1,86,818.00.** Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **10 days**
2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-IV/BR-X/264/24-25** Name of the Work: **Renovation of St. Ltg. System at Telipara, Naskar Para, New Land, Station Road, Shahid Nagar in Ward No.-92, BR-X.** Estimated Amount: **₹2,61,546.57.** Earnest Money: **₹5,500.00**. Period of Completion: **20 days.** Last date and time of submission of Bid: **18.01.2025 up to 10.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **08.01.2025 from 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer(E)/Electricity/KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/Elect/Ely/Estm-35/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Supply and Installation of Additional CCTV Camera at Assessment Tribunal at HUDCO Building 6th Floor under KMC.** Estimate Amount: **₹1,52,486.05.** Earnest Money: **₹3,100.00**. Period of Completion: **15 days**.
2. NIT No.: **KMC/Elect/Ely/Estm-125/24-25 (1st Call)** Name of the Work: **Supply of Retrofit LED tube light for PD Department, IT Department, Civil Department and PMU Department at 48 Market Street KMC.** Estimate Amount: **₹2,57,786.34.** Earnest Money: **₹5,200.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **17.01.2025 up to 4.00 p.m**. (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **08.01.2025** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI/KMC** invites e-tender online two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE(E)/Z-VI/125/19/24-25** Name of the Work: **Repairing and Replacement Work of Park Lighting System at Dakshin para, Panch Masjid, Bhattacharjee Pally and Satyanarayan Pally Park in Ward No. 125.** Estimated Amount: **₹2,87,554.00.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **25 days**.
2. NIT No.: **KMC/EE(E)/Z-VI/125/20/24-25** Name of the Work: **Improvement of Park Lighting System at Pally Mongal Bhattacharjee Para and Dakshin Para Park in Ward No. 125.** Estimated Amount: **₹2,85,967.00.** Earnest Money: **₹6,000.00**. Period of Completion: **15 days**.
3. NIT No.: **KMC/EE(E)/Z-VI/144/19/24-25** Name of the Work: **Repairing and Renovation work of Park Lighting System at Babur Bagan areas in Ward No. 144.** Estimated Amount: **₹1,97,944.00.** Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of Bid: **16.01.2025 (6.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3).Technical bid Open date: **18.01.2025 (2.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **08.01.2025 (4.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer(E)/Ltg./Zone-III/KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/664** Name of the Work: **Improvement of Lighting System at Southend Park in Ward No.-90, Br.-VIII.** Estimated Amount: **₹3,99,440.30.** Earnest Money: **₹8,000.00**. Period of Completion: **20 days**.
2. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/663** Name of the Work: **Improvement of Lighting System at Lake Road and Gariahat Road in Ward No.-90, Br.-VIII.** Estimated Amount: **₹4,99,815.89.** Earnest Money: **₹10,000.00**. Period of Completion: **20 days**.
3. NIT No.: **KMC/LTG/Z-III/2024-2025/659** Name of the Work: **Repairing of Decorative Lighting System at D.L. Khan Road in Ward No.-71, under Br.-IX.** Estimated Amount: **₹1,94,978.48.** Earnest Money: **₹4,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **16.01.2025 (12.00 noon.)** (for Sl. No. 1 to 3). Bid opening date for Technical Proposals (Online): **16.01.2025 at 4.00 p.m**. (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **07.01.2025 at 4.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

1180/24-25

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে ভেসে আসছে রহস্যময় বেতার বার্তা!

মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে ভেসে আসছে অতি শক্তিশালী তথা রহস্যময় রেডিও সিগন্যাল। কিন্তু কী তার উৎস? কেউ জানেন না। তবে পরীক্ষা করে দেকা হচ্ছে বলে খবর। কীসের মাধ্যমে আর কেনই বা আসছে এই সিগন্যাল নিয়ে বিজ্ঞানীদের মনে প্রশ্ন উঠছে। উত্তর অনুসন্ধানে নিরন্তর গবেষণা চলেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, মহাশূন্যস্থিত একটি মহাজাগতিক বস্তু বা পদার্থ থেকে আসছে ওই রেডিও সিগন্যাল। অঙ্ক কষে বের করা গিয়েছে সেই নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানও। প্রতি ২.৯ ঘণ্টার ব্যবধানে আসছে সিগন্যাল, আর তার উস হল GLEAM-X J0704îÆ'37। মহাজাগতিক বস্তুটির এমনই নামকরণ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এত বেশি সময়ের ব্যবধানে এমন বেতারবার্তা মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বুকে ইতিপূর্বে কখনও ভেসে আসেনি। অস্ট্রেলিয়ার একটি লো-ফ্রিকোয়েন্সি রেডিও টেলিস্কোপ মারচিসম-ওয়াইডফিল্ড অ্যারে থেকে পুরনো তথ্য খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেই প্রকাশ্যে এসেছে ওই মহাজাগতিক পদার্থটির অস্তিত্ব। তবে আরও বিশদে এটির সম্বন্ধে জানতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার মিরক্যাট রেডিও টেলিস্কোপের। আপাতত যেটুকু তথ্য মিলেছে, তা অনুযায়ী এই নামের মহাজাগতিক পদার্থটির অবস্থান ছায়াপথে। তবে এটি যে কোনও ' (প্রচণ্ড চৌম্বকীয় শক্তিসম্পন্ন এক ধরনের নিউট্রন নক্ষত্র) নয়। বরং বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এর উদ্ভবের পিছনে বামন নক্ষত্রও থাকতে পারে। তবে এই নিয়ে আরও তথ্য পেতে হলে আরও বিশদে গবেষণা করা ছাড়া অন্য

কোনও পথ নেই বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। তবে এই উদ্ভাবনের ফলে মহাশূন্যের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে থাকা মহাজাগতিক নানাবিধ কর্মকাণ্ডের যে সূত্র মিলতে পারে, পাওয়া যেতে পারে নানা অজানা তথ্যের খোঁজ- সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা সহমত।

কিছুদিন আগেই বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন বিরাট এক জলাশয়! যা পৃথিবীর বুকে থাকা সব মহাসাগরের জলের থেকে ১৪০ লক্ষ কোটি গুণ বেশি। ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত সেই জলাশয় ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রবল কৌতূহল। প্রশ্ন উঠছে, কোথায় অবস্থিত সেই জলাশয়? এটি একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের পাশেই অবস্থিত। এপিএম ০৮২৭৯৫২৫৫ নামের ওই কৃষ্ণগহ্বর সূর্যের চেয়ে ২ হাজার কোটি বড়! প্রসঙ্গত, সেখান থেকে আসতে থাকা আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে লাগে ১২০০ কোটি বছর। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের জন্মের অব্যবহিত পরই যে আলো রওনা দিয়েছে, এখন সে পৃথিবীতে পৌঁছচ্ছে! এই বিপুল দূরত্বের এক জগতের অতি বৃহ জলাশয়ের অস্তিত্ব ঘিরে বিজ্ঞানীরা প্রবল উৎসাহী। নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির এক বিজ্ঞানী, ম্যাট ব্র্যাডফোর্ডের নেতৃত্বে একটি দল এই নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। ব্র্যাডফোর্ড জানাচ্ছেন, এর থেকে ইঙ্গিত মিলছে, জল মহাবিশ্ব জুড়েই বিস্তৃত। এমনকী তার প্রাথমিক পর্যায়েও সেখানে জল ছিল। মহাকাশের অনন্ত বিস্ময় ব্ল্যাক হোল। মহাজাগতিক খিদে তাদের। ব্ল্যাক হোলের গঠন ও চরিত্রকে আরও নিখুঁত ভাবে জানতে সারা পৃথিবীতেই কাজ করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। মিলছে নিত্যনতুন তথ্য। এর আগে বিজ্ঞানীরা দাবি করেছিলেন মহাকাশে বিপুল সুনামি তৈরি করে ফেলতে পারে ব্ল্যাক হোল।

গঙ্গাসাগরের দূষণ নিয়ে মেলার আগে বাড়ছে দুশ্চিন্তা

গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে সকলেরই উৎসাহ থাকে। এবার কিন্তু সেই মেলা নিয়ে উৎসাহের থেকে চিন্তা বাড়ছে। কারণ দূষণ। জানা গিয়েছে, মেলার আগে গঙ্গাসাগরের পরিবেশ নিয়ে চিন্তা বাড়ল। বায়ুদূষণের মাত্রা সেখানে মারাত্মক বলে মনে করা হচ্ছে। গত সোমবার সকালে গঙ্গাসাগরে দূষণ নিয়ন্ত্রক বোর্ডে দেখা গিয়েছে, এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স অর্থাৎ দূষণের মাত্রা ২৩৮। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৪-এ। এই মাত্রা ২৫০ পেরলেই বলা হয়, পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। গঙ্গাসাগর সে পথেই এগোচ্ছে বলে আশঙ্কা পরিবেশবিদদের। কলকাতাকেও টেক্কা দিয়েছে দূষণমাত্রা।

বাতাসের মান সাধারণত যে সূচকের মাধ্যমে মাপা হয, তা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স। সাধারণত শূন্য থেকে পঞ্চাশের মধ্যে থাকলে তা স্বাস্থ্যকর, অর্থাৎ 'গ্রিন জোন' বলে চিহ্নিত করা হয় সেই এলাকাকে। এখানে দূষণের কোনও ঝুঁকি থাকে না। হলুদ জোনে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স থাকে ৫১ থেকে ১০০-র মধ্যে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য সামান্য ঝুঁকি থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা তেমন বিপজ্জনক নয়। এর পরে রয়েছে অরেঞ্জ জোন। এক্ষেত্রে AQI ১০১ থেকে ১৫০। ১৫১ থেকে ২০০ হল রেড জোন। আর ২০১ থেকে ৩০০-র মধ্যে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স থাকলে তা পার্পল জোন। অর্থাৎ এখানে বায়ুর মান খুব খারাপ বলে চিহ্নিত।

এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স অনুযায়ী জানতে পারা গিয়েছ, গঙ্গাসাগর এখন রয়েছে পার্পল জোনে। যাকে বলা হচ্ছে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই সময় কিন্তু শব্দ দূষণের মাত্রা গঙ্গাসাগরে ছিল নিয়ন্ত্রণে। সেখানে শব্দ দূষণের সূচক বলছে, ৩৯ ডেসিবেল। প্রশাসন মেলার মাঠে দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয় নিয়ে প্রথম থেকেই ছিল সক্রিয়। প্রত্যেকদিন মাইকে করে ঘোষণা করা হয়, তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয় মেলা প্রাঙ্গণে আগুন জ্বালাবেন না। পরিবেশ দূষণ ছাড়াও এতে বিপদের ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। দূষন নিয়ে সকলকেই সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে বলে প্রশানের তরফে জানতে পারা গিয়েছে।

ট্রুডোর ইস্তফায় উত্তরসূরির খোঁজে দল, সামনের সারিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনিতা

৭ জানুয়ারি ঃ ভারত-বিদ্বেষ এবং ' প্রেমের' দায়ে দলের অন্দরে

কোণঠাসা জাস্টিন ট্রুডো কানাডার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা ঘোষণা করেছেন। এরপরেই ক্ষমতাসীন দলের অন্দরে ট্রুডোর উত্তরসূরি নির্বাচন নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। কানাডার সম্ভাব্য নয়া প্রধানমন্ত্রীর তালিকায় উপর দিকে রয়েছেন সে দেশের বর্তমান পরিবহণ মন্ত্রী ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনিতা আনন্দ। সোমবার ট্রুডো যেমন প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়ার কথা জানিয়েছেন, তেমনই ক্ষমতাসীন জোটের প্রধান দল লিবারেল পার্টির পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অফ কমন্সের দলনেতার পদও ছাড়ছেন বলে ঘোষণা করেছেন। আপাতত, পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর নাম ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত কার্যনির্বাহী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালাবেন তিনি। গতকালই তিনি আরও জানান, আগামী ২৪ মার্চের মধ্যে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচন করবে দল। এই ক'দিন স্থগিত থাকবে সংসদের অধিবেশন।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, গত পাঁচ বছরে কানাডার রাজনীতিতে প্রভাবশালী মুখ হয়ে উঠেছেন অনিতা আনন্দ। পরিবহণ দপ্তর সামলানো ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে জনসেবা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, কোষাগার বোর্ডের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তামিল বাবা, পাঞ্জাবি মায়ের সন্তান ৫৭ বছরের অনিতা অক্সফোর্ডের পড়ুয়া। ২০১৯ সালে ওকভিলে সাংসদ নির্বাচিত হতেই ট্রুডো মন্ত্রিসভার সদস্য হন। উল্লেখ্য, অনিতা ছাড়াও কানাডার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন মেলাইন জলি, ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড, মার্ক কার্নি, ফ্রাঙ্কোইস-ফিলিপ শ্যাম্পেন প্রমুখ।

ট্রুডোর ইস্তফার পরই ট্রাম্পের মন্তব্যে শোরগোল

৭ জানুয়ারি ঃ ৫১ তম অঙ্গরাজ্য হোক কানাডা', প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর ইস্তফার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিবেশী দেশকে এমনই প্রস্তাব দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। হবু মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন বার্তা প্রকাশ্যে আসতেই বিশ্ব রাজনীতিতে শোরগোল শুরু হয়েছে। কানাডা আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হলে কী কী সুবিধা তারা পাবে সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। সোমবার ট্রুডো পদত্যাগ করার পর সোশাল মিডিয়ায় কানাডাকে বার্তা দেন ডোলান্ড ট্রাম্প। তিনি লেখেন, 'কানাডার জনগণ চান তাঁদের দেশ যেন আমেরিকার ৫১তম অঙ্গরাজ্য হয়ে ওঠে। কানাডাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে বিরাট বাণিজ্য ঘাটতি এবং ভর্তুকি দেওয়া দরকার তা আমেরিকা আর সহ্য করতে পারে না। জাস্টিন ট্রুডো এটি জানেন এবং সেই জন্যই তিনি পদত্যাগ করেছেন।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, ' যদি আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে তাদের কোনও বাণিজ্য শুল্ক দিতে হবে না। করের পরিমাণ অনেক কমে যাবে। এছাড়া চিন ও রাশিয়ার জাহাজ কানাডাকে সর্বদা ঘিরে রাখে। আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হলে পূর্ণ নিরাপত্তা পাবে কানাডা। একত্রে আমরা এক মহান দেশ হয়ে উঠব।'

উল্লেখ্য, এর আগে গত নভেম্বর মাসে কানাডাকে একই প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। ট্রুডো সাক্ষাতের পর সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দিয়ে জানিয়েছিলেন, কানাডা চাইলে আমেরিকার অঙ্গরাজ্য হতে পারে। যদিও ট্রুডো সে প্রস্তাব খারিজ করেছিলেন। এমনকি ২০১৭-২০২১ সাল পর্যন্ত ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে থাকাকালীন ট্রুডোর সঙ্গে তাঁর খুব একটা সুসম্পর্ক ছিল না। ট্রাম্পের তরফে কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়েছিল কানাডা সীমান্ত থেকে অবৈধ মাদক ও অবৈধ অভিবাসীদের পাঠানো বন্ধ না করলে কানাডার পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। তবে প্রেসিডেন্ট পদে বসার আগেই ট্রাম্পের এহেন বার্তা এই প্রথমবার নয়। চিনা অধিপত্য বাড়ার অভিযোগ তুলে কিছুদিন আগেই পানামা খালের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দখলে নিয়ে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। পাশাপাশি ডেনমার্কের কাছ থেকে গ্রিনল্যান্ডও নিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি। এবার ট্রুডো বিদায়ের পর ট্রাম্পের তরফে কানাডাকে আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিল বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। এখন দেখা যাক ভবি,তে কি হয়।

অন্য দেশের রাজনীতিতে নাক গলাচ্ছেন মাস্ক!

৭ জানুয়ারি ঃ আর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে মার্কিন মসনদে বসবেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই প্রশাসনের সদস্য হবেন ধনকুবের এলন মাস্ক। তার আগেই এক্সের মালিকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গহর স্টোর। তাঁর দাবি, মার্কিন মুলুকের বাইরেও, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে নাক গলাচ্ছেন মাস্ক। নরওয়ের সরকারি সম্প্রচারকারী মাধ্যম এনআরকে-তে কথা বলার সময় স্টোরকে বলতে শোনা গিয়েছে, এক ব্যক্তি যাঁর সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রভাব এবং প্রভূত অর্থনৈতিক সম্পদ রয়েছে, তাঁর এভাবে সরাসরি অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোটা আমার কাছে উদ্বেগজনক মনে হচ্ছে। কোনও গণতন্ত্রে এবং মিত্রশক্তির মধ্যে এমন কিছু হওয়া উচিত নয়। সেই সঙ্গেই তাঁর হুঁশিয়ারি, যদি মাস্ক নরওয়ের রাজনীতিতে নাক গলান তাহলে সেদেশের রাজনীতিকরা এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে সম্মিলিত ভাবে দূরে থাকবেন। আগামী মাসেই জার্মানিতে জাতীয় নির্বাচন। তার আগেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাস্ক একটি জার্মান অভিবাসন-বিরোধী, ইসলাম-বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেছেন। পাশাপাশি ব্রিটিশ রাজনীতি নিয়েও সম্প্রতি মন্তব্য করেছিলেন তিনি। আমেরিকার নতুন প্রশাসনে বড়সড় পদ পেয়েছেন বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি। নির্বাচনী প্রচারেও বাইডেনকে বিঁধে বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতারই জয়ধ্বনি দিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকেই। ছিল ট্রাম্পের স্লোগান। আর সেই স্লোগান একসঙ্গে তুলতে দেখা গিয়েছিল ট্রাম্প-মাস্ককে। কিন্তু আমেরিকায় পালাবদলের পর আচমকাই অন্য দেশের রাজনীতিতেও নাক গলাতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে কার্যতই হুঁশিয়ারির সুর নরওয়ের।

গুম-বিচার বহির্ভূত হত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ৬ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ ১৫ বছরে বলপূর্বক গুমও বিচার বহির্ভূত হত্যার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রীও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল।এছাড়া এরই মধ্যে অন্য অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে কারাবন্দি বরখাস্ত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানকে আজকের অভিযোগে আগামী ১২ফেব্রুয়ারি ট্রাইব্যুনালে হাজির করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আজ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বে বিচারিক প্যানেল শেখ হাসিনাওতার সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক এবং সাবেক আইজিপি বেনজির আহমেদসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। এছাড়া একই অভিযোগে বরখাস্ত মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানকে দেখানোর আবেদন করা হয়। এরপর ট্রাইব্যুনাল আদেশ দেন। এসময় ট্রাইব্যুনালে গুমের শিকার ব্যাক্তিও পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে পদত্যাগ করে ৫ আগস্ট দেশ থেকে পালিয়ে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে টানা প্রায় ১৬ বছরের শাসনের পতন হয়। গত জুলাই-আগস্টে গড়ে ওঠা ছাত্র-জনতার আন্দোলন নির্মূলে আওয়ামী লীগ সরকার, দলীয় ক্যাডার ওসরকারের অনুগত প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি অংশ গণহত্যাও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠিত করে। জাজ্জ্বল্যমান এই অপরাধের বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে।

২০২৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭৬ শতাংশ ক্যাপেক্স পুঁজি ব্যবহার করেছে ভারতীয় রেলওয়ে

মালিগাঁও, ০৭জানুয়ারিঃ চলতি অর্থবর্ষ ২০২৪-২৫-এ ভারতীয় রেলওয়ে মূলধন ব্যয়ের (ক্যাপেক্স) ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় সহ ভালো অগ্রগতি লাভ করেছে। এর মাধ্যমে, রেলওয়ে ইতিমধ্যে বরাদ্দ মূলধনের ৭৬ শতাংশ ব্যবহার করেছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের তুলনায় ৪৮৭৫ কোটি টাকা অধিক।ট্রেনের চলাচল সহজ করার জন্য, উন্নত যাত্রী অভিজ্ঞতা প্রদান করতে এবং সুরক্ষিত রেল নেটওয়ার্ক নিশ্চিত করতে ভারতীয় রেলওয়ে বিশাল মূলধন বিনিয়োগ করেছে। নতুন লাইন, গজরূপান্তর, ডাবলিং, পরিবহন সুবিধার কাজ, রেলওয়ে বৈদ্যুতিকীকরণের মতো ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি রেলওয়ে স্টেশন গুলির আধুনিকীকরণ, পণ্যবাহী টার্মিনাল এবং অন্যান্য পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন বিষয়গুলিতে মুখ্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ ভাবে সুরক্ষামূলক কাজ

গুলিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে সুরক্ষা সংক্রান্ত ক্যাপেক্সের ৮২ শতাংশ ইতিমধ্যে অর্থবর্ষের প্রথম নয় মাসে ব্যয় করা হয়েছে। অন্যান্য রেলওয়ে জোনগুলির পাশাপাশি এই প্রচেষ্টায় উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়েও এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইতিমধ্যে, বিভিন্ন খাতে উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ে ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজের জন্য বরাদ্দ ক্যাপেক্স পুঁজির ৯৯.২৪ শতাংশ ব্যবহার করেছে। এর মধ্যে, ডাবলিং কাজের জন্য পুঁজির ৭৫.৫১ শতাংশ এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজের পুঁজির ৬০.৭৮ শতাংশ ইতিমধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। নতুন রোড ওভারব্রিজও আন্ডার ব্রিজ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ পুঁজির ৭১.৪৩ শতাংশ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ব্রিজ সম্পর্কিত কাজের পুঁজির ৭১.৯৬ শতাংশ ফলদায়ক ভাবে ব্যয় করা হয়েছে। রেলওয়ের গুরুত্বপূণ 'সম্পদ তৈরি করতে মূলধন ব্যয় প্রয়োজন, যা শুধু সুরক্ষা, দক্ষতা ও যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করবে না, বরং তার পাশাপাশি অর্থনীতির উপর একাধিক ফলপ্রসূ প্রভাব ফেলবে এবং চাহিদা, উপার্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

ঝুসি-প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশনের মধ্য বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ৭ জানুয়ারী ঃ প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিতব্য মহা কুম্ভ মেলা উপলক্ষে ভক্ত যাত্রীদের সুবিধার্থে, ঝুসি-প্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশনের মধ্য দিয়ে যাওয়া নিম্নোক্ত ট্রেনগুলিকে ০৫ মিনিটের জন্য ঘুসিপ্রয়াগরাজ রামবাগ স্টেশনে থামানো হবে। কুম্ভ মেলার সময় রেল প্রশাসন অস্থায়ী থাকার ব্যবস্থা করবে।- ২২৫৮১ বালিয়া-নিউদিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ১৪, ১৫, ২৮ এবং ২৯ জানুয়ারী বালিয়া থেকে এবং ০৪, ০৫, ১১, ১২, ২৫ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ঘুসি স্টেশনে ০০.৫০ টায় পৌঁছাবে এবং ০০.৫৫ টায় ছাড়বে।- ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ এবং ৩১ জানুয়ারি এবং ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১০ তারিখে জয়থকে , ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১১০৬২ জয়নগর-লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ এ চলমান ঘুসি স্টেশনে ০২.১২ টায় পৌঁছাবে এবং ০২.১৭ টায় ছাড়বে।- ২২৪২৭ বালিয়া-আনন্দ বিহার টার্মিনাস এক্সপ্রেস বালিয়া থেকে ১২ ও ২৬ জানুয়ারী এবং ০২, ০৯ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ ঘুসি স্টেশনে পৌঁছাবে ০৩.০০ টায় এবং ০৩.০৫ টায় ছাড়বে।- ১১০৩৪ দারভাঙ্গা-পুনে এক্সপ্রেস ১০, ১৭ এবং ৩১ জানুয়ারী এবং ১৪ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে দারভাঙ্গা থেকে চলমান ০৬.০০ এ ঝুসি স্টেশনে পৌঁছাবে .এবং ০৬.০৫ এ ছাড়বে।- ১৫২৬৭ রাক্সৌল-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস ১১ এবং ২৫ জানুয়ারী এবং ০১, ০৮ এবং ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ এ রাক্সৌল থেকে ছুটবে এবং ০৬.০০ এ ঘুসি স্টেশনে পৌঁছাবে এবং ০৬.০৫ এ ছাড়বে।- ১৫৫৫৯ দারভাঙ্গা-আমেদাবাদ এক্সপ্রেস ১৫ এবং ২৯ জানুয়ারী এবং ০৫, ১২ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে দারভাঙ্গা থেকে ছুটবে এবং ০৬.০০ এ ঘুসি স্টেশনে পৌঁছাবে এবং ০৬.০৫ এ ছাড়বে।- ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ এবং ৩১ জানুয়ারী এবং ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ১০ তারিখে জয়নগর থেকে , ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১২৫৬১ জয়নগর-নতুন দিল্লি স্বাধীন সেনানি এক্সপ্রেস ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ এ চলমান ০৬.৩০ এ ঝুসি স্টেশনে পৌঁছাবে এবং ০৬.৩৫ এ ছাড়বে।- গোরক্ষপুর থেকে ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ এবং ৩১ জানুয়ারি এবং ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৯, ০১ তারিখে , ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫০০৪ গোরখপুর-কানপুর আনোয়ারগঞ্জ .

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক আইডিএফসি ফার্স্ট একাডেমি চালু করেছে

৭ জানুয়ারি ঃ আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক আইডিএফসি ফার্স্ট একাডেমি চালু করার ঘোষণা দিতে পেরে গর্বিত। এটি একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে একটি ব্যাপক আর্থিক সাক্ষরতা উপলব্ধ করার উদ্যোগ। এই একাডেমি আর্থিক সাক্ষরতা বাড়ানোর জন্য ব্যাঙ্কের লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে, যা ব্যক্তিদের তাদের আর্থিক বিষয়গুলি আরও ভালভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম করে। অংশগ্রহণকারীরা সহজেই ডেস্কটপ বা মোবাইলের ব্রাউজারে https:www. idfcfirsta-cademy.com -এ আইডিএফসি ফার্স্ট একাডেমির কোর্সগুলি অ্যাক্সেস করতে পারবেন। আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের জন্য, এটি মোবাইল ব্যাঙ্কিং অ্যাপেও উপলব্ধ। আইডিএফসি ফার্স্ট একাডেমি জটিল আর্থিক বিষয়গুলিকে সহজে বোঝা যায় এমন বাইট সাইজ মডিউলগুলিতে সরলীকৃত করেছে। দ্রুত এবং কার্যকর শেখার জন্য এটিতে সহজ ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা ডিজাইন করা সামগ্রী রয়েছে। তার সাথে এটিতে বিভিন্ন ধরনের লার্নিং স্টাইলসের জন্য ব্লগ, ভিডিও এবং ইন্টারেক্টিভ কুইজ রয়েছে। এটিতে রয়েছে রিয়েল ওয়ার্ল্ড সেনারিওর ওপর ভিত্তিক একটিভিটিস যা ব্যবহারিক বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য অন্তর্ভুক্ত করে। অবশেষে, অংশগ্রহণকারীর শেখার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এটির সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম রয়েছে।

Name Change

I, Sarba Mukherjee (old name) wife of Jayanta Mukherjee, residing at D-06/303, Peerless Nagar, B.T. Road, Panihati, North 24 Pgs, Pin- 700114, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sarba Mitra (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 07/01/2025. Sarba Mitra (new name) and Sarba Mukherjee (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, MANOARA BIBI (Old Name) W/O RAFIKUL ISLAM MONDAL Residing at Mahammadpur Kadampukur, P.O.- Kadampukur, P.S.-Rajarhat, District - North 24 Parganas, Pin - 700135 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MANOWARA BIBI (New Name) as declared before the Judicial Magistrate at Calcutta vide affidavit Dated 12-12-2024. MANOARA BIBI (Old Name) and MANOWARA BIBI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Naresh Kumar,son of Ramlakhan Upadhyay, residing at Harijan Basti, 2 No. Airport Gate, Jashor Road, Italgacha Dum Dum (M), North 24Pgs, Pin- 700079, West Bengal, INDIA,shall henceforth be known as Rajesh Upadhyay vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 07/01/2025.That Naresh Kumar and Rajesh Upadhyay both are the same and one identical person.

Name Change

I ARIFA BIBI,W/O HASIBUR RAHAMAN MOLLA,R/O UTTAR HIRAPUR DAKSHIN HIRAPUR,PO-ULUBERIA,HOWRAH-711315,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARIFA BEGAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/01/2025,THAT ARIFA BIBI AND ARIFA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SK NURUDDIN & NURUDDIN,SON OF SEK ASRAUDDIN,RESIDING AT UTTAR DARUA,CONTAI,EAST MEDINIPUR - 721401.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEK NURUDDIN VIDE AN AFFIDAVIT NO 42 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/12/2024.THAT SK NURUDDIN & NURUDDIN ALSO SEK NURUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ZAHIDA CHHUTANI,WIFE OF RAFIQUE CHHUTANI, RESIDING AT 93B,RIPON STREET,PARK STREET, KOLKATA - 700016,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ZAHEDA CHHUTANI VIDE AN AFFIDAVIT NO 23 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/01/2025.THAT ZAHIDA CHHUTANI AND ZAHEDA CHHUTANI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Birandra Kr Kunwar & Birendra Kunwar (old names) son of Hari Narayan Kunwar, residing at 107, Adhar Das Road, P.O.- Budge Budge, Diamond Harbour, Pin- 700137, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Birendra Kumar Kunwar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 07/01/2025. Birendra Kumar Kunwar (new name) and Birandra Kr Kunwar & Birendra Kunwar (old names) all are same and identical person.

Name Change

I,GROHON MARAK(OLD NAME), S/O LATE GINJENG SANGMA, RESIDING AT 104, DANA NGGRE, SONGGIT CHAM, RONGRAM, DIST-WEST GARO HILLS,PIN-794002, MEGHALAYA,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GROHON B MARAK(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2025.GROHON MARAK (OLD NAME) AND GROHON B MARAK (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,ABU NAYEEM SHAIKH(OLD NAME), S/O LATE PIAR MOHAMMAD SHAIKH @ SK PEAR MOHAMMAD,RESIDING AT VILL-NARAYAN PAKURIA, PO- NAMALBARH,PS - KOLAGHAT, DIST-PURBA MEDINIPUR,PIN-721151,WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABU NAYEEM (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/01/2025.ABU NAYEEM SHAIKH(OLD NAME) AND SK ABU NAYEEM (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Shanti Addi (old name) wife of Radha Nath Addy, residing at Rabindrapally, P.O. & P.S.- Khardah, Barrackpore, Dist- North 24 Parganas, Pin- 700117, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shanti Addy (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 07/01/2025. Shanti Addy (new name) and Shanti Addi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, MANORANJAN PAUL resident of 25/1/H/5, B.T. Road, P.S. Chitpur, Cossipore, Kolkata-700002 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my & my father's actual name MANORANJAN PAUL S/o PANCHANAN PAUL instead of MONORANJAN PAL S/o P. PAL which is wrongly recorded in my Indian Union Driving License no. WB0119880450268, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Calcutta on 06/01/2025. MANORANJAN PAUL S/o PANCHANAN PAUL and MONORANJAN PAL S/o P. PAL all are same and one identical person.

Name Change

I, MAHBOOB AKHTAR,SON OF HAJI INTIZAMUDDIN, RESIDING AT 10 PHEARS LANE ,PO BOWBAZAR, KOLKATA-700012,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MEHBOOB AKHTAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE KOLKATA ON 07/01/2025.THAT MAHBOOB AKHTAR AND MEHBOOB AKHTAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Naina,daughter of Rajesh Upadhyay, residing at Harijan Basti, 2 No. Airport Gate, Jashor Road, Italgacha Dum Dum (M), North 24Pgs, Pin- 700079, West Bengal, INDIA,shall henceforth be known as Naina Upadhyay vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 07/01/2025.That Naina and Naina Upadhyay both are the same and one identical person.

Name Change

I, Rakesh Kumar Agarwal (Old Name) S/o Shankar Lal Agrawal Residing at BN-1, Shahid Bagha Jatin Sarani, Near Rangan Guest house, Sec - 2A, Bidhannagar, Durgapur (M Corp), Bidhannagar - 713212 West Bengal India shall henceforth be known as Rakesh Kumar Agrawal (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit no 16/2025 Dated 07-01-2025. Rakesh Kumar Agarwal (Old Name) and Rakesh Kumar Agrawal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nandita Datta W/o Som Nath Dutta Residing at 8, Singhi Lane, P.o - Beadon Street, P.s - Girish Park, District - Kolkata, Pin- 700006 West Bengal India shall henceforth be known as Nandita Dutta. I declare that Nandita Datta and Nandita Dutta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-01-2025.

Name Change

I, RAFIKUL ISLAM (Old Name) S/O ABDUL AZIZ MONDAL Residing at Mahammadpur Kadampukur, P.O.- Kadampukur, P.S.-Rajarhat, District - North 24 Parganas, Pin - 700135 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RAFIKUL ISLAM MONDAL (New Name) as declared before the Judicial Magistrate at Calcutta vide affidavit Dated 12-12-2024. RAFIKUL ISLAM (Old Name) and RAFIKUL ISLAM MONDAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Som Nath Datta S/o Late Baidya Nath Datta Residing at 8, Singhi Lane, P.o - Beadon Street, P.s - Girish Park, District - Kolkata, Pin- 700006 West Bengal India shall henceforth be known as Som Nath Dutta. I declare that Som Nath Datta and Som Nath Dutta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07-01-2025.

নাম পরিবর্তন

আমি Sanjoy Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Late Harendra Mondal ঠিকানা Vill+P.o - Ballavpur, P.s - Bongaon, District- 24 Pgs(N), Pin- 743245, West Bengal India Ld. Addl Chief Judicial Magistrate (First Class) at Bongaon North 24 Parganas Dated 02-01-2025 এর Affidavit no 44 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sanjay Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sanjay Mondal (নতুন নাম) ও Sanjoy Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Sanjoy Nandy alias Sanjay Nandi (পুরাতন নাম) পিতা Rakhal Nandy ঠিকানা 267 Prafulla Nagar, Kamarhati(M), Belgharia, District - 24 Pgs(N), Pin - 700056 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 07-01-2025 এর Affidavit no 15/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sanjay Nandy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sanjay Nandy (নতুন নাম) ও Sanjoy Nandy, Sanjay Nandi (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Nirmal Ghosh (old name) son of Late Kanai Lal Ghosh Bachhar, residing at Vill: Bachar Para, Chandpur, P.S – Rajarhat, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nirmal Ghosh Bachhar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 02/01/2025. Nirmal Ghosh (old name) and Nirmal Ghosh Bachhar (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Radha Nath Addi (old name) son of Indra Narayan Addy, residing at Rabindrapally, P.O. & P.S.- Khardah, Barrackpore, Dist- North 24 Parganas, Pin- 700117, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Radha Nath Addy (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 07/01/2025. Radha Nath Addy (new name) and Radha Nath Addi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, APARNA KAYAL,WIFE OF DEBASHIS SINHA, RESIDING AT 158/1 SWIN HOE LANE,PO KASBA ,KOLKATA-700042,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APARNA KAYAL SINHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/01/2025.THAT APARNA KAYAL AND APARNA KAYAL SINHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

ব্রাউন সুগারের নেশায় আসক্ত রাজগঞ্জের যুবকরা, প্রশ্নের মুখে পুলিশ প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, রাজগঞ্জ, ৭ জানুয়ারি ঃ ব্রাউন সুগারের নেশায় আসক্ত রাজগঞ্জের যুবকরা, প্রশ্নের মুখে পুলিশ প্রশাসন? করে মুখ তুলে তাকাবে এই প্রশাসন। দিন যাচ্ছে যত উন্নতি হচ্ছে তত ধ্বংসের মুখে যেতে চলেছে যুব সমাজের ছেলেমেয়েরা। বিভিন্ন নেশায় আসক্ত হচ্ছে ছেলেমেয়েরা। বিশেষ করে মারাত্মক নেশায় পরিণত হয়েছে ব্রাউন সুগার ও গাঁজার নেশা। রাজগঞ্জ ব্লকের রাজগঞ্জ থানা সংলগ্ন এলাকায় এই নেশাখোরদের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। এলাকাবাসী থেকে শুরু করে নেতা নেতৃত্বরা সকলেই এর জন্য দায়ী করছেন পুলিশ প্রশাসনকেই। আর নীরব দর্শকের ভূমিকা রয়েছে প্রশাসন। রাজগঞ্জ বাজার ব্যবসায় সমিতির সম্পাদক জানান দীর্ঘ বছরার থানা পুলিশকে জানিয়ে কোন কাজ হয়নি। কারণ তারা কোনোরকম সেসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিচ্ছে না। যদি এভাবে চলতে থাকে তবে যুবসমাজ ধ্বংস হতে চলেছে। এলাকায় চলা দূর সহায় হয়ে উঠবে। আর এই ব্রাউন সুগারের নেশাতে আসক্ত হয়ে কম বয়সী যুবকরা নানান দুষ্কর্ম করে বেড়াচ্ছে। আমরা দীর্ঘ বার প্রশাসনকে জানিয়েছি কিন্তু তারা কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। ব্যবসায় সমিতির সম্পাদক জানান এই নেশায় আসক্ত হয়ে সমাজকে ধ্বংস করছে যুবকরা। এখনো সময় আছে পুলিশ যদি সঠিকভাবে ব্যবস্থা নেয় তবে হয়তো কিছুটা শুধরানো যাবে নয়তো এই সুন্দর রাজগঞ্জ ব্লকে চুরি- ডাকাতি ছিনতাই এর পরিমাণ আরও বাড়বে। প্রশাসনকে দীর্ঘবার জানিয়েছি কিন্তু তারা সঠিকভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে না। নিচ্ছে না কোন ব্যবস্থা। যে সমস্ত এলাকা থেকে এই ব্রাউন সুগার গাঁজা জাতীয় নেশা দ্রব্য আছে সে সমস্ত জায়গায় প্রশাসন তাদের সোর্স লাগে খুব দ্রুত তাদের গ্রেপ্তার না করলে হয়তো একদিন কালে এই রাজগঞ্জ ধ্বংসের মুখে চলে যাবে। রাজগঞ্জ ব্লক জুড়েছে নেশার কারবার চলছে সে কথা স্বীকার করে নিয়েছে তৃণমূল রে রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম ব্যানার্জি তিনি বলেন শুধু রাজগঞ্জ থানার চত্বরে না রাজগঞ্জ ব্লক জুড়ে এই মারাত্মক নেশায় আসক্ত হয়েছে হাজার হাজার যুবক। দীর্ঘ বার আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি কিন্তু কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। নেশায় আসক্ত হয়ে বহু যুবক নানান দুষ্কর্ম করেছে। আমরা বেশ কয়েকজন যুবককে রুমে রেখে শুশ্রূষা করেও নিয়ে এসেছি। অনেক ভালো ভালো খেলোয়াড় এই নেশার পড়ে শেষ হয়ে গেছে। আমরা দীর্ঘ বার পুলিশকে আবেদন জানিয়েছি তবে কোন কাজ হয়নি। আদৌ কি কাজ হবে সেই নিয়ে চিন্তায় রয়েছি?

সিধাবাড়ি এলাকায় আবারও বুনো হাতির তাণ্ডব

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার শালকুমার ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার দুটি বাড়িতে ভোর ৩ টা নাগাদ জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের একটি বুনো হাতি এসে প্রায় ঘণ্টাখানেক তাণ্ডব চালায়। বিগত কয়েকদিন থেকেই জলদাপাড়া অভয়ারণ্য লাগোয়া নিকটবর্তী এলাকা গুলিতে বুনো হাতি তাণ্ডব চালাচ্ছে। বনকর্মীরা যদিও রাত্রে হাতি তাড়ানোর জন্য ডিউটি করে চলেছে তবুও কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েই যাচ্ছে। কারণ সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারছে না বনকর্মীরা এর ফলে অনেকেরই বাড়ি ঘরের ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এদিকে যাদের যাদের বাড়ি ঘরের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেকেই আবার বনকর্মীদের উপর অনেকটাই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। খবর লেখা পর্যন্ত সিধাবাড়ি এলাকার খোকারাম বর্মনের বাড়ি ও নির্মলা মন্ডলের বাড়িতে বনকর্মীরা কেউ আসেনি। বুনোহাতি বাড়িতে তাণ্ডব চালানোর সম্পর্কে খোকারাম বর্মন ও নির্মলা মন্ডল কাছে জানতে চাইলে তারা কি বললেন শুনে নেওয়া যাক।

রামপুরহাটে উদ্ধার বিপুল বিস্ফোরক

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৭ জানুয়ারি ঃ বীরভূমের রামপুরহাটের জঙ্গলে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক। রামপুরহাট থানার অন্তর্গত হস্তিকাঁদা গ্রামের কাছে জঙ্গলের ভিতর থাকা পুরোনো পরিত্যক্ত একটি ঘরে ওই বিস্ফোরক মজুত ছিল। মঙ্গলবার সকালে জেলা এনফোর্সমেন্টের বিশাল বড় দল সেখানে হানা দেয়। ২০ হাজার ডিটোনেটর ও ১৫ হাজার জিলেটিন স্টিক উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের বিশাল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। জঙ্গলের ভিতরে একটি ছোট পরিত্যক্ত ঘরের ভিতর পেটির পর পেটি থরে থরে সাজানো ছিল সেখানে। সেইসব পেটি খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ তদন্তকারী অফিসারদের। পেটির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে ডিটোনেটর ও জিলেটিন স্টিক। জানা গিয়েছে, এদিন মোট ২২টি রোল জিলেটিন স্টিক ও ৬ বাক্স ডিটোনেটরের উদ্ধার হল। কেন ওই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক সেখানে মজুত করা ছিল তা নিয়ে ধন্দে তদন্তকারী অফিসাররা। ওই জঙ্গলের কিছুটা দূরে প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ড। সেখানে থেকে ওই বিস্ফোরক পাচার করা হয় এই রাজ্যে কিনা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী অফিসাররা। রামপুরহাটে একাধিক পাথরখাদান আছে। বেআইনিভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অনেক জায়গায় অবৈধভাবে পাথর কাটার খবর আসে। ওইসব ডিটোনেটর ও জিলেটিন স্টিক সেই কাজে ব্যবহারের জন্য বিক্রি হত বলে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা চলছে। ডি এস পি ডি ই বি স্বরূপ চক্রবর্তী সংবাদ মাধ্যমে জানান, জেলা পুলিশ সুপার রাজ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় তাঁদের এই ব্যাপারে সংবাদ দেন। পুলিশ সুপার রাজ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় অবশ্য কিছু বলতে চাননি।

অবস্থান পরিবর্তন, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আতঙ্ক এবার দলমার জঙ্গলে

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৭ জানুয়ারি ঃ পুরুলিয়ায় ফের অবস্থান পরিবর্তন করল বাঘ। ওদিকে কুলতলির মৈপীঠেও অবস্থান পরিবর্তন করল বাঘ। মৈপীঠের দক্ষিণ বৈকুণ্ঠপুর-সংলগ্ন জঙ্গলে ছিল সে। সেখান থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পেরিয়ে সে এখনন উত্তর বৈকুণ্ঠপুর এলাকায় বলে মনে করা হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো ঝাড়খণ্ড- পুরুলিয়া পুরুলিয়াতেও নতুন করে বাঘ-আতঙ্ক তৈরি। ঝাড়খন্ডের চান্ডিল- লাগোয়া বালিডি জঙ্গল ছেড়ে রয়াল বেঙ্গল টাইগার দলমা পাহাড়ের জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে। দলমা পাহাড়-লাগোয়া চাষজমিতে মিলেছে বাঘের পায়ের ছাপ। পুরুলিয়ায় যেহেতু বাঘের গলায় রেডিয়ো কলার নেই, সেহেতু বাঘকে ট্র্যাক করার কাজটা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বন বিভাগের ভরসা সেই পায়ের ছাপই। সেই সূত্র ধরেই ঝাড়খণ্ডের বন বিভাগের আধিকারিকদের অনুমান, ওই বাঘ বর্তমানে দলমা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। গত পাঁচ দিন ধরে ঝাড়খণ্ডের চান্ডিল ও বালিডি সংলগ্ন জঙ্গল দাপিয়ে বেড়িয়েছে ওই বাঘ। আর জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়েছে একের পর এক গবাদি পশুর রক্তাক্ত দেহ। বাঘের গতিবিধি জানতে বন দফতরের পক্ষ থেকে ওই এলাকায় বসানো হয়েছিল ট্র্যাপ ক্যামেরা। এলাকায় জারি হয়েছিল সতর্কতা। এবার এই এলাকা ছেড়ে বাঘ আশ্রয় নিয়েছে ঝাড়খণ্ডের দলমা পাহাড়ে। এবার কী হবে? সদ্য জিনাতের তাণ্ডব দেখে বাঘ-আতঙ্কের কথা ভুলতে পারেননি বান্দোয়ান, মানবাজারের বাসিন্দারা। ঝাড়খণ্ডের সরাইকেলা- খরসোঁওয়া বনবিভাগের চান্ডিল রেঞ্জের জঙ্গলে ও খুঁটি বনবিভাগের তামা। রেঞ্জ সীমানায় প্রায় ১০-১৫ কিমি ব্যাসার্ধ জুড়ে বাঘের পায়ের ছাপ মিলেছে কদিন ধরেই। তার পরই ওই জঙ্গল-লাগোয়া এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৮১(৪) ধারা। বসানো হয়েছে একাধিক ট্র্যাপ ক্যামেরা। এলাকায় রাত-দিন চলছে মাইকিং ও প্রচার। এলাকাবাসীদের জঙ্গলে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সরাইকেলা- খরসোঁওয়ার চান্ডিল বনাঞ্চলে জারি করা হয়েছে রেড অ্যালার্ট। ঝাড়খণ্ড বনবিভাগের অনুমান, বাঘ এসেছে পালামৌ থেকে!

সুফল বাংলা প্রকল্পে চাষিদের থেকে সবজি কিনছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৭ জানুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় নিমতলা কিষাণ মান্ডিতে কৃষি বিপণন দপ্তর থেকে সুফল বাংলার প্রকল্প জন্য রাজ্য সরকার চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি সবজি কিনছেন। বেশ কিছুদিন ধরে ফুলকপি- বাঁধাকপি মোটেই বিক্রি নেই। আর সেই ফুলকপি বাঁধাকপি পাঁচ টাকা দরে চাষিদের থেকে সরাসরি কিনছেন মমতা ব্যানার্জির সরকার। শুধু ফুলকপি বাঁধাকপি পিয়াজ কলি সহ অন্যান্য সমস্ত রকম সবজি কিনছে রাজ্য সরকার। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই সমুদ্রগড় কিষাণ মান্ডিতে হাজির রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ উপস্থিত থেকে চাষিদের কাছ থেকে সবজি কিনছেন। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে ফুলকপি- বাঁধাকপি সহ অন্যান্য সবজির দাম নেই বিক্রিও নেই তাই চাষিদের কথা মাথায় রেখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই সুফল বাংলা প্রকল্পে এই সবজি কেনা শুরু হয়েছে। যাতে চাষিরা না লোকসানের মুখে পড়ে সেই কথা ভেবেই মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে এই সবজি কেনা হচ্ছে।

৩৫ বিঘা জমিতে আফিম চাষ, অভিযানে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি ঃ এক দুই নয় ৩৫ বিঘা জমিতে আফিম চাষ, অভিযানে কালচিনি থানার পুলিশ। আলিপুরদুয়ার জেলার দক্ষিন মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মেন্দাবাড়িতে বিঘার পর বিঘা জমিতে আফিম চাষ করা হয়েছে এমন খবর পেয়েই সক্রিয় হয়ে ওঠে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার কালজানী নদীর পাশের এই গ্রামে ৩৫ বিঘা জমিতে করা আফিম ক্ষেত নষ্ট করে দিতে ট্রাক্টর চালিয়ে দেয় পুলিশ। এই প্রসঙ্গে মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কৃষ্ণ বসুমতা জানান, এর আগে ওই গ্রামটি বেগুন চাষের জন্য সুনাম অর্জন করেছিলো। আজকে জানতে পারছি ওখানে ৩৫ বিঘা জমিতে আফিম চাষ করা হয়েছে। প্রশাসন তার নিজের কাজ করবে, এই ব্যাপারে শুধু এটুকুই বলবো আমাদের সবারই উচিত আইন মেনে চলা এবং গ্রামে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করা। অপরদিকে এদিন পুলিশের করা অভিযান প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী জনৈক গ্রামবাসী বলেন, আফিম চাষ করেছিলো , আজকে পুলিশ সেই ক্ষেতে ট্রাক্টর চালিয়ে সব নষ্ট করে দিচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এসডিএএইচ-০৪-২৪-২৫, তারিখ ০৬.০১.২০২৫। সিপিএম, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪, টেন্ডার নং ডিসিপিএম-জিএস-এসএনটি-এসডিএএইচ-০৪-২৪-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ২৮.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনের এনকেজি বিল্ডিং, কলকাতা-র ১৩তম তলে সিএও/কন/ আরএসপি/পূর্ব রেলওয়ে কার্যালয় ও কনফারেন্স রুমে সিসিটিভি, আইপি-পিবিএক্স, রেলনেট ওয়্যার ও ওয়্যারলেস সুবিধা, সিসিটিভি, ওয়্যারলেস অডিও কনফারেন্স সিস্টেম, অফিস সার্ভিস টার্মিনাল ইত্যাদির মতো টেলিকমিউনিকেশন সুবিধা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ১,২৭,৯৯,৫৯০.৭২ টাকা। **বায়নামূল্য:** ২,১৪,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ/সময় :** ০৬.০১.২০২৫ সন্ধ্যা ৭.১৭ মিনিট। **অফারের বৈধতা :** ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ৬ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১৪.০১.২০২৫। **বিডিংয়ের ধরন :** প্রতিটি নির্দিষ্ট আইটেমের জন্য সিঙ্গল রেট। **চুক্তির ধরন :** ওয়ার্কস। **চুক্তির শ্রেণী :** এক্সপেন্ডিচার। **দরের ক্রম :** ন্যূনতম থেকে উচ্চতম। **এক্সপেন্ডিচারের ধরন:** ক্যাপিটাল (ওয়ার্কস)। **দ্রষ্টব্য :** নতুন টেন্ডার নথি অর্থাৎ **"Tender documentupdatedcopy07.01.2025.pdf"** যোগ করা হয়েছে এবং আইআরইপিএস পোর্টাল থেকে পুরনো টেন্ডার নথি অর্থাৎ "Tenderdocument06.01.2025.pdf" সরানো হয়েছে। শিডিউল আইটেম ১-৫৪-এর জন্য অ্যানেক্সার যোগ করতে এই আপডেশন করা হয়েছে। (SDAH-305/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মানব নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং-এলসি গেটের ইন্টারলকিং

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. জ্যেষ্ঠ ডিইই/এলএমজি/২৮ অফ ২০২৪-২৫ তারিখঃ ৩১-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল/এলএম/২৪-২৫/৩৫। কাজের নামঃ** লামডিং মণ্ডলের গুয়াহাটি- ফরকাটিং জংশন এবং চাপরমুখ জংশন - সেনচোয়া জংশন - আমনি খণ্ডে ইএলবি এবং জরুরীকালীন শ্লাইডিং বুমের ব্যবস্থা করার সঙ্গে ০৯ টি মানবনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং এবং বদরপুর জংশন-আগরতলা খণ্ডে জরুরীকালীন শ্লাইডিং বুম এবং ইএলবির ব্যবস্থা করার সঙ্গে ০৮ টি মানব নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং (বৈদ্যুতিক সাধারণ সেবা)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭২,৫১,৮৯২.৬৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৪৫,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৪-০১-২০২৫** তারিখের **১১.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ২৪-০১-২০২৫** তারিখের **১১.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **২৪-০১-২০২৫** তারিখের **১১.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচজি/লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০২_২০২৫/কে/১১১৯ তারিখঃ ০৩-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ০২_২০২৫। কাজের নামঃ** (ক) "রাণীনগর জলপাইগুড়ি-কিশনগঞ্জ এবং রাণীনগর জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ী-ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা করা-ক্রমে ৩ নং এবং ১ নং" এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) "হাটওয়ার-হলদিবাড়ি এবং শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোড - নতুন আরজিএম সাইডিঙের ব্যবস্থা করা-ক্রমে ৪ নং. এবং ১ নং" এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৩২,২৫,৯৪০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,১৬,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ২৭-০১-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই (জিএণ্ডসিএইচজি), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Office of the

PANCHARUL GRAM PANCHAYAT

Vill.Pancharul, P.O.:Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225

e-NOTICE INVITING TENDER NO- PGP/581/2025, Dt.-07/01/2025

For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Sinking of submersible pump with overhead tank. Last date of downloading documents up to **15/01/2025 at 5.00 PM**. Bid Opening date **17/01/2025 at 05.00 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan

Pancharul Gram Panchayat

৬ বার আফটার শক, বিধ্বস্ত নেপাল

নেপাল, ৭ জানুয়ারি ঃ পরপর সবার আফটার শক নেপালে। হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। এখনো পর্যন্ত ১০০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে নেপালে। বহু বাড়ি ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন, নেপালের এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের জন্য। মানুষজন রাস্তায় ছোটাছুটি করছেন আজকে সকাল থেকেই, ভূমিকম্পের আতঙ্কে অনেকেই এখনো ঘরের বাইরে ঘোরাফেরা করছেন। কয়েকবার ভূমিকম্পের কারণে এখনো মানুষ আতঙ্কে বাইরের দিকে চলাফেরা করছেন। মানুষ দিশেহারা হয়ে চারিদিকে ছোটাছুটি করছেন। আবার ভূমিকম্প হবে ভেবে। তবে কিভাবে সবাইকে সুরক্ষা দেওয়া হবে সেটাকে কেউ বুঝতে পারছেন না। নেপাল এবং নেপাল সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জায়গা জুড়ে ভূমিকম্পের কারণে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দুঃস্থদের রক্ষার জন্য এসে পৌঁছেছে একের পর এক অ্যাম্বুলেন্স। সামান্য আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে।

KULERDARI GRAM PANCHAYAT

DAULATPUR, P.O.-PAILAN, BLOCK-BISHNUPUR-I

SOUTH 24 PARGANAS

NOTICE INVITING e-TENDER

E-Tender are hereby invited by the undersigned for different schemes under Kulerdari Gram Panchayat, details of which as noted below: 1. N.I.T. No. **3(12)2/KGP/2025, Dated: 07/01/2025**. 2. E-Tender ID: **"2025_ZPHD_796309_1 to 12"**. 3. Bid submission start date: **08.01.2025 at 11.00 Hrs**. Bid submission closing date: **17.01.2025 at 11.00 Hrs**. For further details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan

Kulerdari Gram Panchayat

ILLAMBAZAR GRAM PANCHAYAT

ILLAMBAZAR, BIRBHUM

under Illambazar Panchayat Samity

e-Tender Notice

Prodhan, Illambazar Gram Panchayet, Birbhum, West Bengal invites **e-NIT No- 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/IGP/2024-25 dt 06.01.2024** and **Tender ID:-2025_ZPHD_795356, 795357, 795359, 795367, 795371, 795375, 795376** for **Seventeen** Nos work. Works details will be available in the website: **wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan

Illambazar Gram Panchayet

Office of the

PANCHARUL GRAM PANCHAYAT

Vill.Pancharul, P.O.:Pancharul, P.S. Udaynarayanpur, PIN: 711225

e-NOTICE INVITING TENDER NO- PGP/575/2025, Dt.-06/01/2025

For and on behalf of the Pancharul Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for the work of: Sinking of submersible pump with overhead tank. Last date of downloading documents up to **15/01/2025 at 5.00 PM**. Bid Opening date **17/01/2025 at 05.00 PM**. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan

Pancharul Gram Panchayat

Office of the

SARENGA GRAM PANCHAYET

Sarenga; P.S.-Sankrail, Dist.-Howrah

NOTICE INVITING TENDER No.: (1) HOW/SANK/SGP/eNIT-37/24-25, (2) HOW/SANK/SGP/eNIT-38/24-25

For and on behalf of the Sarenga Gram Panchayat, the Prodhan, Sarenga Gram Panchayat invites e-tenders for total 10(Ten)Nos. different works. Document download starting from **08/01/2025 from 05.00 PM up to 16/01/2025 up to 12.00 PM**. Last date of submission of Bid **16/01/2025 at 12.00 PM**. Bid Opening Date on **18/01/2025 at 12.00 PM**. For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan

Sarenga Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is hereby invited by the undersigned, vide this Office Tender No-**09/IGP/(2024-25)**, Memo no-987/IGP, Dated- 07.01.2025, Last Date of application of bid for above NIT is **16.01.2025, upto 2.00 pm**. Date and time of purchase of tender paper is **17.01.2025 upto 2.00 pm**. Date of receiving of tender is **18.01.2025 upto 2.00 pm** and opening of tender is **18.01.2025 at 2.30 pm.** For details please visit GP Office on and from **07.01.2025**.

Pradhan

Indrani Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমাদের গাজোল শাখার গ্রাহক **বিজয় চন্দ্র সাহা**, পিতা স্বর্গীয় গোপাল চন্দ্র সাহা, গ্রাম- তুলসীডাঙ্গা, থানা + পোস্ট অফিস গাজোল, জেলা মালদা, পিন-৭৩২ ১২৪। গত ১৬।১০।২০২৪ তারিখে মারা গেছেন। উক্ত ব্যক্তি নিম্নলিখিত উত্তরাধিকারী রেখে গেছেন। তাদের নাম, বয়স, সম্পর্ক যথাক্রমে নিম্নরূপঃ-

১) সুমিত্রা সাহা (স্ত্রী) বয়স ৪৮
২) নারায়ন সাহা (পুত্র) বয়স ৩৩
৩) লক্ষ্মী সাহা কর্মকার (কন্যা) বয়স ৩০

উপরিউক্ত এই ব্যক্তির আর কেউ উত্তরাধিকারী থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাঙ্কে যোগাযোগ করুন। পরে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না।

স্বাক্ষর /-

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, মালদা ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, গাজোল ব্রাঞ্চ, মালদা।

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং. এস/৩২/২০২৪-২৫ তারিখঃ ০৬-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ.

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/৫০২৯এ/ওটি/২৬৮/২০২৪-২৫

বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ পরিশিষ্ট অনুসারে ৪৫০ টি এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে এয়ার ব্রেক নবীকরণ আইটেমের যোগান এবং ফিটম্যান্ট। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস, (১) পরিমাণ: এসএসই/সি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১ সেট, পিএল. সংখ্যা. ৪২৯০৮৬১৪০০৪৩।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ৮৩/২৪/১০৪৯এ/ওটি/২৬৯/২০২৪-২৫

বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-০১-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ বিজ্ঞাপন ছাড়া ইউটিএস টিকিট প্রিন্টিঙের জন্যে প্রি-প্রিন্টেড টিকিট পেপার রোলস, সংলগ্ন পরিশিষ্ট "এ" অনুসারে অন্যান্য শর্তাবলি এবং বিস্তৃত স্পেসিফিকেশন অনুসারে ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ওয়াটার মার্ক সহিত উন্নত মানসম্পন্ন ভার্জিন পাল্প সাদা কাগজের ১৩০ জিএসএম (+-৫%) দ্বারা প্রস্তুত ১০৩ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের এবং ৬৪ মিলিমিটার প্রস্থ আকারের টিকিট এবং উভয় দিশার উপরে স্প্রোকেট হোলস সহিত (প্রতিরোল ৫০০ টিকিট)। স্পেসিফিকেশন নং. আইএসঃ ১৮৪৮/১৯৯১ অথবা অনন্তিম। ডিআরজি নং স্পেসিফিকেশন নং. আইএসঃ ১৮৪৮/১৯৯১ অথবা অনন্তিম অনুসারে (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) (১) পরিমাণ- ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো/এনএফআর (অসম) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ১৯২৯.০০। (২) পরিমাণ: গুয়াহাটি/ফর্মস/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ১১২২৬.০০, (৩) পরিমাণ: কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ৪৫০২.০০, (৪) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে হাজার সংখ্যায় ৪৮০২.০০, পিএল. সংখ্যা. ৮৩০৪০৪০৭।

নোটঃ টেণ্ডার নোটিস এবং টেণ্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেণ্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাওঁ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/XIV/121/040/24-25/D (1st Call)
Name of work : **Repairing or maintenance of concrete passage in the bye lanes of P.B. Road near Pr. No. 56/H, 56/3/1, 56/7, 64 & 754 etc. in Ward No. 121;** Estimated Cost : ₹ **2,86,001.61 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **15 Days**.

(2) NIT No. : KMC/XIV/121/042/24-25/D (1st Call)
Name of work : **Repairing or maintenance of concrete passage in the bye lanes of Majlisah Ara Road near Pr. No. P-53, 93/11, 93/31, 75A, 34/55 & 37M etc. in Ward No. 121;** Estimated Cost : ₹ **4,24,175.53 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,500.00**; Period of Completion : **25 Days**.

(3) NIT No. : KMC/XIV/131/31/24-25/R (1st Call)
Name of work : **Maintenance of U/G sewer at new Bangasree Pally near Prem. Nos. 71/14, 71/14E, 71/15F, 71/16A etc. in Ward No. 131;** Estimated Cost : ₹ **2,84,996.05 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **28 Days**.

(4) NIT No. : KMC/XIV/131/32/24-25/R (1st Call)
Name of work : **Maintenance of concrete passage at U.B. Road near Pr. Nos. 771, 778, 872 etc. in Ward No. 131;** Estimated Cost : ₹ **1,84,888.49 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **21 Days**; Last date of submission of bid : **15.01.2025 upto 5 pm (For Sl. No. 1 to 4)**; Tender will be opened on : **17.01.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **07.01.2025 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 to 4)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :

(1) NIT No. : EEC/BX/093/026/2024-2025
Name of work : **Improvement of C.C. passage near Prem. Nos. 11/6B/1, 11/B Rahim Ostagar Road etc. (Slum Area) in Ward No. 093, Br.-X;** Estimated Value : ₹ **2,20,110.26 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,500.00**; Time of Completion : **90 Days**.

(2) NIT No. : X/096/033/2024-2025/R
Name of work : **Mending of sewerage system at Jadavpur East Road, Batasa Gully (2 No. Bijoygarh) etc. Ward No. 096;** Estimated Cost : ₹ **2,82,229.37 (Including GST and CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **45 Days**; Last date and time of submission of bid : **16.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; Date and time of opening of bid : **18.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **07.01.2025 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 1), https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 2).**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-XVI, KMC** invites e-tenders online percentage rate two bid system for following works :

(1) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/031/24-25/PARK
Name of work : **Plantation of trees at different places of Ward No. 143;** Estimated Cost : ₹ **4,95,360.56 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**.

(2) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/124/038/24-25/BUSTEE
Name of work : **Dev. of C.C. road at Pragati Pally Bye Lane Road, Vidyasagar Pally Bye Lane Road & R.N. Tagore Bye Lane Road slum area near Pre. No. 16/27/68, 3087 & 50/4 in Ward No. 124;** Estimated Cost : ₹ **4,94,161.82 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/143/044/24-25/BUSTEE
Name of work : **Maint. of sanitary latrine at 22 Bigha and Barma Colony slum area in Ward No. 143;** Estimated Cost : ₹ **3,92,887.39 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **17.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3)**.

(4) NIT No. : KMC/E.E.(C)/BR-XVI/142/038/24-25
Name of work : **Maintenance of C.C. Road at Magurkhali near Pr. No. 135/41 in Ward No. 142;** Estimated Cost : ₹ **4,49,588.10 (Including GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.01.2025 - 12 Noon**; The tender will be opened on : **20.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 4)**; The bid forms and other details are available on and from **08.01.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 3), 10.01.2025 (5 pm) (For Sl. No. 4)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The **Executive Engineer (Civil) / Br.-IX, KMC** invites e-tenders online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/IX/075/053/2024-2025 (1st Call)
Name of work : **Repairing of I.P.S. footpath of Munshigunge Road from C.G.R. Road Jn. to Nitya Ghosh Street Jn. in Ward No. 75;** Estimate Amount : ₹ **4,62,515.90 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **9,500.00**; Period of Completion : **21 Days**.

(2) NIT No. : KMC/IX/078/029/2024-2025 (1st Call)
Name of work : **Improvement of I.P.S. passage at 19 Momimpore Road and its surrounding area in Ward No. 78;** Estimate Amount : ₹ **3,99,424.57 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of Completion : **60 Days**.

(3) NIT No. : KMC/IX/073/027/2024-2025 (2nd Call)
Name of work : **Supplying, Fitting and Fixing of pit covers are in different area including bustee in Ward No. 73;** Estimate Amount : ₹ **1,99,822.44 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**.

(4) NIT No. : KMC/IX/082/059/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Development of bustee drainage at 7B, Mahesh Chandra Dutta Lane, 113, Chetla Road (Lock Gate) and adjacent area in Ward No. 82;** Estimate Amount : ₹ **2,99,960.16 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **45 Days**.

(5) NIT No. : KMC/IX/082/060/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Development of bustee passage at 6B, 7B, Mahesh Ch. Dutta Lane, 113, Chetla Lock Gate in Ward No. 82;** Estimate Amount : ₹ **2,99,667.78 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **45 Days**.

(6) NIT No. : KMC/IX/082/061/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Development of bustee latrine at 60, 103, 29, Rakhal Das Auddy Road and adjacent area in Ward No. 82;** Estimate Amount : ₹ **2,49,493.26 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of Completion : **45 Days**.

(7) NIT No. : KMC/IX/082/062/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Repair of bustee passage at 103, 113, Rakhal Das Auddy Road, 74, 78, 82, 83, Chetla Road in Ward No. 82;** Estimate Amount : ₹ **2,99,976.06 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **45 Days**.

(8) NIT No. : KMC/IX/077/013/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Improvement of bustee I.P. passages at 2/1, Bengali Shah Warsi Lane, 35, Dent Mission Road, 72, Dr. S. Bose Road and its different Bustees in Ward No. 77;** Estimate Amount : ₹ **2,98,603.17 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**.

(9) NIT No. : KMC/IX/077/084/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Improvement of sewer line at 1/E/H/6 to 1/E/H/10 Ibrahim Road etc. in Ward No. 77;** Estimate Amount : ₹ **4,98,968.38 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**.

(10) NIT No. : KMC/IX/077/086/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of bustee sewer line at 17, 18, M.M. Ali, 78 D.S.B. Road etc. in Ward No. 77;** Estimate Amount : ₹ **2,99,198.14 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**.

(11) NIT No. : KMC/IX/077/007/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Renovation of bustee latrine at 69/H/9, 46/H/5, Dr. Sudhir Bose Road, 7B, 6/H/3, 18/2, M.M. Ali Road, 24/H/10, 32, Dent Mission Road etc. in Ward No. 77;** Estimate Amount : ₹ **2,99,583.25 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**.

(12) NIT No. : KMC/IX/077/008/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of bustee I.P.S. passqage at 1/E/H/6, 1/E/H/10, 1/E/H/22, Ibrahim Road and its surrounding area in Ward No. 77;** Estimate Amount : ₹ **1,99,114.76 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **30 Days**.

(13) NIT No. : KMC/IX/074/070/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Maintenance of bustee I.P. passage of different bustee like 19 to 70/72 Alipore Rd. and surrounding area in Ward No. 074;** Estimate Amount : ₹ **4,99,364.20 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of Completion : **60 Days**.

(14) NIT No. : KMC/IX/074/072/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Improvement of bustee sewerline at 19 Alipore Road, 68, 70, 72 Alipore Road etc. in Ward No. 074;** Estimate Amount : ₹ **1,99,339.11 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **60 Days**.

(15) NIT No. : KMC/IX/074/075/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Development of bustee I.P. passage at 24/6 Raja Santosh Rd., 32B Judges Court Rd., 5 to 33A Orphangunge Rd. etc. in Ward No. 074;** Estimate Amount : ₹ **1,99,733.88 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of Completion : **60 Days**.

(16) NIT No. : KMC/IX/074/073/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Improvement of bustee I.P. passages at 19 to 70, 72 Alipore Road, 18 to 20/1 Chetla Hat Rd. Bustee and surrounding area in Ward No. 074;** Estimate Amount : ₹ **2,99,900.84 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of Completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **16.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 16)**; Tender will be opened on : **18.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 16)**; The bid forms and other details are available on and from **08.01.2025 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 16).**

(17) NIT No. : KMC/IX/080/037/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Repairing of bustee I.P. passage at Western Side of Gandhi Vidyalay at Sick Lyn in Ward No. 80;** Estimate Amount : ₹ **3,99,178.00 (Incl. GST & CESS)**; Earnest Money : ₹ **8,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **20.01.2025 - 12 Noon**; Tender will be opened on : **22.01.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **10.01.2025 (5 pm)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 17).** 1182/24-25

দেশে প্রথম জ্যাভলিনের আন্তর্জাতিক আসর! প্রধান মুখ নীরজ

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারিঃ চলতি বছরেই ভারতে বসতে চলেছে আন্তর্জাতিক জ্যাভলিনের আসর। প্রত্যাশিতভাবে যেখানে প্রধান মুখ হতে চলেছেন অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া। জানাল অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এএফআই)। সংস্থা সূত্রে খবর, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে টুর্নামেন্ট আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এএফআই সভাপতি আদিল সুমারিওয়ালা জানান, ভারতে ২০২৯ সালে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২৭ সালে ওয়ার্ল্ড রিলে অনুষ্ঠিত করার জন্য ফেডারেশন ইতিমধ্যে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এ বছর জ্যাভলিনের আসরকে তারই মহড়া হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। আগামী পরিকল্পনার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, ''সারা বিশ্বের সেরা ১০ জন জ্যাভলিন খেলোয়াড় এতে অংশ নেবেন। সেখানে নীরজও

থাকবেন।'' নিছক প্রতিযোগী নয়, আয়োজক সংস্থার অন্যতম উদ্যোক্তা হিসেবেও ভূমিকা নিতে চলেছেন ভারতের সোনার ছেলে! জেএসবি নামে এক বিদেশি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে এএফআই। সেখানে নীরজও রয়েছেন। সুমারিওয়ালার মতে, নীরজের সোনার পদক জয় দেশের আমজনতার মধ্যে জ্যাভলিন নিয়ে আগ্রহ তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে ৭ আগস্ট (পদকপ্রাপ্তির দিন)-কে 'ন্যাশনাল জ্যাভলিন ডে' হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছে। জনগণের এই উন্মাদনা আর আবেগকেই কাজে লাগাতে চাইছেন তাঁরা। এর পাশাপাশি পাইপলাইনে রয়েছে আরও বড় মাপের বেশ কিছু টুর্নামেন্ট। ওয়ার্ল্ড জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপ (২০২৮), ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ (২০২৯), ওয়ার্ল্ড রিলে (২০২৭) তার মধ্যে অন্যতম। এখনও কিছু চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু হেভিওয়েট আসরগুলি যাতে ভারতে বসে, তার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছে এএফআই। সবেরই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এখন শিকে ছেঁড়ার অপেক্ষা!

একদিনের ক্রিকেটে ডেবিউয়ের পথে যশস্বী

মুম্বই, ৭ জানুয়ারিঃ ফের একবার আলোচনায় ভারতের তরুণ তুর্কি যশস্বী জয়সওয়াল। ২০২৩ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় পা রেখেছেন তিনি। এখনও অবধি টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে খেলেছেন বাঁ-হাতি এই তরুণ ক্রিকেটার। এখনও অবধি যশস্বীকে ওডিআইতে দেখা যায়নি। ক্রিকেট মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, টেস্ট ক্রিকেটে ছাপ রাখার পুরস্কার পেতে চলেছেন যশস্বী। তিনি যেহেতু ওপেনার, তাই এ বার প্রশ্ন হল রোহিত শর্মা কি বাড় পড়বেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে? ভারতীয় টিমে রোহিত অধ্যায়ে কি ইতি পড়তে চলেছে? সিডনি টেস্টে রোহিত শর্মা খেলেননি। ভারতের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এমনটা কখনও হয়নি যে, ক্যাপ্টেন অসুস্থ বা চোট না পাওয়ার পরও একাদশে নেই। রোহিত বর্ডার গাভাসকর ট্রফির শেষ টেস্টে না

খেলার জন্য ক্রিকেট মহলে বিরাট আলোচনা এবং সমালোচনা হয়েছে। তিনি এই মুহূর্তে সেরা ছন্দে নেই। ব্যাটে আশানুরূপ রানও আসছে না। তাই এ দাবি জোরাল হয়েছে যে, এ বার কি তিনি ওডিআই টিম থেকে বাদ পড়বেন? মেন ইন ব্লুতে রোহিত শর্মা ও শুভমন গিল ওপেনার। সেখানে যশস্বী জয়সওয়াল টিমে আসা মানে বাড়তি এক ওপেনার। যদি যশস্বীকে একাদশে রাখতে হয় তা হলে রোহিত বা শুভমনের একজনকে বাদ দিতে হবে। Revsportz-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের আসন্ন ওডিআই সিরিজে এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যশস্বী জয়সওয়ালকে ব্যাক আপ ওপেনার হিসেবে টিমে রাখা হবে। যশস্বী ভারতের ওডিআই স্কোয়াডে সুযোগ পেলে এখনই তাঁর ওডিআই অভিষেক হয় কিনা, সেদিকে নজর থাকবে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের। গত বছরটা ভালো কেটেছে যশস্বী জয়সওয়ালের। তিনি ১৫টি ম্যাচে ১৪৭৮ রান করেছেন। গড় ৫৪.৭৪। তাঁর ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলার ধরন অনেকের নজর কেড়েছে। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে অনেকেই দাবি তুলেছেন, যশস্বীর ওডিআই ফর্ম্যাটেও খেলা উচিত।

'অবদান ভুললে চলবে না', রোহিত-বিরাটের কৃতিত্ব মনে করিয়ে মুখ খুললেন যুবরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারিঃ কোনও টিম কারও একার পারফরম্যান্সে ভর করে জিততে পারে না। এ কথা ক্রীড়া মহলে খুব প্রচলিত। তেমনই কোনও টিম একার ব্যর্থতাতে হারেও না। ভারতীয় টিমের এ বার বর্ডার গাভাসকর ট্রফি হাতছাড়া হয়েছে। তার পর থেকে টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের কাঠগড়ায় তুলছেন অনেকে। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি রয়েছেন অনেকের টার্গেটে। এই পথে অবশ্য হাঁটছেন না জোড়া বিশ্বকাপজয়ী যুবরাজ সিং। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে যুবরাজ সিং ভারতের বর্ডার গাভাসকর ট্রফি হারের পর তাঁর অনুভূতি নিয়ে জানিয়েছেন। একইসঙ্গে যাঁরা সমালোচনা করছেন কোহলি ও রোহিতকে তাঁদের ভারতীয় ক্রিকেটে রো-কো জুটির অবদানের কথাও মনে করিয়েছেন যুবি। তিনি বলেন, ''গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে ভারতীয় টিম যা অর্জন করেছে, সেদিকে নজর রাখি আমি। অস্ট্রেলিয়ার পরপর ২ বার ভারত সিরিজ জিতেছে। আমার তো মনে পড়ছে না অন্য কোনও দল এটা পেরেছে। আমরা এখন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে নিয়ে খারাপ কথা বলছি। আমরা এটা ভুলে গিয়েছি যে ওরা অতীতে কী অর্জন করেছে। এখনকার অন্যতম সেরা ক্রিকেটার ওরা। হেরেছে ঠিক আছে। তবে আমাদের থেকে ওদের কষ্টটা বেশি

হচ্ছে। আমি আশাবাদী ভারত ঘুরে দাঁড়াবে। গৌতম গম্ভীর কোচ, অজিত আগরকর নির্বাচক প্রধান, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরারা রয়েছে। ওদের মনোভাব অসাধারণ। ওরা সিদ্ধান্ত নেবে যে ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রিকেটের কী হবে। খুব বড় বিষয় এটা। আমি অতীতে এমন কখনও দেখিনি যে কোনও অধিনায়কের ফর্ম ভালো নয়, আর তিনি দলের বাইরে চলে গেলেন। রোহিতের মহানতার প্রমাণ দেয় এটা। যে নিজের থেকে দলকে এগিয়ে রেখেছে ও। অসাধারণ অধিনায়ক ও। তাতে সিরিজ জিতুক বা হারুক বরাবর অসাধারণ ক্যাপ্টেন থাকবে। ওর নেতৃত্বে ভারত ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছে। আমরা টি-২০ বিশ্বকাপও জিতেছি ওর নেতৃত্বে। আমার মতে এই সিরিজের হারের থেকে দেশের মাটিতে হওয়া নিউজিল্যান্ড সিরিজে ৩-০ হারটা বেশি কষ্টকর। ওটা গ্রহণযোগ্য নয়। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারত বেশ কয়েক বছর ধরে দাপট দেখাচ্ছে। ২ বার পরপরও জিতেছে। এ বার হেরেছে, তাও মেনে নেওয়া যায়।'' ভারতীয় টিমে কোনও বদলের প্রয়োজন রয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তরে যুবি বলেন, ''আমি মতামত দিতে পারি, যখন প্লেয়াররা ভালো পারফর্ম করতে না পারে, সেই সময় সকলে সমালোচনা করা খুবই সহজ। সমর্থন করা কঠিন। যাঁরা সমালোচনা করার করবে। আমার কাজ বন্ধুদের সমর্থন করা। আমার জন্য ওরা আমার পরিবার।''

মিলান ডার্বিতে প্রত্যাবর্তনের দুর্দান্ত গল্প লিখে ৮ বছর পর সুপার কাপ এসি মিলানের

রিয়াধ, ৭ জানুয়ারিঃ টানা তিন বছর সুপারকোপা বা ইতালিয়ান সুপার কাপের শিরোপা জিতে ট্রফিটাকে নিজেদের সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছিল ইন্টার মিলান। সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ও শক্তি-সামর্থ্য বিবেচনায় গতকাল রাতে এসি মিলানের বিপক্ষে 'মিলান ডার্বি'র ফাইনালেও ফেবারিট ছিল তারা। ম্যাচের ৫১ মিনিট পর্যন্ত সে শক্তির তারতম্য মেনেই এগোচ্ছিল খেলা। রিয়াধের আল আওয়াল স্টেডিয়ামে লাওতারো মার্তিনেজ ও মেহদি তারেমির গোলে এসি মিলান পিছিয়ে গেছে ২-০ ব্যবধানে। ইন্টারের টানা চতুর্থ সুপার কাপে শিরোপা জয় তখন সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু এরপরই যেন বদলাতে শুরু করল দৃশ্যপট। ৫২ মিনিটে থিও এর্নান্দেজ এক গোল শোধ করেন মিলানের হয়ে। এরপরও ম্যাচ ইন্টারের হাতেই ছিল। কিন্তু ৮০ মিনিটে ক্রিস্টিয়ান পুলিসিকের গোল করতেই যেন মনোবল ভেঙে পড়ে ইন্টারের। অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়ানো এই গোল আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনে মিলানের। এরপর যোগ করা সময়ে ট্যামি আব্রাহামের গোলে নিশ্চিত হয় ৮ বছর পর মিলানের সুপারকোপা

জয়। অন্য দিকে দুই গোলে এগিয়ে গিয়েও হতাশার এই হারে ইন্টারের জেতা হলো না সুপারকোপার টানা চতুর্থ শিরোপা। রোমাঞ্চকর গল্প লিখে পাওয়া দুর্দান্ত এই জয়ে এসি মিলানের হয়ে নিজের কোচিং অধ্যায়টাও দারুণভাবে শুরু করলেন সের্জিও কনসেইসাও। মিলানের হয়ে মাত্র দুই ম্যাচ ডাগআউটে দাঁড়িয়েই পেয়ে গেলেন শিরোপার দেখা। গত ডিসেম্বরে পাওলো ফনসেকার জায়গায় মিলানের নতুন কোচের দায়িত্ব নেন কনসেইসাও। এর আগে তাঁর অধীনে সুপার কাপের সেমিফাইনালে জুভেন্তাসকে হারিয়েছিল মিলান। সেই ম্যাচে মিলান জিতেছিল ২-১ গোলে। দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতে শিরোপা জয়ের প্রতিক্রিয়ায় কনসেইসাও বলেছেন, ''আমি খেলোয়াড়দের জন্য খুবই আনন্দিত, কারণ কাজটা সহজ ছিল না। আমি যখন এসেছিলাম এখান পরিবেশ সেরা অবস্থায় ছিল না। এই দুই ম্যাচের আগে কাজ করার তেমন কোনো সুযোগও ছিল না। আমরা দুটি শীর্ষ স্তরের দলের বিপক্ষে খেলেছি। এখন আমরা দারুণ আনন্দিত। আজ উদযাপন করব এবং কাল থেকে আমরা কালিয়ারির (সিরি 'আ' পরের ম্যাচের প্রতিপক্ষ) বিপক্ষে ম্যাচে মনোযোগ দেব।'' অন্য দিকে দলের এমন হারের জন্য নিজেদের দোষই বড় করে দেখিয়েছেন মার্তিনেজ। আর্জেন্টাইন এই স্ট্রাইকার বলেছেন, ''প্রথমার্ধ ছিল ইতিবাচক, আমরা ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এরপরই যেন ইন্টার খেলা থামিয়ে দিল। পরবর্তীতে আমরা একই গতিময়তা ও ছন্দ ধরে রেখে খেলতে পারিনি। এমন ম্যাচে যার মূল্য আপনাকে চুকাতে হবে।''

ডার্বির আগে বড় বিপর্যয় ইস্টবেঙ্গলের, আনোয়ারকে নিয়ে আচমকাই ধোঁয়াশা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ খারাপ সময় যেন পিছু ছাড়ছে না ইস্টবেঙ্গলের। হার, চোট-আঘাত, কার্ড সমস্যা একের পর এক বিপর্যয় এসেই চলেছে লাল-হলুদে। নতুন বছরেও পাল্টাল না ছবি। ঘরের মুম্বই সিটি এফসির কাছে ২-৩ গোলে হার। লাল-হলুদ রক্ষণকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন বিপিন, বিক্রম প্রতাপরা। বৃথা গেল ডেভিড-বিষ্ণুদের লড়াই। হিজাজি মাহের, হেক্টর ইউস্তেদের পারফরম্যান্স একেবারে তলানিতে। ১১ তারিখের বড় ম্যাচের আগে আরও বড় বিপর্যয় ইস্টবেঙ্গলের। চোটের তালিকায় এবার সংযোজন আনোয়ার আলি। মাদিহ তালাল চোট পেয়ে আগেই মরসুম থেকে ছিটকে গিয়েছেন। পরিবর্ত বিদেশি এখনও রিক্রুট করতে পারেনি ম্যানেজমেন্ট। সাউল ক্রেসপোর মাঠে ফিরতে আরও বেশ কয়েক সপ্তাহ। চোটের তালিকায় এবার যুক্ত হল আনোয়ার আলির নাম। কোমরে চোট ছিলই। তা নিয়েই মুম্বই ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন। ৯০ মিনিট শেষে খোড়াতে খোড়াতে মাঠ ছাড়তে দেখা গেল জাতীয় দলের তারকা ডিফেন্ডারকে। সব শেষে হুইলচেয়ারে করে স্টেডিয়াম ছাড়লেন। শনিবারের ডার্বির আগে এ ছবি বেশ চিন্তার ইস্টবেঙ্গলের কাছে। চোটের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পরই বোঝা যাবে চোট কতটা গুরুতর। ইস্টবেঙ্গল শিবির মনে করছে আনোয়ারের চোট

গুরুতর নয়। তবে ছবি অন্য কথা বলছে। ডার্বিতে তাঁর মাঠে নামা যে বেশ সংশয়ের, তা আন্দাজ করা যাচ্ছে। ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ এমনিতেই তথৈবচ। হিজাজি, হেক্টর, প্রভাত লাকরাদের জঘন্য পারফরমেন্স দেখে বিরক্ত সমর্থকরা। লিগ টেবলের ১১ নম্বরে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে ম্যাকলারেন, কামিংস, স্টুয়ার্ট সমৃদ্ধ মোহনবাগান লিগের মগডালে। আনোয়ার অনিশ্চিত হয়ে পড়লে অস্কার ব্রুজোর কপালের বলিরেখা যে আরও বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুম্বই ম্যাচ হারের পর দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন কোচ অস্কার ব্রুজো। ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলেন ক্লাবের কর্তা দেবব্রত সরকার। হাতে সময় কম। ডার্বির আগে দ্রুত নতুন বিদেশি আনতে চাইছে ক্লাব। সে সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। আদৌ লাল-হলুদে সুদিন ফেরে কিনা সেই অপেক্ষায় ইস্টবেঙ্গল জনতা।

'লক্ষ্য এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতা', দলবদলের জল্পনা ওড়ালেন রোনাল্ডো

রিয়াধ, ৭ জানুয়ারিঃ ২০২২ সালে ইউরোপ ছেড়ে সৌদি প্রো লিগে পাড়ি দিয়েছিলেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। তারপর থেকে আল নাসেরের হয়েই খেলছেন। দলে যোগ দিয়েছেন সাদিও মানে, ওটাভিও, এমেরিক লাপোর্তের মতো অনেক তারকা। জনপ্রিয়তা বেড়েছে সৌদি প্রো লিগেরও। ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর ক্লাব থেকে কেরিয়ারের শীর্ষে থেকে সৌদিতে যোগ দেওয়া প্লেয়ার হিসেবে রোনাল্ডোই প্রথম। তাঁর পথে হেঁটে নেইমার, বেঞ্জেমার মতো তারকারাও গিয়েছেন সৌদি লিগে। তাই এখন যথেষ্ট কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় লিগে, পাশাপাশি জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। ২০২৫ সালে আল নাসেরের সঙ্গে চুক্তি শেষ হচ্ছে রোনাল্ডোর। সম্প্রতি গুজব ছড়িয়েছিল ইউরোপে ফের তিনি ফিরতে পারেন। ফরাসি লিগের ক্লাব প্যারিস সাঁ জাঁমায় সই করতে পারেন বলে জল্পনা ছিল। তবে রোনাল্ডো নিজেই সেসব গুজব উড়িয়ে দিয়েছেন। ৩৯ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা বলেন, ''আমি এবং আমার পরিবার খুবই আনন্দে আছি এখানে। সুন্দর দেশে নতুন ভাবে জীবন শুরু করেছি, ফুটবলও উপভোগ করছি। তবে এখনও উন্নতির অবকাশ রয়েছে, এখানেই থাকতে চাই।'' ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে আল নাসেরে যোগ দিয়েছিলেন বছরে ২০০ মিলিয়ন ইউরো পাওয়ার চুক্তিতে। তবে সৌদির এই ক্লাবের হয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন রোনাল্ডো।

নেইমারের বিরুদ্ধে খেলা বিদেশি ইস্টবেঙ্গলে বাগানকে চাপে ফেলে দিল লাল-হলুদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ স্বপ্ন এখনও দেখছেন কোচ অস্কার ব্রুজো। আর সেই পিছনে ছোটার জন্যই এক প্লেয়ারকে আইএসএলে নিয়ে নিল লাল-হলুদ। চোট পেয়ে পুরো মরসুম ছিটকে গিয়েছেন মাদিহ তালাল। তাঁর বদলি হিসেবে ভেনেজুয়েলার তারকা ফুটবলারকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল। যিনি আবার ২০২১ সালের কোপা আমেরিকায় নেইমারের ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলেছেন। ২৮ বছরের ফরোয়ার্ড রিচার্ড সেলিসকে ঘিরে এখন থেকেই প্রত্যাশার পারদ চড়তে শুরু করেছে। ১১ জানুয়ারি গুয়াহাটিতে হতে পারে ডার্বি। ওই ম্যাচেই ভেনেজুয়েলান ফরোয়ার্ডকে নামিয়ে দিতে চান অস্কার। স্ট্রাইকার থেকে সেন্ট্রাল মিডফিল্ড, দুটো উইংয়ে সমানতালে খেলতে পারেন সেলিস। টিমে তাঁর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত ভাবেই ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াবে। শুধু তাই নয়, ভারসাম্যও বাড়বে টিমে। সেলিস তাঁর দেশের সেরা ক্লাবগুলোতে খেলেছেন। আতলেতিকো, দেপোর্তিভো, কারাকাস, কাবেলোর মতো টিমে সাফল্যের সঙ্গে খেলেছেন। ২৫০এর উপর গোল রয়েছে তাঁর ক্লাব ফুটবলে। ২০১৯ সালে কারাকাসকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। ২০২২ সালে জিতেছেন কোপা কলম্বিয়াও। ভূমিকা নেবে।'' ২০১১ সালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলতে কলকাতায় পা রেখেছিল ভেনেজুয়েলা। ১৫ বছর পর এই কলকাতা আবার দেখতে চলেছে এক ভেনেজুয়েলান ফুটবলারকে। রিচার্ড

শুধু তাই নয়, ভেনেজুয়েলার হয়েও নিয়মিত খেলতে দেখা গিয়েছে সেলিসকে। কোচ অস্কার এ হেন ফুটবলারকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত। বলেছেন, ''সেলিসের প্রতিভা, স্কিল, দায়বদ্ধতার উপর আস্থা রাখছি। টিমকে সাফল্য দেওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবেই ও গুরুত্বপূর্ণ সেলিসও লাল-হলুদ জার্সি পরে নামার জন্য মুখিয়ে আছেন। তিনি বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাব, যাদের প্রচুর ইতিহাস, তাদের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়ে রোমাঞ্চিত। আমার কেরিয়ারে এটা একটা নতুন অধ্যায় হতে চলেছে। চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য আমি তৈরি।''

ছিল না বুট কেনার টাকা, সন্তোষ জিতে এ বার নতুন টার্গেট সেট হুগলির সুপ্রিয় পণ্ডিতের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

যে পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর অবস্থা, সেই বাড়ির ছেলে হয়ে ফুটবল খেলার স্বপ্ন যেন বিলাসিতা। অনেক কষ্টে ফুটবলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে পা বাড়িয়েছেন সুপ্রিয় পণ্ডিত। বাংলা ফুটবল টিমের সন্তোষজয়ী দলের সদস্য তিনি। ছেলেবেলা থেকে খালি পায়ে ফুটবল খেলেছেন তিনি। নিয়মিত মাঠে কঠোর অনুশীলন করে গিয়েছেন। তার ফলও পেয়েছেন। সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের সুপ্রিয়র স্বপ্ন দেশের জার্সি গায়ে তুলে সকলকে গর্বিত করা। ২০২৪ সালের শেষে কেরলকে ১-০ হারিয়ে সন্তোষ ট্রফি জিতেছে বাংলার ফুটবল দল। সেই টিম বাংলার মাটিতে পা রাখার পরই বিভিন্ন মহল থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে দলের ফুটবলারদের। বাংলা দলকে যাঁরা সন্তোষ ট্রফি জিতিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হল হুগলির নালিকুলের বন্দিপুর গ্রামের বছর ২৮ এর সুপ্রিয় পণ্ডিত। দারিদ্রতাকে জয় করে স্বপ্ন সফল হয়েছে হুগলির হরিপালের বন্দিপুর গ্রামের ছেলে সুপ্রিয় পণ্ডিতর। আগামীর লক্ষ্য এখনই ঠিক করে ফেলেছেন তিনি। ছেলের সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না সুপ্রিয়র বাবা, মা। গ্রামের সকলে সুপ্রিয়কে বাবাই নামেই চেনে। এখন হুগলির গৌরব বাংলার এই তরুণ ফুটবলার। তবে সুপ্রিয়র এই ফুটবল আঁকড়ে বেড়ে ওঠা ও সাফল্যের পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। ভালো জুতো কিনে দেওয়ার মত সামর্থ ছিল না সুপ্রিয়র বাবার। তাই ছেলেবেলা থেকেই মাঠে খালি পায়ে অনুশীলন করতেন সুপ্রিয়। পেশায় তাঁর বাবা ভাগ চাষী। ফলে কোনও রকমে সংসার চলত তাঁদের। ধীরে ধীরে ভালো খেলার সুবাদে সুপ্রিয়র সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল প্রথমে রেনবো, ভবানীপুর তারপর পিয়ারলেস দলে। সেখানে তিন বছর ধরে খেলেছেন সুপ্রিয়। বর্তমানে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলা দেখতে ছেলেবেলা থেকেই ভালোবাসতেন সুপ্রিয়। ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। যখনই সময় পেতেন তিনি, মাঠে গিয়ে ফুটবল নিয়ে প্র্যাকটিস করতেন। তবে তাঁর এই খেলা

মোটেও ভালোভাবে নিত না তাঁর পরিবার। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে সেখানে ইতি টানতে হয়েছিল তাঁকে। পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণে আর তাঁর লেখাপড়া হয়নি। তাঁর বাবা কাশীনাথ ও মা কৃষ্ণা পণ্ডিত ছেলেকে ফুটবল খেলতে দেখলেই বকাবকি করতেন। ছেলে যে ফুটবল খেলে বড় নাম করবে, সেটা ছিল তাঁদের কাছে স্বপ্নাতীত। ছেলেবেলা থেকেই সুপ্রিয় ছিলেন জেদি। বাবা মায়ের বকাবকি সত্ত্বেও চালিয়ে গিয়েছিলেন নিজের খেলা। বিভিন্ন জায়গায় খেলে তাঁর ঝুলিতে আসতে থাকে একাধিক পুরস্কার। প্রথম প্রথম তাঁর মা ছেলের খেলাধুলা মেনে নিতে না পারলেও পরবর্তীতে ছেলেকে উৎসাহ দিতে শুরু করেন। ছেলে খেলতে গিয়ে কোথাও চোট আঘাত লাগলে তা দেখেই মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো বাবা মায়ের। এখন ছেলের খেলা দেখা মিস করেন না বাবা মা। ছেলের খেলা আছে জানতে পারলেই কাজকর্ম সেরে বসে পড়েন টিভির সামনে। সুপ্রিয়র কোচ সুবিমল সিনহা। তাঁর হাত ধরে প্রথমে মানকুন্ডু ও বর্তমানে বৈদ্যবাটি কৃষ্টিচক্রের মাঠে প্র্যাকটিস করেন সুপ্রিয়। তিনি জানান, ছেলেবেলা থেকেই কষ্ট করে বাবা তাঁকে মানুষ করেছে। এ বার সন্তোষ ট্রফিতে খুব কঠিন টিম ছিল তাঁদের গ্রুপে। সেখানে কাশ্মীর, রাজস্থান, তেলেঙ্গনার মত কঠিন দল অংশগ্রহণ করেছিল। সেমিফাইনালেও লড়াই ছিল কঠিন। প্রতিপক্ষ যতই শক্ত হোক না কেন, ছাড়ার পাত্র ছিলেন না সুপ্রিয় ও তাঁর সতীর্থরা। বাংলা দলের সকলের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি ঘোষণা করেছেন। এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সুপ্রিয়। তবে দু'চোখে তাঁর স্বপ্ন ভারতীয় ফুটবল টিমে খেলার। ছেলের সাফল্যে আপ্লুত সুপ্রিয়র মা। চোখে জল নিয়ে কৃষ্ণা পণ্ডিত বলেন, ''অনেক কষ্ট করে ছেলেকে মানুষ করেছি। মেরেছি, বকেছে তবু খেলা ছাড়োনি। এখন ছেলে অনেক ভালো জায়গায় পৌঁছেছে। আর সেটা দেখেই আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। এখন চাই ছেলে অনেক বড় হোক।'' সুপ্রিয়র বাবা কাশীনাথ পণ্ডিতও ছেলের সাফল্যে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। তিনি বলেন, ''আমাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। সংসার চালাতে পারতাম না। ছেলের জন্য একটা বুট কেনার পয়সাও ছিল না। বই কেনার পয়সাও ছিল না। অন্যের জমিতে চাষ করতাম। ওকে অনেক বকাবকি করেছি। আজ ছেলে অনেক বড় হয়েছে। খুব আনন্দ হচ্ছে।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com